মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪ তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২০

আল্লাহ বলেন,
বাস্তবিক পক্ষে তোমার পূর্বে যেসব রাসূল এসেছিল, তাদেরকেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত *(আন'আম ৬/১০)*। তিনি বলেন, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট *(হিজর ১৫/৯৫)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية وأدبية
جلد : ٢٤، عدد : ٣، ربيع الآخر وجُمادى الأولى ١٤٤٢هـ/ ديسمبر ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কুল শরীফ মসজিদ, কাজান, তাতারস্তান, রাশিয়া। ১৬ শতাব্দীতে নির্মিত দেশটির বৃহত্তম এই মসজিদে একসাথে প্রায় ৬ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের সাথে থাকা সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে বহু প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ST মেসার্স সুমন ট্রেডার্স

প্রোঃ মোঃ জনাব আলী

M ০১৭১৫-৬৫১৭৫৭
G ০১৯১৯-৯৩৫৯৮৪
S ০১৭১১-৯৩৫৯৮৪

এখানে খেজুর, কিসমিস, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম পেসতা বাদাম দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, এলাচ, ধইনা, মহরী, কালোজিরা, মেথি আমলা, তেজপাতা প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দোকান নং ৩৯-৪০, আর.ডি.এ মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪২ হিঃ

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭ বাং

ডিসেম্বর ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি আদব সমূহ ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান ০৯
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

♦ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(শেষ কিস্তি)* ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ দাস মুক্ত করার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ ১৯
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২৩
-আসাদুল্লাহ

♦ অভ্যাসগত বিশ্বাস থেকে চিন্তাশীল বিশ্বাসের পথে যাত্রা ২৮
-মুহাম্মাদ আনওয়ারুল কারীম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ সভ্যতার সঙ্কট ও ধর্মনিরপেক্ষ জঙ্গীবাদ ৩১
-আবু রুশদ

◈ হকের দিশা পেলাম যেভাবে :

♦ স্রেফ মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই হোক আমাদের পথচলা ৩৩

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৫

◈ চিকিৎসা জগৎ :

♦ শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার ৩৬

◈ কবিতা : ৩৭

♦ প্রার্থনা
♦ এক কাতারে শামিল হই
♦ খবর

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৮

◈ মুসলিম জাহান ৪০

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১

◈ সংগঠন সংবাদ ৪২

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর'২০ ফ্রান্সের ম্যাগাজিন 'শার্লি এবদো'র সর্বশেষ সংস্করণের প্রচ্ছদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ব্যঙ্গ করে আঁকা ১২টি কার্টুন ছাপা হয়। এর পক্ষকাল পরে ১৬ই অক্টোবর ফ্রান্সের জনৈক স্কুল শিক্ষক ক্লাসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ছাত্রদের সামনে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রদর্শন করেন। সেখানকার মুসলিম কমিউনিটি এর বিরোধিতা করে। একজন ইমাম মসজিদ থেকে এর বিরুদ্ধে অনলাইনে প্রতিবাদের ডাক দেন। এরই মধ্যে গত ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার ঐ শিক্ষক চেচেন এক যুবকের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। ফলে তাকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর থেকে ফ্রান্স জুড়ে চলছে সর্বত্র মুসলিম কমিউনিটির বিরুদ্ধে সরকার ও বিভিন্ন উগ্র জাতীয়তাবাদীদের হামলা ও কঠোর পদক্ষেপ সমূহ। ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ উক্ত ইমামের মসজিদ বন্ধ করে দেন। বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয় এবং প্রকাশ্য জনসভায় তিনি মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এর আগে অক্টোবরের শুরুতে তিনি 'ইসলাম ধর্ম সংকটে' বলে পশ্চিমা বিশ্বে বিতর্ক তৈরী করেন। এই ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনগুলি ২০০৫ সালে প্রথম প্রকাশ করেছিল ডেনমার্কের 'জিল্যাণ্ড পোস্ট' পত্রিকা। এরপর কয়েকবার ফ্রান্সের 'শার্লি এবদো' ম্যাগাজিন ঐ ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনগুলি ছাপায়। ২০১৫ সালে পুনরায় মহানবীকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুনগুলি প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সারা বিশ্বের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে তিনি প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে উদার মত পোষণ করেন। এমনকি সেদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত দেন। কিন্তু ২০২০ সালের ২রা অক্টোবর তিনি সারা বিশ্বে ইসলাম একটি 'সংকটকালীন অবস্থা' অতিক্রম করছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং ইসলামী উগ্রবাদের বিরুদ্ধে ডিসেম্বরে একটি আইন উত্থাপন করবেন বলে ঘোষণা দেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ভোটে পাস করার জন্য জনতুষ্টিবাদ মাত্র। আমেরিকা ও ভারতসহ বিভিন্ন বস্তুবাদী দেশে যার এখন চর্চা চলছে।

ব্যঙ্গোক্তি, কটূক্তি বা অপবাদ রটানো কোন ভদ্রলোকের কাজ নয়। কিন্তু নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে চিরকাল এক ধরনের অলস মস্তিষ্ক ব্যক্তিরা এরূপ করে গেছে। এর মাধ্যমে তাদের অবিশ্বাসী মন কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগে মক্কার মুশরিক নেতারা এ নিকৃষ্ট কাজটি সুচতুরভাবে সম্পন্ন করেছিল। এজন্য তারা হজ্জের মওসুমকে বেছে নিয়েছিল। কারণ ঐ সময় সারা বিশ্ব থেকে মানুষ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় সমবেত হয়। নেতারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করার চাইতে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাজটাই সবচাইতে বেশী কার্যকর হবে। এর দ্বারা যেমন প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে দুর্বল করা যাবে। তেমনি সাধারণ মানুষ দ্রুত সেটা লুফে নিবে। ফলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ব্যঙ্গোক্তি ও অপবাদ সমূহ তৈরী করল।

যেমন- তিনি (১) পাগল (২) কবি। 'তারা বলল, আমরা কি একজন কবি ও পাগলের জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?' *(ছাফফাত ৩৭/৩৬)*। (৩) জাদুকর (৪) মহা মিথ্যাবাদী। 'কাফেররা বলল, এ লোকটি একজন জাদুকর ও মহা মিথ্যাবাদী' *(ছোয়াদ ৩৮/৪)*। (৫) পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী। 'এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা উপাখ্যান ব্যতীত কিছুই নয়' *(আনফাল ৮/৩১)*। (৬) অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী। 'তারা বলে যে, তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ' *(নাহল ১৬/১০৩)*। (৭) মিথ্যা রটনাকারী। 'কাফেররা বলে, এটা বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছে' *(ফুরক্বান ২৫/৪)*। (৮) গণৎকার। 'অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহে তুমি গণৎকার নও বা পাগল নও' *(তূর ৫২/২৯)*। (৯) ইনি তো সাধারণ মানুষ, ফেরেশতা নন। 'তারা বলে যে, এ কেমন রাসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার প্রতি কেন ফেরেশতা নাযিল করা হ'ল না, যে তার সাথে থাকতো সদা সতর্ককারী রূপে?' *(ফুরক্বান ২৫/৭)*। (১০) পথভ্রষ্ট। 'যখন তারা ঈমানদারগণকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৩২)*। (১১) ধর্মত্যাগী। 'আবু লাহাব বলত, তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী মহা মিথ্যাবাদী' *(আহমাদ হা/১৬০৬৯, ৩/৪৯২ পৃ.)*। (১২) পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী (১৩) জামা'আত বিভক্তকারী *(সীরাতে ইবনু হিশাম ১/২৯৫)*। (১৪) জাদুগ্রস্ত। 'যালেমরা বলে, তোমরা তো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৭)*। (১৫) 'মুযাম্মাম'। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামের বিপরীতে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) নামে ব্যঙ্গ কবিতা বলত *(ইবনু হিশাম ১/৩৫৬)*। (১৬) রা'এনা। মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার দুরাচার ইহূদীরা রাসূল (ছাঃ)-কে 'রা'এনা' (رَاعِنَا) বলে ডাকত *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*। তাদের মাতৃভাষা হিব্রুতে যার অর্থ ছিল شَرِّيْرُنَا 'আমাদের মন্দ লোকটি'। এইসব অপবাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেন, 'দেখ ওরা কিভাবে তোমার নামে (বাজে) উপমা সমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৪৮; ফুরক্বান ২৫/৯)*। কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে যুগে যুগে এটাই হ'ল সর্বোত্তম জবাব *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩১৫ পৃ.)*।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তির বিষয়টি অতি পুরাতন। যদিও তা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে কখনোই রুখে দিতে পারেনি। বরং বাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক যুগে ১৯৮০-এর দশকে কুরআনের বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের সালমান রুশদী লিখিত 'স্যাটানিক ভার্সেস' (শয়তানের উক্তি সমূহ), '৯০-এর দশকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' ও পাবনার দাঊদ হায়দারের 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎসায় কালো বন্যায়' নামে লিখিত ব্যঙ্গ কাব্য সমূহের নাম করা যায়। যেখানে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ), যিশুখ্রীষ্ট এবং গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তি সমূহ ছিল। বর্তমানে রুশদী নিউইয়র্কে এবং শেষোক্ত দু'জন কলিকাতায় নির্বাসিত। এছাড়াও নাম করা যায় ১৯৯১ সালে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক নীলফামারীর আনিসুল হকের ব্যঙ্গ কার্টুন সমূহ। অতঃপর ২০১০ সালের মার্চে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপযেলার জনৈক প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার ১০ম শ্রেণীতে পড়ানোর সময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কুরআন মানুষের বানানো একটি সাধারণ বই'। তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে নিকৃষ্টতম উক্তি করেন। ২০১৩ সালের প্রথম দিকে ঢাকার নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দার ও ব্লগার আসিফ-এর ব্যঙ্গ

[বাকী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানবতার হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে আগত নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যিনি এসে মানুষকে জীবনের মূল্যবোধ শিখিয়েছেন। জীবনের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেকার সম্পর্ক জানিয়েছেন। স্রষ্টার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করেছেন। যিনি ছিলেন পৃথিবীর মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ ও অনুকরণীয় নমুনা। মানুষকে মুক্তির পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন রহমত হিসাবে। হাশরে যিনি উম্মতের একমাত্র শাফা'আতকারী ও কাণ্ডারী। সেই মানবতার নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের প্রতি আচার-ব্যবহারে কিরূপ শিষ্টাচার বজায় রাখা দরকার, সে বিষয়ে এ নিবন্ধে আলোচনা করা হ'ল।-

১. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁকে সত্যায়ন করা :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আদব হচ্ছে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করা। আর ঈমানের মূল হচ্ছে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা অকাট্যভাবে সত্যায়ন করা, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, পূর্ববর্তী জাতি ও ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন গায়েব সম্পর্কে তিনি যে সকল খবর দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করা। কারণ তিনি যা বলেছেন সবই অহি *(নাজম ৩-৪)*। সুতরাং সেগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে মৌখিক স্বীকৃতিও প্রদান করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে নবী করীম (ছাঃ) আনীত বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। আর এটাই হচ্ছে শাহাদাতাইন (আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল)-এর প্রকৃত তাৎপর্য। সুতরাং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল, তখন সে এ সত্যায়নও করবে যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য-সঠিক। কেননা এটাই হ'ল রেসালাতের প্রতি সাক্ষ্য দানের তাৎপর্য। এই নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করে আল্লাহ বলেন,

آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর তোমাদেরকে তিনি যেসব (মাল-সম্পদের) উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করছ না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছেন। আর তিনি তো (আগেই) তোমাদের (নিকট থেকে) অঙ্গীকার দিয়েছেন, যদি তোমরা (তাতে) বিশ্বাসী হও' *(হাদীদ ৫৭/৭-৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ أَنْزَلْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ، 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা যে আমল করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(তাগাবুন ৬৪/৮)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপরে, তাঁর রাসূলের উপরে এবং ঐ কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং ঐ সকল কিতাবের উপরে, যা তিনি নাযিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর, সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১৩৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান না আনার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! এই উম্মতের যে কেউ ইহুদী হোক বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান আনবে না, সেই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১]

২. তাঁর সর্বাত্মক আনুগত্য ও অনুসরণ করা :

যাবতীয় কথা-কর্মে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে। তাঁরই অনুসরণে জীবন গড়তে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا،

১. *মুসলিম হা/১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/৭০৬৩।*

www.at-tahreek.com

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

তিনি আরো বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ، ‘বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে তার দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহ’লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ’ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছে দেওয়া’ *(নূর ২৪/৫৪)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى. قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى. ‘আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে’।[২]

৩. রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিষেধ করেছেন সেসব পরিহার করা আবশ্যক। কারণ তাঁর যাবতীয় আদেশ প্রতিপালন এবং তাঁর নিষেধ পরিত্যাগ করা সকল মানুষের উপরে ফরয করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাক’ *(হাশর ৫৯/৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا، ‘সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাব। আর সেটা হ’ল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল’ *(নিসা ৪/১১৫)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ না মেনে তাঁর বিরোধিতা করলে পরকালে কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، ‘অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে’ *(নূর ২৪/৬৩)*।

৪. রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান করা :

রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বাধিক সম্মান করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মান-মর্যাদা মানব হৃদয়ে প্রোথিত হ’লে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে তৎপর হবে। এজন্যই আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান করার। কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান করার ফলাফল হচ্ছে তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ ও তাঁকে সাহায্য করা ইত্যাদি। এজন্য আল্লাহ বলেন, فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، ‘অতএব যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে শত্রু থেকে প্রতিরোধ করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ’ল সফলকাম’ *(আ‘রাফ ৭/১৫৭)*।

ছাহাবীগণের কাছে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা ছিল অতুলনীয়। উরওয়াহ ইবনু মাসঊদ বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনো থুথু ফেললে তা ছাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা তারা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোন আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি ওযূ করলে তাঁর ওযূর পানির জন্য ছাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হ’ত। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁরা নীরবে তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে ছাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। অতঃপর উরওয়াহ তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার কওম, আল্লাহ্র কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর নিকটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশী সম্রাটের নিকটে দূত হিসাবে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা-বাদশাকেই তার অনুসারীদের মত এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন ছাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন। তিনি ওযূ করলে তাঁর ওযূর পানি নিয়ে ছাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তিনি কথা বললে, ছাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না’।[৩]

২. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩।*

৩. *বুখারী হা/২৭৩১-৩২।*

৫. তাঁকে সর্বাধিক মহব্বত করা :

নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে যথার্থভাবে ভালবাসতে হবে। পৃথিবীর কোন কবীরা গোনাগার, ফাসেক মুসলমানকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কি রাসূলকে ভালবাস? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ, আমি রাসূলকে ভালবাসি। একথা সে এজন্য বলবে কারণ সে মহাব্বতের অর্থ জানে না। রাসূলের ভালবাসার দু'টি স্তর আছে। যথা- ১. আছলুল মুহাব্বাহ (মৌলিক ভালবাসা), যার দ্বারা একজন মানুষ মুমিন বা বিশ্বাসী হয়। ২. হাক্বীক্বাতুল মুহাব্বাহ (তাৎপর্যপূর্ণ ভালবাসা), যার দ্বারা একজন মানুষ মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী হয়। কারো মাঝে রাসূলের প্রতি মৌলিক ভালবাসা না থাকলে সে কাফের হবে। ফলে এমন কোন মুমিন পাওয়া যাবে না, যে একথা বলে যে, আমি রাসূলকে ভালবাসি না। আর তাৎপর্যপূর্ণ ভালবাসার আদেশই আল্লাহ দিয়েছেন। যার উপরে ভিত্তি করেই পরকালে বান্দার হিসাব হবে, বিচার হবে। পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হবে, জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। এ ভালবাসা শুধু মুখে উচ্চারণ করা ভালবাসা নয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*। সুতরাং রাসূলের প্রতি মুহাব্বত বলতে কেবল তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁর প্রচার করা, তাঁর সীরাত আলোচনা করা ইত্যাদিকে বুঝায় না। বরং তাঁর প্রকৃত ভালবাসা হ'ল তাঁর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁর তরীকার অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাতের বিরোধীদের মোকাবেলা করা, সুন্নাতের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং তাঁর উম্মতের অসম্মান দূর করা ইত্যাদি। আর এ ধরণের ভালবাসার নির্দেশই এসেছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ-

'তুমি বলে দাও, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, স্বগোত্র ও ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন কর, ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হবার আশংকা কর এবং বাড়ী-ঘর যা তোমরা পসন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা হ'তে অধিক প্রিয় হয়। তাহ'লে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/২৪)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর হই'।[৪] আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ-

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে- ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হ'তে অধিক প্রিয় হওয়া, ২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা, ৩. কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপসন্দ করা'।[৫] সুতরাং নবীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা হচ্ছে নিজের মনের চাহিদা, কামনা-বাসনার উপরে রাসূলের অনুসরণকে প্রাধান্য দেওয়া; পিতা-মাতার আনুগত্যের উপরে রাসূলের আনুগত্যকে এবং স্ত্রী-সন্তানের চাওয়া-পাওয়া ও সন্তুষ্টির উপরে রাসূলের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الآنَ يَا عُمَرُ-

'আমরা একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার জান ব্যতীত আপনি আমার কাছে সবকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হব ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মমিন হবে না। তখন ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হ'লে)'।[৬]

৬. তাঁর থেকে অগ্রগামী না হওয়া :

রাসূলের থেকে অগ্রগামী না হওয়া অর্থ জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ-নিষেধ, অনুমতি ও কর্মকাণ্ডের অগ্রগামী না হওয়া। তাঁর আদেশ বা অনুমতি কোন কিছু আগ বেড়ে না করা।

---

৪. বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।
৫. বুখারী হা/১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম হা/৪৩; আহমাদ হা/১২০০২।
৬. বুখারী হা/৬৬৩২।

তেমনি তাঁর নিষেধ ব্যতীত ইসলামের কোন কাজ পরিত্যাগ না করা। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান বলবৎ থাকবে, এটা রহিত হয়নি। অনুরূপভাবে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাতের অগ্রগামী হওয়া যাবে না। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশায় যেমন এ হুকুম জারী ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে তা অনুরূপই বহাল থাকবে। যে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে বেড়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন’ *(হুজুরাত ৪৯/১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْلُوْا خِلاَفَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. ‘কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী কিছু বল না’।[৭]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ও রাসূলের অগ্রগামী হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অবগত হওয়ার পূর্বে কোন কাজ করা। তিনি বলেন, তোমরা বল না, যতক্ষণ না তিনি বলেন, তোমরা নির্দেশ দিও না যতক্ষণ না তিনি নির্দেশ দেন, তোমরা ফৎওয়া দিও না যতক্ষণ না তিনি ফৎওয়া দেন, কোন বিষয় তোমরা বাস্তবায়ন কর না যতক্ষণ না সে বিষয়ে তাঁর হুকুম বা ফায়ছালা পাওয়া যায়।[৮] মোটকথা রাসূলের সুন্নাত অবগত হওয়ার পূর্বে নিজের ইচ্ছামত কোন আমল না করা।

৭. রাসূল (ছাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উপরে কণ্ঠস্বর উঁচু না করা :

রাসূলের আওয়াজের উপরে আওয়াজ উচ্চ করা যাবে না। কারণ তাতে আমল বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ، ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না’ *(হুজুরাত ৪৯/২)*। এ ব্যাপারে ছাহাবীগণ অতি সজাগ ছিলেন। যেমন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে বুখারীতে এসেছে, ইবনু আবূ মুলায়কাহ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তম দু’ব্যক্তি- আবূবকর ও ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যখন বানী তামীম গোত্রের একদল লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসেছিল। তাদের একজন বানী মাজাশে গোত্রের আকরা ইবনু হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন অন্য জনের নাম প্রস্তাব করল। নাফে‘ বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হ’ল কেবল আমার বিরোধিতা করা। তিনি বললেন, না, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না’ ... শেষ পর্যন্ত।

ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওমর (রাঃ) এত আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনতে পেতেন না’।[৯]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এ আয়াত- (অর্থ) ‘হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্মফল সমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা জানতে পারবে না’ *(হুজুরাত ৪৯/২)* নাযিল হ’লে ছাবিত বিন ক্বায়েস (রাঃ) স্বীয় ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি একজন জাহান্নামী। এরপর থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী সা‘দ ইবনু মু‘আযকে ছাবিত (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আবূ আমর! ছাবিতের কি হ’ল? সা‘দ (রাঃ) বললেন, সে তো আমার প্রতিবেশী, তার কোন অসুখ হয়েছে বলে তো জানি না। আনাস (রাঃ) বলেন, পরে সা‘দ (রাঃ) ছাবিতের কাছে গেলেন এবং তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। ছাবিত (রাঃ) বললেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর আমার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায়। সুতরাং আমি তো জাহান্নামী। সা‘দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে ছাবিতের কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, না, বরং সে তো জান্নাতী’।[১০]

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমন তাঁর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করা নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর রেখে যাওয়া হাদীছের বিপরীতে উচ্চবাচ্য করা যাবে না। বরং হাদীছের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

৮. রাসূলের আহ্বানকে অন্যের ন্যায় না ভাবা :

রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানকে সাধারণ মানুষের আহ্বানের ন্যায় ভাবা যাবে না। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানকে তথা হাদীছকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، ‘রাসূলের প্রতি আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায়

৭. *হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৩৬৪ পৃঃ।*
৮. *মাজমূউল কাইয়েম মিন কালামে ইবনিল কাইয়েম, (রিয়াযঃ দারুত্বাইয়েবাহ, ১ম প্রকাশ ১৪২৬হি./২০০৫খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭০; ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন, ১/৫৮ পৃঃ।*
৯. *বুখারী হা/৪৮৪৫, ৪৩৬৭।*
১০. *মুসলিম হা/১১৯; আহমাদ হা/১২৫০২।*

গণ্য কর না' *(নূর ২৪/৬৩)*। এ আয়াতের দু'টি অর্থ হ'তে পারে- ১. পরস্পরকে ডাকার ন্যায় রাসূলকেও তাঁর নাম ধরে না ডাকা। বরং হে আল্লাহ্র রাসূল, হে আল্লাহ্র নবী এভাবে ডাকা। অনুরূপভাবে তাঁর কথা-কাজের খবর দেওয়ার সময়ও 'মুহাম্মাদ বলেছেন' বা 'মুহাম্মাদ করেছেন' এভাবে না বলে বরং সম্মানসূচকভাবে বলা যে, আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র নবী বা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন বা করেছেন বলা যরূরী। কেননা আল্লাহ কুরআনে আদম *(বাক্বারাহ ২/৩৩)*, নূহ *(হূদ ১১/৪৮)*, ইবরাহীম *(হূদ ১১/৭৬)*, মূসা *(আ'রাফ ৭/১৪৪)*, ঈসা *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*, দাঊদ *(ছোয়াদ ২৬/২৬)* প্রমুখ নবী-রাসূলগণের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর নাম উল্লেখ করে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! বলে কোথাও তিনি সম্বোধন করেননি। বরং হে নবী, হে রাসূল ইত্যাদি বলেছেন।

২. রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানকে অন্যের আহ্বানের মত মনে না করা। বরং তাঁর আহ্বানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ ইবনু মুআল্লা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে, যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে' *(আনফাল ৮/২৪)*। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের একটি অতি মহান সূরা শিক্ষা দিব'।[১১] অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

৯. অনুমতি ব্যতীত তাঁর মজলিস ত্যাগ না করা :

নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কোন মজলিস ত্যাগ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،

'মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন তারা চলে যায় না তার কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে তোমার নিকট অনুমতি চাইলে তাদেরকে তুমি অনুমতি দাও যাকে চাও। আর তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(নূর ২৪/৬২)*।

অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সমষ্টিগতভাবে উপস্থিত থাকলে আসন্ন জিহাদ, ছালাত বা পরামর্শ বৈঠকে সমবেত হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত উদ্দিষ্ট কাজ শেষ না করে স্থান ত্যাগ করবে না।[১২]

১০. তাঁর কথার বিরোধিতা না করা :

তাঁর কথা বা কাজের বিরোধিতা বা পরিপন্থী কাজ করা যাবে না। মানুষের কথা, রায়, সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হ'তে পারে কিন্তু তাঁর কোন কথা, রায় বা সিদ্ধান্তের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যাবে না। করলে ইহকালে ও পরকালে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। একটি হাদীছে এসেছে,

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি। এসব আমাদের কাছে অনেক ভাল মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন, أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَىْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِى، ইহুদী ও নাছারাগণ যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কাছে একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি। মূসা (আঃ)ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন উপায় ছিল না'।[১৩]

অর্থাৎ ক্বিয়াসের দ্বারা হাদীছের বিপরীত করা বা হাদীছের পরিপন্থী কাজ করা যাবে না। বরং ক্বিয়াস বাতিল হবে, হাদীছ-সুন্নাত বহাল থাকবে। কোন ইমাম, ওলী, আলেমের দোহাই দিয়ে রাসূলের কথা-কাজের কোন পরিবর্তন করা যাবে না। কিংবা মনের খেয়াল-খুশিমত তা বদলানো যাবে না।

১১. নাম শুনলেই তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা :

তাঁর নাম শুনলেই দরূদ পড়তে হবে। কেননা তিনি আমাদেরকে হকের দিকে, আল্লাহ্র দিকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্র সন্তোষের পথের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাঁর

১১. *বুখারী হা/৪৪৭৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫২।*

১২. *তাফসীর তাবারী ১৯/২২৮ পৃঃ।*

১৩. *আহমাদ হা/১৪৭৩৬; মিশকাত হা/১৭৭; ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮৯, হাদীছ হাসান।*

অসন্তোষের পথ থেকে সতর্ক করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি দরূদ পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর’ *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। এখানে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে দরূদ অর্থ তাঁর রহমত ও সন্তুষ্টি এবং ফেরেশতাগণের পক্ষ হ’তে দরূদ অর্থ দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা।[১৪]

হাদীছে এসেছে, আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْبَخِيلُ الَّذِى مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ‘কৃপণ সেই লোক যার কাছে আমার আলোচনা করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ে না’।[১৫]

১২. তাঁর পরিবার-পরিজনকে সম্মান করা :

নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজনকে যথাযোগ্য সম্মান করা। কারণ মহান আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا، ‘হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে’ *(আহযাব ৩৩/৩৩)*।

তিনি আরো বলেন, يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوْفًا، ‘হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বল না। তাহ’লে যার অন্তরে রোগ আছে, সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে। অতএব তোমরা সঙ্গত কথা বল’ *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُل إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، ‘সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি যে ব্যক্তিই বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন’।[১৬]

পরিশেষে বলব, রাসূল (ছাঃ) এ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবতার হেদায়াতের জন্য। তাঁর অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও বলেছেন যে, পরকালে মুক্তির জন্য তাঁর অনুসরণ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণের মধ্যেই তাঁর প্রতি আদব বা শিষ্টাচার প্রতিপালিত হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূলের প্রতি আদব পালনের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৪৫৭, আহযাব ৫৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৫. তিরমিযী হা/৩৫৪৬; মিশকাত হা/৯৩৩, হাদীছ ছহীহ।
১৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৭৮; ছহীহাহ হা/২৪৮৮।

দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদরাসা

গুটিরডাঙ্গার হাট, পো: কালুপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী-এর অধিভুক্ত একটি আদর্শ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত এবং হিফয বিভাগে ভর্তি চলছে

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

ফরম বিতরণ

১লা ডিসেম্বর ৩০শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষা : ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ইং

ক্লাস শুরু : ৯ই জানুয়ারী ২০২১ইং

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :

০১৭২১-৪৫৮২২৮, ০১৭৪২-৯৮২২০৪।

শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ্য বই

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

দাড়ি পুরুষের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দাড়ি রাখার যেমন দুনিয়াবী উপকারিতা রয়েছে তেমনি এটি রেখে সুন্নাত পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বা তাঁর লক্ষ লক্ষ ছাহাবীর কেউ দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দাড়ি নিয়ে সমাজে রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। কিছু আলেম নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে দাড়ি রাখাকে সুন্নাত বলে প্রচার করেন। কিন্তু বিশ্বের নির্ভরযোগ্য সকল আলেম দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই দাড়ি রাখা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দাড়ি রাখা সুন্নাত। অতএব দাড়ি রাখলে ভাল আর না রাখলে তেমন কোন সমস্যা নেই; একটা সুন্নাত পালন করা হ'ল না এই যা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। দাড়ি আল্লাহ্‌র একটি মহান ও বড় নে'মত। দাড়ি দ্বারা তিনি পুরুষকে অনুগ্রহ করেছেন এবং নারী জাতি থেকে তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। দাড়ি শুধুমাত্র মুখমণ্ডলের উপর কয়েকটি কেশগুচ্ছই নয়; বরং এটি ইসলামের বাহ্যিক একটি নিদর্শন। দাড়ি যথাযথভাবে রেখে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ ২২/৩২)*।

দাড়ি রাখার গুরুত্ব : দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশটিরও অধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যে নির্দেশগুলো পালন করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ দাড়ি রাখা মানুষের স্বভাবজাত তথা সুনানুল ফিৎরাত, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১] সেজন্য সকল নবী-রাসূলের দাড়ি ছিল। এটি সকল নবী-রাসূল ও তাঁর উম্মতের জন্য স্বভাবজাত সুন্নাত। মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী-রাসূলগণের আকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর আলোচনা আসল তখন তিনি বললেন, وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلاَ أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ آرَابِهِ إِلاَّ نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّى كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ، 'আর আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। আমি যখনই তার অঙ্গসমূহের কোন অঙ্গের দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন আমারই অঙ্গের দিকে তাকাচ্ছি। যেন তিনি তোমাদেরই সাথী'।[২] অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহের অবয়ব ইবরাহীম (আঃ)-এর অবয়বের মতই। তন্মধ্যে তাঁর দাড়িও ইবরাহীম (আঃ)-এর দাড়ির মত ছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এর নিকট মুসলিম দূত ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলে তিনি তাকে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ছবি প্রদর্শন করেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, সকল নবীর দাড়ি ছিল। বিশেষ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাদা (أَبْيَضُ اللِّحْيَةِ) দাড়ি ছিল।[৩] হারূণ (আঃ)-এর উপস্থিতিতে সামেরী কর্তৃক গো-বাছুর পূজা শুরু হ'লে মূসা (আঃ) রেগে হারূণ (আঃ)-এর দাড়ি ধরে সতর্ক করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، 'হারূণ বলল, হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না' *(তোয়াহা ২০/৯৪)*। আয়াত প্রমাণ করে যে, তাদের দাড়ি ছিল। মে'রাজ রজনীতে পঞ্চম আকাশে যখন রাসূল (ছাঃ) হারূন (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তার দাড়ি দেখলেন যে, وَنِصْفُ لِحْيَتِهِ بَيْضَاءُ وَنِصْفُهَا سَوْدَاءُ تَكَادُ لِحْيَتُهُ تُصِيبُ سُرَّتَهُ مِنْ طُولِهَا، 'তার অর্ধেক দাড়ি সাদা ও অর্ধেক কালো ছিল। আর এতটাই লম্বা ছিল যে সেটি তার নাভি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল'।[৪]

দ্বিতীয়তঃ সেটি রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ থাকার কারণে বিধানটি পালন করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) তার উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি মুণ্ডন করা অন্য ধর্মের শে'আর হওয়ার কারণে তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন, যা পালন করা সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى –

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ অধিক ছোট করবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবে'।[৫] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى–

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গোঁফ খাটো করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ করেছেন'।[৬]

দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করা ইহুদী-নাছারাদের বৈশিষ্ট্য :

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে যে সকল ইহুদী-নাছারা ছিল তাদের অধিকাংশ দাড়ি মুণ্ডন করত। আবার যে কয়জন দাড়ি রাখত তারা মেহেদী ব্যবহার করত না। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে তাদের দু'টি কর্মেরই বিরোধী

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯।*
২. *আহমাদ হা/৩৫৪৬; আলবানী, আল-ইসরা ওয়াল মে'রাজ ৭৬ পৃ.।*
৩. *বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত ১/৩৮৬-৯০।*
৪. *বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত ২/৩৯৩।*
৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/৭১৩২; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৯২।*
৬. *মুসলিম হা/২৫৯; তিরমিযী হা/২৪৬৪; আবুদাউদ হা/৪১৯৯।*

আমল করার নির্দেশ দেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، 'তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, গোঁফ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব (মেহেদী) লাগাও এবং ইহুদী ও নাছারাদের সাদৃশ্য অবলম্বন কর না'।[৭] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাছারারা দাড়ি মুণ্ডন করে এবং গোঁফ লম্বা করে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা গোঁফসমূহ খাটো করে ফেল এবং দাড়িগুলো ছেড়ে দাও। আর আহলে কিতাবদের বিরোধিতা কর'।[৮] অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, দাড়ি মুণ্ডন করা ধর্মহীন ইহুদী-নাছারাদের বৈশিষ্ট্য, যা থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে ধার্মিক ইহুদী-নাছারারাও দাড়ি রাখত। হাবশার বাদশাহ নাজাশী যখন জা'ফর বিন আবী তালেবের কুরআন তেলাওয়াত শুনছিলেন তখন তার চোখের পানি দাড়িতে গড়িয়ে পড়ছিল।[৯]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ، فَرَآهُمْ بِيضَ اللِّحَى، فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ؟ فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّكُمْ غَيِّرُوا، وَإِيَّايَ وَالسَّوَادَ 'আমরা একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় একদল ইহুদী তার কাছে আগমন করল। তিনি তাদের সাদা পাকা দাড়ি দেখে বললেন, তোমরা একে পরিবর্তন কর না কেন? তাকে বলা হ'ল, তারা শুভ্রতা পরিবর্তন করাকে অপসন্দ করে। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের দাড়ির শুভ্রতাকে পরিবর্তন করবে। তবে অবশ্যই কালো রঙ থেকে বিরত থাকবে'।[১০] উল্লেখ্য, বর্তমান মুসলমানরা যেমন দাড়ি কর্তন করে তৎকালীন ইহুদী ও নাছারারাও দাড়ি কর্তন করত।

দাড়ি মুণ্ডন করা মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য :

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে মক্কাসহ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য ছিল দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করা এবং লম্বা গোঁফ রেখে মুখ আবৃত করা। রাসূল (ছাঃ) এই ধরনের ফিৎরাত বিরোধী আমলের কথা জানার পর এর চরম বিরোধিতা করেন এবং তাঁর উম্মতকে দাড়ি রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। তোমরা গোঁফ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও'।[১১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) আরো স্পষ্ট করে বলেন, إِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يُعْفُونَ شَوَارِبَهُمْ، وَيُحْفُونَ لِحَاهُمْ، فَخَالِفُوهُمْ، فَأَعْفُوا اللِّحَى، وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ– 'নিশ্চয়ই মুশরিকেরা গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি ছেঁটে ফেলে। তোমরা তাদের বিরোধিতা করতঃ দাড়ি লম্বা কর এবং গোঁফ ছেঁটে ফেল'।[১২]

দাড়ি মুণ্ডন করা অগ্নিপূজকদের বৈশিষ্ট্য :

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে তৎকালীন পারস্যের লোকেরা আগুনের পূজা করত। তাদের অন্যতম শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছিল দাড়ি মুণ্ডন করা এবং গোঁফ লম্বা করা। তারা কখনো দূত হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করলে তাদের দাড়ি মুণ্ডন করা দেখে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। আর তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে তাদের বিরোধিতা করতে বলতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ– 'তোমরা গোঁফ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর'।[১৩] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَجُوسَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ– 'একদা রাসূল (ছাঃ) অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তারা নিজেদের গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি মুণ্ডন করে। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত আমল কর'।[১৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا، وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ، خُذُوا شَوَارِبَكُمْ، وَاعْفُوا لِحَاكُمْ، 'ইসলামের ফিৎরাত হ'ল, জুম'আর দিনে গোসল করা, মেসওয়াক করা, গোঁফ ছেঁটে ফেলা ও দাড়ি লম্বা করা। কেননা অগ্নিপূজকরা গোঁফ লম্বা করে ও দাড়ি ছেঁটে ফেলে। অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা

---

৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৬৫৭; ছহীহুল জামে' হা/১০৬৭।*
৮. *আহমাদ হা/২২৩৩৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৫৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৭১১৪।*
৯. *আহমাদ হা/১৭৪০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯৮৪২।*
১০. *তাবারাণী আওসাত্ব হা/১৪২; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৮৬ পৃ:, সনদ হাসান।*
১১. *বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১।*
১২. *মুসনাদে বাযযার হা/৮১২৩; কাশফুল আসতার হা/২৯৭০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৮৪৫, সনদ হাসান।*
১৩. *মুসলিম হা/২৬০; মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭৭১।*
১৪. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৪৭৬; শু'আবুল ঈমান হা/৬০২৭; ছহীহাহ হা/২৮৩৪।*

কর, গোঁফ মুণ্ডন কর এবং দাড়িকে লম্বা কর'।[১৫]

আব্দুল্লাহ বিন ওৎবা বলেন, جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قد حَلَقَ لِحْيَتَهُ، وَأَطَالَ شَارِبَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا هَذَا؟ قَالَ : هَذَا فِي دِينِنَا، قَالَ : فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ، وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ– 'জনৈক অগ্নিপূজক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করল। যে তার দাড়িকে মুণ্ডন করেছিল এবং গোঁফকে লম্বা করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) তার মুখের অবস্থা দেখে বললেন, এটা কী? সে বলল, আমাদের দ্বীনে এটাই বিধান রয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আমাদের দ্বীনে রয়েছে যে, আমরা গোঁফ ছেঁটে ফেলব এবং দাড়িকে ক্ষমা করে দিব'।[১৬] অত্র হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দাড়ি মুণ্ডন করা অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় নিদর্শন। আর তাদের ধর্মীয় শে'আর বা নিদর্শন কোন মুসলমান পালন করতে পারে না।

দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করা অনারব কাফেরদের বৈশিষ্ট্য :

দাড়ি মুণ্ডন করা কেবল ইহুদী-নাছারা, মুশরিক বা অগ্নিপূজকদের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি ছিল ইসলাম বিরোধী সকল কাফেরের বৈশিষ্ট্য। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) দাড়ি শেভ করার বা কাটার ব্যাপারে কোন ছাড় দেননি।

ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর বলেন, أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وَفَّرَ شَارِبَهُ وَجَزَّ لِحْيَتَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِهَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُوَفِّرَ لِحْيَتِي وَأُحْفِيَ شَارِبِي– 'জনৈক অনারব মসজিদে প্রবেশ করল। যে তার গোঁফকে লম্বা করেছিল এবং দাড়ি কেটে ফেলেছিল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, কীসে তোমাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করল? সে বলল, মহান আল্লাহ আমাকে এ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমরা দাড়ি ছেড়ে দেই এবং গোঁফ ছেঁটে ফেলি'।[১৭] সুতরাং দাড়ি রাখা কেবল নবীর নির্দেশ নয় বরং আল্লাহ্‌রও নির্দেশ। একদা পারস্য থেকে দু'জন দূত রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করল। যারা তাদের গোঁফ লম্বা করেছিল এবং দাড়ি কেটে ফেলেছিল। রাসূল (ছাঃ) তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ঘৃণা পোষণ করলেন। পরে তাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদের ধ্বংস হৌক, কে তোমাদেরকে এই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে? তারা বলল, আমাদের রব তথা পারস্য সম্রাট কেসরা। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিন্তু আমার রব আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে আমি দাড়ি ছেড়ে দেই এবং গোঁফ ছেঁটে ফেলি।[১৮]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة. 'ইহফাউল লিহ্‌ইয়া হ'ল একে ছেড়ে দেওয়া ও বৃদ্ধি করা। অনারবদের কর্মের মত দাড়ি কর্তন করতে আমাদের জন্য ঘৃর্নিত করা হয়েছে। কিসরাদের বেশ-ভূসা ছিল দাড়ি কর্তন করা ও গোঁফ লম্বা করা। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তার উম্মতকে বেশ-ভূষা ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করার নির্দেশনা দিয়েছেন'।[১৯]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! উপরোক্ত হাদীছগুলোতে রাসূল (ছাঃ) ইহুদী-নাছারা, মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করলেন এবং দাড়ি রাখার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলেছেন। কারণ তারা দাড়ি রাখে না। সাথে সাথে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা অবশ্যই দাড়ি রাখে। আর কোন বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ সেই বিধানটি ওয়াজিব হওয়ার দলীল। এ ব্যাপারে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল ইমামের ঐক্যমত রয়েছে যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করা হারাম।[২০] কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্যকারীর শাস্তির ব্যাপারে বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে *(নূর ২৪/৬৩)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(হাশর ৫৯/৭)*। অত্র আয়াতের শেষেও আল্লাহ কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করে রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারীদের সতর্ক করেছেন।

দাড়ি শেভ বা মুণ্ডন করা ইহুদী-নাছারা ও মুশরিকদের সাদৃশ্যপূর্ণ আমল :

দাড়ি মুণ্ডন করাতে ইহুদী-নাছারা, মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। যে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কারণ কেউ কোন ধর্মের

১৫. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১২২১; ছহীহাহ হা/৩১২৩।*
১৬. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৬০১৩, সনদ মুরসাল ছহীহ, আল-আমালী ওয়াল কেরাত, তাহকীক মাস'আদ আব্দুল হামীদ হা/৩৪।*
১৭. *মুসনাদুল হারেছ হা/৫৮৩,৫৯২; ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-মাতালিবুল আলিয়া হা/২৩০৮।*
১৮. *তারীখে তাবারী ২/৬৫৬; তাহরীমু হালকিল লিহা ১/১১।*
১৯. *মু'আলিমুস সুনান ১/৩১।*
২০. *আলী মাহফূয, 'আল-ইবদা' ফী মুযার্রিল ইবদা'ই' কিতাব দ্রষ্টব্য।*

সাথে সাদৃশ্য পোষণ করলে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন পালন করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতেও নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত'।[২১] তিনি আরো বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِاليَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى، 'যে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য বা মিল রেখে চলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইহূদী ও নাছারাদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না'।[২২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوْتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি মৃত্যু অবধি কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করল সে ক্বিয়ামতের দিন তাদের সাথে হাশর করবে'।[২৩] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম।[২৪] যেখানেই ইহুদী-নাছারা বা মুশরিকদের আমলের কথা এসেছে, সেখানেই রাসূল তাদের বিপরীত আমল করার আদেশ দিয়েছেন।[২৫]

দাড়ি শেভ বা মুণ্ডন করা নারীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ : দাড়ি মুণ্ডন করাতে নারীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে, যা করতেও রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، 'আল্লাহ্র লা'নত সেই পুরুষদের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেই সকল নারীদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে'।[২৬] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها 'এটি গোপন নয় যে, পুরুষদের দাড়ি মুণ্ডন করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, নারীদের সাথে বড়ই সাদৃশ্যপূর্ণ'।[২৭] তিনি আরো বলেন, حرم تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن فثبت حرمة حلقها ولزم وجوب إعفائها. 'নারীদের সাথে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম করা হয়েছে। আর পুরুষদের জন্য দাড়ি মুণ্ডন করা নারীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে, যেটি তাদের প্রকাশ্য নারীত্বের পরিচায়ক। ফলে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম ও দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হ'ল'।[২৮]

দাড়ি মুণ্ডন বা শেভ করা পুরুষ হিজড়াদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ : দাড়ি মুণ্ডন করাতে পুরুষ হিজড়াদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ তারা নিজেদের পরিচয় লুকাতে দাড়ি শেভ বা মুণ্ডন করে থাকে। তাদের সাথেও সাদৃশ্য পোষণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا، 'নবী করীম (ছাঃ) পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) অমুককে বের করেছেন এবং ওমর (রাঃ) অমুককে বের করে দিয়েছেন'।[২৯] সেজন্য কোন কোন বিদ্বান দাড়ি মুণ্ডন করাকে পুরুষ হিজড়াদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), ৫ম খলীফা খ্যাত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, বিচারক ইবনু আবী লায়লাসহ অন্যান্য সালাফগণ দাড়ি মুণ্ডনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না।[৩০] দাড়ি একজন মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই তারা দাড়ি মুণ্ডনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। তাছাড়াও দাড়ির ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীন তথা আমাদের নেককার উত্তরসূরীরাও আমাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের কেউই দাড়ি শেভ করতেন না।

ছাহাবী ক্বায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ)-এর দাড়ি গজায়নি। ছোট থেকে তিনি গোত্রের নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু দাড়ি না থাকার কারণে তাকে নেতা মানাত না। সেজন্য তার কওম আনছার ছাহাবীগণ বলতেন, 'বীরত্ব ও সাহসিকতায় কতইনা সেরা মানুষ হ'লেন আমাদের নেতা ক্বায়েস ইবনে সা'দ। কিন্তু কষ্টের বিষয় হ'ল, তার কোন দাড়ি নেই। সেজন্য আনছারগণ আফসোস করে বলতেন, لو استطعنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا لفعلنا، 'ধন-সম্পদ দিয়ে ক্বায়েসের জন্য যদি আমাদের পক্ষে দাড়ি কেনা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে আমরা তার জন্য দাড়ি ক্রয় করতাম!!'[৩১]

ইবনুল আছীর বলেন, وكان ليس في وجهه لحية ولا شعرة، فكانت الأنصار تَقُولُ: وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا،

---

২১. *আবূদাঊদ হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯; মিশকাত হা/৪৩৪৭।*
২২. *তিরমিযী হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/৪৬৪৯; ছহীহুত তারগীব হা/২৭২৩।*
২৩. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৮৮৬৩; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৪১; আলবানী, জিলবাব ২০৪ পৃ:।*
২৪. *ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১/২৭১।*
২৫. *আলবানী, হিজাবুল মারাতিল মুসলিমাহ ১৬১-২১২ পৃ:।*
২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আহমাদ হা/৩১৫১; মিশকাত হা/৪৪২৯।*
২৭. *আদাবুয যিফাফ ২১২পৃ:।*
২৮. *তামামুল মিন্নাহ ৮২ পৃ:।*
২৯. *বুখারী হা/৫৮৮৬; মিশকাত হা/৪৪২৮।*
৩০. *জাছছাস, আহকামুল কুরআন ২/২৩৬, ১/৬১৬; গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ১/১৪৪।*
৩১. *তাহযীবুল কামাল ২৪/৪২; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা ৩/১০৩, ৫/৯৮।*

وكان مَعَ ذَلِكَ جميلًا. 'তার মুখে কোন চুল-দাড়ি ছিল না। আনছারগণ বলতেন, আমাদের কামনা হয় ধন-সম্পদ দিয়ে ক্বায়েসের জন্য যদি দাড়ি ক্রয় করা যেত, তাই করতাম। এরপরেও তিনি খুব সুন্দর ছিলেন'।[৩২]

তদ্রূপ তাবেঈ আহনাফ ইবনু ক্বায়েসেরও কোন দাড়ি ছিল না, তিনিও তার গোত্রের নেতা ছিলেন। তার গোত্রের লোকেরা বলতেন, وددنا أنا اشترينا للأحنف اللحية بعشرين ألفاً 'আমরা কামনা করতাম, যদি দাড়ি কিনতে ২০ হাযার দিরহামও লাগে, তা দিয়ে তার জন্য দাড়ি কিনতাম'।[৩৩] তিনি টেরা এবং লেংড়া ছিলেন অথচ তারা সেগুলোকে দোষ হিসাবে গণ্য করেননি। কিন্তু দাড়ি না থাকাটাকে তারা আফসোসের কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। কাযী শুরাইহ বলতেন, وددت أن لي لحية بعشرة آلاف 'দশ হাযার মুদ্রার বিনিময়ে আমার দাড়ি থাকলে সেটি আমার নিকট প্রিয় হ'ত'।[৩৪] আফসোসের বিষয় হ'ল যেখানে আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরিগণ দাড়ি কেনার জন্য হাযার হাযার দিরহাম ব্যয় করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন সেখানে আজকের মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে দাড়ি শেভ করে ফেলে দেয়। তাদের থেকে আমরা কত দূরে অবস্থান করছি? তাদের ঈমান এবং আমাদের ঈমানের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান।

[চলবে]

৩২. *উসদুল গাবাহ ৪/৪০৪; মোল্লা আলী ক্বারী, শারহুশ শেফা ১/২৭৩।*
৩৩. *কুতুল কুলূব ২/২৪০; ইত্তেহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ২/৪৬২; ইয়াহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৮০।*
৩৪. *ইত্তেহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ২/৪৬২।*

আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট। মোবাইল :০১৭১৬-৯৫৪১৫৯, ০১৭১৭-২৫১১২১।

২০২১ শিক্ষাবর্ষের

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

১ম শ্রেণী হ'তে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত (আবাসিক/ অনাবাসিক)

ফরম বিতরণ : ১৭-১২-২০২০ইং থেকে ৩০-১২-২০২০ইং পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১-১২-২০২০ইং
ক্লাস শুরু : ০১-০১-২০২১ইং।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা দান।
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুসরণের সাথে সাথে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থার মডেল অনুযায়ী পরিচালিত বাগেরহাট-এর বুকে আদর্শ বিদ্যাপীঠ।
- কয়েক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার নিজস্ব ক্যাম্পাস ও মনোরম পরিবেশ।
- নিয়মিত ক্লাস টেষ্ট, মডেল টেষ্ট, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সৃজনশীল পদ্ধতির উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০০% সফলতা অর্জন।
- নির্ধারিত ক্লাসের পর সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি যুগোপযোগী কারিগরী শিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
- বোর্ডিং-এর ছাত্রদের মাসিক খরচ ৩০০০/= (তিন হাযার) টাকা মাত্র।

[বিঃ দ্রঃ ইয়াতীম ও দুস্থ ছাত্রদের ফ্রী থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে]

মারকাযুস্ সুন্নাহ আস-সালাফিইয়াহ

বালক শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)

সেক্টর নং ০৫, রোড নং ৪০৫/২২১, হাউজ নং ৪৪, পূর্বাচল নতুন শহর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব, নাযেরাহ, হিফয

পর্যায়ক্রমে কিতাব বিভাগ চালু হবে ইনশাআল্লাহ।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- শিক্ষার্থীদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে চরিত্রবান ও সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে গড়ে তোলা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত আবাসন ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা।
- ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়।
- অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে তদারকি।

যোগাযোগ : ঢাকা কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে কাঞ্চন ব্রীজ, ভুলতা গাউছিয়া থেকে কাঞ্চন ব্রীজ। অতঃপর রিকশাযোগে বাণিজ্য মেলা ময়দান সংলগ্ন মাদ্রাসা। গাযীপুর বাইপাস থেকে সিএনজি যোগে বাণিজ্য মেলা সংলগ্ন মাদ্রাসা।
মোবাইল : ০১৩০০-৮০১০৪৬, ০১৭১৪-৩৯২৩৪৪, ০১৮২৩-১৮১৯৯৩, ০১৩১৯-৩২১২০১।

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আহকাম :

(১) জামা'আতে ছালাত আদায় করা : ছালাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি প্রত্যেক পুরুষের জন্য জামা'আতে ছালাত আদায় করাও যরূরী। মসজিদ হ'ল জামা'আতে ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*।

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করার পর বললেন, অমুক হাযির আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ দুই ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) ছালাতই মুনাফিকদের জন্য বেশী ভারী হয়ে থাকে। তোমরা যদি এ দুই ওয়াক্ত ছালাতে কি পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে তা জানতে তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও জামা'আতে শামিল হ'তে। জামা'আতের প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফযীলত সম্পর্কে জানতে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই দু'জনের জামা'আত একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতের লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহ্র নিকট তা ততই বেশী পসন্দনীয়।[১]

(২) ইক্বামত দেওয়ার পরে সুন্নাত না পড়া : মসজিদে সুন্নাত আদায় অবস্থায় যদি ইক্বামত আরম্ভ হয়, তখন সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিতে হবে এবং জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ 'ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই'।** 'অনেকে ফজরের জামা'আত শুরু হওয়ার পরও দ্রুত দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন। অথচ ইতিমধ্যে ফরযের এক বা দু'রাক'আত শেষ হয়ে যায়। এটি তারা এই ভেবে করেন যে, এই দুই রাক'আত সুন্নাত ফরযের আগেই আদায় করতে হবে নতুবা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করতে হবে। অথচ এটা সঠিক নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (রহঃ) ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এক লোককে দেখলেন যে, সে ফজরের ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, ছালাত দু'রাক'আত, দু'রাক'আত। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত আমি আদায় করিনি। সে ছালাতই এখন আদায় করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন চুপ থাকলেন'।[২]

(৩) মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জামা'আত কায়েম করা যায় : অনেকের ধারণা মসজিদে মূল জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর আর কোন জামা'আত করা যাবে না। কারণ এর মাধ্যমে অনেকে প্রথম জামা'আতকে গুরুত্ব দিবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং প্রথম জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর লোকজন থাকলে দ্বিতীয় জামা'আত করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় জামা'আতে ইক্বামতও দিবে।[৩] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এ লোকটিকে ছাদাক্বাহ করার মত কি এমন কেউ নেই যে তার সাথে ছালাত আদায় করবে'।[৪] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন'।[৫] ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ ছহীহুল বুখারীর 'কিতাবুল আযানে' باب اثنان فما فوقهما جماعة 'দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি হ'লেই জামা'আত শিরোনামে' অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি নিম্নের হাদীছটি নিয়ে এসেছেন। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، 'ছালাতের সময় হ'লে তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইক্বামত বলবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে অধিক বড় সে ইমামতি করবে'।[৬] সুতরাং যখন দুই বা তার বেশী লোক ছালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হবে তখনই জামা'আত করে ছালাত আদায় করবেন।

(৪) মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা খোলা মাঠে আদায় করেছেন। যদিও মসজিদে নববী পৃথিবীর তিনটি গুরুত্বপর্ণ মসজিদের অন্যতম এবং এখানকার এক ছালাত হাযার ছালাতের চেয়ে উত্তম। তবে ওযর বশত মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বৃষ্টির কারণে এক বছর মসজিদে নববীতে ঈদের ছালাত আদায়

---

* *সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. *মুসলিম হা/৬৫১; আবূদাঊদ হা/৫৫৪।*

২. *মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮।*

৩. *শায়খ উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৫/৮৩-৮৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/১৬৬।*

৪. *আবূদাঊদ হা/৫৭৪; ছহীহুল জামে' হা/২৬৫২।*

৫. *মিশকাত ১১৪৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ।*

৬. *বুখারী হা/৬৫৮; মুসলিম হা/৬৭৪।*

করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّه أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِد ‘একবার ঈদের দিন সেখানে বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই নবী করীম (ছাঃ) তাদের সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলেন’।[৭] কিন্তু দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে অনেক এলাকায় বৃষ্টি বিহীন আবহাওয়ায় এবং মাঠ থাকার পরেও তারা মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করে থাকে, যা সুন্নাতের সুস্পষ্ট লংঘন।

(৫) সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আদায় করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের দিকে বের হন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে ছালাত আরম্ভ করেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি লম্বা ক্বিরাআত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাতে অতিবাহিত করেন। এরপর মাথা তুলে ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর আবার লম্বা ক্বিরাআত পড়েন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ‘ করেন, তবে তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতেও অনুরূপ করেন। এভাবে পুরো ছালাত চার রুকূ ও চার সিজদাহ সহকারে আদায় করেন। ছালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সূর্য গ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়’।[৮]

(৬) মসজিদে জানাযার ছালাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযর ব্যতীত মসজিদের বাইরে জানাযার ছালাত আদায় করতেন। তবে মসজিদে জানাযার ছালাত আদায়ে কোন সমস্যা নেই।[৯] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ‘যে ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত পড়ে তার কোন গুনাহ নেই’।[১০] আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে (তাঁর লাশ বাড়ী হ’তে দাফনের জন্য আনার পর) আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জানাযা মসজিদে নিয়ে আস, তাহ’লে আমিও জানাযা আদায় করতে পারব। লোকেরা (জানাযা মসজিদে আনতে) অস্বীকার করলেন (কারণ তারা ভাবলেন, মসজিদে জানাযার ছালাত কিভাবে আদায় করা যেতে পারে)। তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيْهِ، ‘আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘বায়যা’ নামক মহিলার দু’ছেলে সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযার ছালাত মসজিদে আদায় করিয়েছিলেন’।[১১]

(৭) মসজিদে নফল ছালাত আদায় করার হুকুম : মসজিদ মূলত ফরয ছালাত জামা‘আতে আদায় করার স্থান। আর নফল ছালাত আদায় করার উত্তম স্থান হ’ল বাড়ী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত কর না। (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় কর)।[১২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নফল ছালাত আদায় করবে। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত ছালাতই সর্বোৎকৃষ্ট’।[১৩] তবে মসজিদেও কেউ ইচ্ছা করলে নফল ছালাত আদায় করতে পারবেন। জুম‘আর ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের পর ছালাত আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক‘আর আদায় করে’।[১৪] এছাড়াও মাগরিবের আযানের পরে দু’রাক‘আত আদায় করা, জুম‘আর আগে ছালাত আদায় করা এবং তারাবীর ছালাত মসজিদে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়’।[১৫]

(৮) মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে এবং সেই স্থান অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে : কোন স্থানে কখনো মসজিদ নির্মাণ করা হ’লে এবং ছালাত আদায় করা হ’লে পরবর্তীতে প্রয়োজনে সেই স্থান থেকে মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে এবং সেই স্থানকে যে কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ’তে বায়তুল মাল চুরি হয়ে গেলে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাযারে পরিণত হয়।[১৬]

প্রকাশ থাকে যে, ছহীহুল বুখারী ২৭৬৪নং হাদীছে ‘ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং হেবাও করা যাবে না’ মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার প্রেক্ষিতে কোন কোন আলেম মনে করেন ‘যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না’। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা এ রকম নয়। কারণ ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, ‘ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে

৭. *আবূদাঊদ হা/১১৬০; ইবনু মাজাহ হা/১৩১২; মিশকাত হা/১৪৪৮।*
৮. *বুখারী হা/১০৬৬; আবূদাঊদ হা/১১৮০।*
৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮ খ্রিঃ) ১/৩৯২।*
১০. *আবূদাঊদ হা/৩১৯১; ইবনু মাজাহ হা/২১১৭; ছহীহাহ হা/২৩৫১।*
১১. *মুসলিম হা/৯৭৩; আবূদাঊদ হা/৩১৯০; মিশকাত হা/১৬৫৬।*
১২. *বুখারী হা/৪৩২; তিরমিযী হা/৪৫১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৭।*
১৩. *বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/১৭০২; আবূদাঊদ হা/১৩০১; তিরমিযী হা/৪৫০; নাসাঈ হা/১৬০২।*
১৪. *তিরমিযী হা/৫২৩।*
১৫. *বুখারী হা/১১২৯; আবূদাঊদ হা/১২৪৩; নাসাঈ হা/১৬০৭।*
১৬. *ইমাম তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৮৮৫৪; ফাতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২।*

উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্‌ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধ হয়ে গেলে সেটা বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্‌ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়'।[১৭]

(৯) কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে : কোন স্থানে কবর থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে কবর সরিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর ও ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হ'ল, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে রাখা হ'ল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হ'ল অতঃপর মসজিদের কিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হ'ল এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হ'ল।[১৮]

(১০) বিধর্মীরা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে : মসজিদ মুসলিমদের ইবাদতের জায়গা। যেখানে মুশরিক অন্য ধর্মের লোকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে বিধর্মীরা প্রবেশ করতে পারবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের ছুমামাহ ইবনু উছাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী করীম (ছাঃ) তার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ছুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।[১৯] তবে মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লায় কাফেরদের প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষেধ *(তাওবা ৯/২৮)*।

(১১) বহুতল বিশিষ্ট মসজিদের নীচতলায় দোকান করে ভাড়া দেওয়া যাবে : মসজিদের কল্যাণার্থে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার জন্য উপরে মসজিদ রেখে নীচে দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের নীচে দোকানপাট তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই।[২০] মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়'।[২১]

(১২) মহিলাগণ মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবেন : মহিলারা ইচ্ছা করলে জুম'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে এসে আদায় করতে পারবেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدُكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا 'যখন তোমাদের কোন মহিলা তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তোমরা তাদের নিষেধ কর না'।[২২] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মহিলাদের রাতের বেলা মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তার ছেলে (বেলাল) বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদেরকে (রাতের বেলা মসজিদে যেতে) অনুমতি দিব না। এটাকে তারা বাহানা হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌র শপথ আমি কখনও তাদেরকে অনুমতি দিব না। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মহিলাদের অনুমতি দাও, আর তুমি কিনা বলছ, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না।[২৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে আল্লাহ্‌র মসজিদে গমনে বাধা দিও না'।[২৪]

তবে ফরয ছালাতসহ সকল ছালাত মহিলাদের জন্য মসজিদে আদায় করার চেয়ে ঘরে আদায় করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا 'মহিলাদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় ছালাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে ছালাত আদায় করা উত্তম। আর গৃহের অন্য কোন স্থানে ছালাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম'।[২৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ কর না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম'।[২৬]

তবে মসজিদে মহিলাদের আসার আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা যরূরী:

(১) মসজিদে গমনের সময় সুগন্ধি ব্যবহার না করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تُطَيِّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ 'যখন কোন মহিলা এশার ছালাতে উপস্থিত হ'তে চায়, সে যেন ঐ রাত্রিতে সুগন্ধি ব্যবহার না করে'।[২৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে উপস্থিত হয়, সে যেন খোশবু স্পর্শ না করে'।[২৮]

(২) পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে বের হওয়া : মহিলাদের সব সময়ই পর্দার সাথে বের হ'তে হবে। তবে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আরো সতর্ক থাকতে হবে, যাতে

---

১৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৪।*
১৮. *বুখারী হা/৪২৮; নাসাঈ হা/৭০২।*
১৯. *বুখারী হা/৪৬২।*
২০. *মাজমূ' ফাতওয়া ৩১/২১৮।*
২১. *ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ।*
২২. *বুখারী হা/৮৭৩, ৫২৩৮; মুসলিম হা/৪৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩১৯।*
২৩. *বুখারী হা/৮৯৯; আবূদাঊদ হা/৫৬৮।*
২৪. *বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২; আবূদাঊদ হা/৫৬৬।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৫৭০; ইবনে খুযাইমা হা/১৬৮৮, ১৬৯০।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/৫৬৭; আহমাদ হা/৫৪৬৮; ইবনু খুযাইমা হা/১৬৮৪।*
২৭. *মুসলিম হা/৪৪৩; নাসাঈ হা/৫১৩৪।*
২৮. *মুসলিম হা/৪৪৩।*

ছওয়াব কামাই করতে গিয়ে গুনাহ না হয় এবং সমাজে ফিৎনার সৃষ্টি না হয়।

(৩) মহিলাদের জন্য পৃথক দরজার ব্যবস্থা করা : মহিলারা মসজিদে আসলে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে আলাদা জায়গায় দাঁড়াবেন। তারা মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় পৃথক দরজা দিয়ে বের হবেন।

(৪) মহিলাগণ পুরুষদের পিছনে দাঁড়াবেন : দাঁড়ানোর সময় অবশ্যই পুরুষরা মহিলাদের আগে থাকবেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর ঘরে ছালাত আদায় করেন। আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মু সুলাইম (রাঃ) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।[২৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها. 'পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথমটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথমটি'।[৩০]

(৫) পুরুষ মহিলার একত্রিত জামা'আতে ইমাম ভুল করলে পুরুষরা 'সুবহানআল্লাহ' বলবেন এবং নারীরা হাতের তালুতে মেরে আওয়াজ করবেন। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ছালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু আপতিত হয় সে ব্যক্তি যেন 'সুব্হানাল্লা-হ' পড়ে নেয়। আর হাতে হাত মারা কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট'।[৩১]

(৬) মহিলারা মসজিদ থেকে আগে বের হবেন : ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মহিলারা বের হবেন আর মহিলাদের বের হওয়া শেষ হ'লে পুরুষরা বের হবেন। হিন্দ বিনত হারিছ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন,

أنَّ النِّساءَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وثَبَتَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَن صَلَّى مِنَ الرِّجالِ ما شاءَ اللهُ، فإذا قامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قامَ الرِّجالُ،

'নারীরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সময় ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন অবস্থান করতেন। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উঠলে পুরুষরাও উঠে যেতেন'।[৩২]

(৭) মহিলারা মহিলাদের ইমাম হ'তে পারবেন : মহিলারা পুরুষদের ইমাম হ'তে পারবেন না। তবে মহিলারা মহিলাদের ইমাম হ'তে পারবেন। সেক্ষেত্রে মহিলা ইমাম পৃথক কাতারে না দাঁড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবেন।

(১৪) মসজিদে প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে : ইমাম ও মুছল্লীগণ দুনিয়াবী কথাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন কথাই বলতে পারবেন। জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে না ওঠা পর্যন্ত ঐ স্থান হ'তে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ'লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহিলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবীগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন'।[৩৩] এক্ষেত্রে মুছল্লীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। উল্লেখ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বাতিল হয়ে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদিছটি জাল।[৩৪]

(১৫) বিভিন্ন নামে মসজিদের নামকরণ করা যাবে : সকল মসজিদই আল্লাহ্র ঘর, যেখানে একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত হবে। তবে পরিচয়ের জন্য কোন এলাকার সাথে বা কোন ব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্যগত দলের সাথে মসজিদের নামকরণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে 'মসজিদে ক্বোবা', 'মসজিদে বনী যুরায়েক্ব' নামে মসজিদসমূহের নামকরণ করা হয়েছিল।[৩৫] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এ হাদীছ দ্বারা মসজিদকে এর নির্মাতা বা এতে ছালাত আদায়কারীদের সাথে সম্পর্কিত করা জায়েয হওয়ার ফায়দা পাওয়া যায়'।[৩৬] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'পরিচিতির স্বার্থে এরূপ নামকরণে কোন বাধা নেই'।[৩৭]

(১৬) বিশেষ কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যায় : কোন মুসলমান বাড়ী থেকে শারঈ কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারলে তিনি তার অবস্থানেই ছালাত আদায় করবেন। যেমন- অসুস্থতা, ঝড়-বৃষ্টি, তীব্র শীত ইত্যাদি। আবু মালীহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ،

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হুনায়নে ছিলাম, এ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন ঘোষণা দিলেন, আপনারা নিজ নিজ

---

২৯. বুখারী হা/৮৭৪।
৩০. মুসলিম হা/৪৪০; আবূদাঊদ হা/৬৭৮।
৩১. বুখারী হা/৬৮৩; মুসলিম হা/৪২১; মিশকাত হা/৯৮৮।
৩২. বুখারী হা/৮৬৬।
৩৩. মুসলিম, তিরমিযী হা/২৮৫০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭।
৩৪. আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ১/৮৩৩; 'আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৪৪০; ছাগানী, আল-মাওযূ'আত হা/৪০।
৩৫. বুখারী হা/৪২০; মুসলিম হা/১৮৭০; মিশকাত হা/৩৮৭০।
৩৬. ফাৎহুল বারী হা/৪২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৩৭. আল-মাজমূ' ২/২০৮; মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৬।

বাসস্থানে ছালাত আদায় করুন'।[৩৮] নাফি' (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) একদা তীব্র শীত ও বাতাসের রাতে ছালাতের আযান দিলেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসস্থলে ছালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হ'লে মুওয়ায্যিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন- 'প্রত্যেকে নিজ নিজ আবাসস্থলে ছালাত আদায় করে নাও'।[৩৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তাঁর মুওয়ায্যিনকে এক প্রবল বর্ষণের দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাছ্ ছালাহ' বলবে না, বলবে, 'ছাল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে ছালাত আদায় কর)। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে যরূরী। আমি অপসন্দ করি তোমাদেরকে মাটি ও কাঁদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলতে'।[৪০]

অনুরূপভাবে কোন মহামারী অথবা ছোয়াছে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলেও লোকজন মসজিদে একত্রিত না হয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، 'আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ، 'নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ কর না। আর ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*।

আবু সা'ঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 'ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়'।[৪১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عزَّ وجلَّ به ناسًا من عباده، فإذا سَمِعْتُمْ به، فلا تَدْخُلُوا عليه، وإذا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بها، فلا تَفِرُّوْا منه،

'মহামারী হচ্ছে আযাবের নিদর্শন। আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা যদি কোথাও মহামারীর সংবাদ শোন, তাহ'লে সেখানে যাবে না। আর যদি তোমার বসবাসের নগরীতে মহামারী দেখা দেয় তাহ'লে সেখান থেকে পালাবে না'।[৪২]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি যদি নিয়মিত জামা'আতে ছালাত আদায়কারী হন তাহ'লে শারঈ কোন কারণে জামা'আতে যেতে না পারলেও জামা'আতে ছালাতের ছওয়াব পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ-

'কোন বান্দা যদি কোন নেককাজ নিয়মিত পালন করে। অতঃপর কোন রোগ বা ভ্রমণের অপরাগতার কারণে সেই আমলে ছেদ পড়ে। তাহ'লে গৃহে অবস্থানকালীন সুস্থতার দিনগুলোতে কৃত আমলগুলোর সমপরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে'।[৪৩]

দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ঘরে অবস্থানের আরো ফযীলত রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন,

أَنَّه كانَ عَذابًا يَبْعَثُهُ اللهُ على مَن يَشاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنينَ، فليسَ من عَبْدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِه صابرًا، يَعْلَمُ أَنَّه لَنْ يُصيبَهُ إلّا ما كَتَبَ اللهُ له، إلّا كانَ له مِثْلُ أجْرِ الشَّهيد،

'মহামারী হ'ল আযাব। যাদের উপর ইচ্ছে, আল্লাহ এ আযাব পাঠান। পরিশেষে তিনি তা ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দেন এভাবে যে, কোন বান্দা যদি মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে, ছওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস নিয়ে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরে যা রেখেছেন, তার বাইরে কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তাহ'লে তার জন্য রয়েছে একজন শহীদের সমান ছওয়াব'।[৪৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, মসজিদ একটি পবিত্র জায়গা। সেখানে যথাযথভাবে ইবাদত সম্পন্ন করা যরূরী। সেই সাথে সুন্নাত মোতাবেক মসজিদ আবাদ করা এবং মসজিদ থেকে শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ড দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে যথাযথভাবে মসজিদ আবাদ করার তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!

৩৮. নাসাঈ হা/৮৫৪।
৩৯. বুখারী হা/৬৬৬; আবূদাঊদ হা/১০৬২; নাসাঈ হা/৬৫৪।
৪০. বুখারী হা/৯০১; আবূদাঊদ হা/১০৬৬।
৪১. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; দারাকুৎনী ৪/২২৮; বায়হাক্বী হা/১১৭১৮।
৪২. বুখারী হা/৩৪৭৩; মুসলিম হা/২২১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৪৪।
৪৩. আবূদাঊদ হা/৩০৯১, হাদীছ ছহীহ।
৪৪. বুখারী হা/৫৭৩৪; আহমাদ হা/২৪৩৫৮।

দাস মুক্ত করার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল সমূহ

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

প্রাক ইসলামী যুগে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ইসলাম আগমনের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাস প্রথাকে বিলুপ্ত না করলেও, বিভিন্নভাবে এই প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং দাস মুক্ত করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন পাপের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য দাস মুক্ত করার বিবিধ পন্থা ইসলামী শরী'আতে বিধিবদ্ধ আছে। যেমন- হত্যা, কসম ভঙ্গ, যিহার এবং রামাযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস প্রভৃতির কাফ্ফারা আদায়ের অন্যতম উপায় হ'ল দাস মুক্ত করা।[১] গোলাম আযাদ বা দাস মুক্ত করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম। কিন্তু এযুগের কোন কোটিপতি ব্যক্তিও যদি দাস মুক্ত করার এই ফযীলতপূর্ণ আমল সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তার সে ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ নেই বললেই চলে। কেননা বর্তমান যুগে দাস প্রথার প্রচলন নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ ইসলামী শরী'আতের এমন কিছু আমলের বিধান দিয়েছেন, যা দাস মুক্ত করার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

দাস মুক্ত করার ফযীলত :

গোলাম আযাদ করা বা দাসমুক্ত করার অনেক ফযীলত রয়েছে। এ কাজের সবচেয়ে বড় ফযীলত হ'ল জাহান্নাম থেকে মুক্তি। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিন দাসকে আযাদ করবে, আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। এমনকি এর (দাসের) লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তার (মুক্তকারীর) লজ্জাস্থানকে মুক্তি দিবেন'।[২] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ، 'যে ব্যক্তি একজন মুমিন দাসকে আযাদ করে দিবে, এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে'।[৩]

ছাহাবায়ে কেরাম এই হাদীছগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গোলাম আযাদ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন। নাফে' (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার জীবদ্দশায় একশত দাস আযাদ করেছিলেন।[৪] অনুরূপভাবে সচ্ছল ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র পথে নির্যাতিত গোলাম ছাহাবীদেরদে কিনে আযাদ করে দিতেন। কল্পনায় নিজেকে একজন পরাধীন ক্রীতদাস ভেবে সেই দাস প্রথা প্রচলিত সমাজের দিকে নযর দিলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

দাস মুক্ত করার ন্যায় ফযীলতপূণ আমল সমূহ

১. কা'বা ঘর তাওয়াফ করা :

উমাইর (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) ভিড় ঠেলে হ'লেও হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর নিকটে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্য কোন ছাহাবীকে আমি এরূপ করতে দেখিনি। আমি বললাম, يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আপনি ভিড় ঠেলে হ'লেও এই দুই রুকনে গিয়ে পৌঁছেন, কিন্তু আমি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্য কোন ছাহাবীকে এভাবে ভিড় ঠেলে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বললেন, আমি এরূপ কেন করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، 'এই দুইটি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি যে, সঠিকভাবে যদি কোন লোক বায়তুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে, তাহ'লে তার জন্য একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমান নেকী হবে'। আমি আরো বলতে শুনেছি যে, যখনই কোন ব্যক্তি তাওয়াফ করতে গিয়ে এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে, তখন আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে ছওয়াব লিখে দেন'।[৫] সুতরাং মুমিন বান্দাদের কর্তব্য হ'ল নেকী লাভের এই সুযোগ হাতছাড়া না করা। কেননা অনেকে এমন আছেন, যারা হজ্জ বা ওমরাহ করতে গিয়ে ঘোরাঘুরি, অধিক খানাপিনা এবং বাযারে কেনাকাটায় প্রচুর সময় অপচয় করেন। মহান আল্লাহ আমাদের নেকীর কাজে অগ্রগামী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।

২. তাওয়াফের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় ও ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা :

ছাফা ও মারওয়া দু'টি পাহাড়ের নাম, যা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত (*বাক্বারাহ ২/১৫৮*)। হজ্জের অন্যতম একটি রুকন হ'ল ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা, যার মাধ্যমে

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হত্যার কাফ্ফারা (সূরা নিসা ৪/৯২), যিহারের কাফ্ফারা (মুজাদালাহ ৫৮/০৩), কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা (মায়েদা ৫/৮৯), রামাযানে দিনের বেলায় সহবাসের কাফ্ফারা (বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১), দাসকে প্রহার করার কাফ্ফারা (মুসলিম হা/১৬৫৭; আবূদাঊদ হা/৫১৬৮) প্রভৃতি।

২. মুসলিম হা/১৫০৯; তিরমিযী হা/১৫৪১; ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৪২।

৩. আবূদাঊদ হা/৩৯৬৬, সনদ ছহীহ।

৪. ছিফাতুছ ছাফওয়া, ১/২৪০ পৃ.।

৫. তিরমিযী হা/৯৫৯; মিশকাত হা/২৫৮০, সনদ ছহীহ।

গোলাম আযাদ করার নেকী লাভ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি নবী কারীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ ذَلِكَ كَعِتْقِ سَبْعِيْنَ رَقَبَةً، 'জেনে রাখ! তওয়াফের পর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করার নেকী ইসমাঈলের বংশ থেকে একজন দাস আযাদ করার মত। এরপর ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করার ছওয়াব সত্তর জন দাস মুক্ত করার সমান'।[৬]

৩. আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা :

গোলাম আযাদের নেকী লাভের অন্যতম উপায় হ'ল আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ، 'যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল। অতঃপর সেই তীর শত্রুর নিকটে পৌঁছে ঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানুক বা লক্ষ্যচ্যুত হোক, এর বিনিময়ে একজন দাস মুক্ত করার নেকী রয়েছে'।[৭] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদের নেকী রয়েছে'।[৮]

৪. ঋণ দেওয়া এবং পথহারাকে পথ দেখানো :

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مِنْحَةَ لَبَنٍ أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتْقِ نَسَمَةٍ، 'যে ব্যক্তি একবার দহন করা দুধ দান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথহারা ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখায়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব'।[৯] আলোচ্য হাদীছে ঋণ বলতে কর্যে হাসানাহ এবং পথহারা বলতে রাস্তা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া, অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানো প্রভৃতি বুঝানো হয়েছে।

৫. অসহায় আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করা :

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের জন্য দান করা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে গোলাম আযাদ করার নেকী অর্জন করা যায়। একবার উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিনতে হারেছ (রাঃ) নবী কারীম (ছাঃ)-এর অনুমতি না নিয়ে নিজের দাসীকে আযাদ করে দেন। তারপর তার ঘরে রাসূল (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، 'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি জানেন আমি আমার দাসীকে আযাদ করে দিয়েছি? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَوَفَعَلْتِ؟ 'তুমি কি তাই করেছ?' মায়মূনা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ، 'শোন! যদি তুমি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য তা অধিক নেকীর কাজ হ'ত'।[১০] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, أن صلة الرحم أفضل من العتق، 'দাস মুক্ত করার চেয়েও ফযীলতপূর্ণ আমল হ'ল আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা'।[১১]

৬. পরিবারের জন্য খরচ করা :

সাধারণ দান-ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম দান হ'ল পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، 'কোন একটি দীনার তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছ, একটি দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য, একটি দীনার তুমি ছাদাক্বাহ করেছ মিসকীনের জন্য এবং একটি দীনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ। এর মাঝে ছওয়াবের দিক দিয়ে সর্বোত্তম হ'ল সেটি, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করেছ'।[১২]

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, فيه دليل على أن إنفاق الرجل على أهله أفضله من الإنفاق في سبيل الله، ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين، 'এই হাদীছে দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা, দাস মুক্তির জন্যে দান করা এবং মিসকীনদেরকে ছাদাক্বাহ করার চেয়েও কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম কাজ হ'ল পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা'।[১৩]

৭. শ্রমিকের কাজে সাহায্য করা এবং বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা :

ইসলাম ছোট-বড়, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলকে পরস্পর সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ

---

৬. *মুসনাদে বাযযার হা/৬১৭৭; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১১২, সনদ হাসান।*
৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৮১২; ছহীহুত তারগীব হা/১২৮৬, সনদ ছহীহ্।*
৮. *তিরমিযী হা/১৬৩৮; নাসাঈ হা/৩১৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৬২৬।*
৯. *তিরমিযী হা/১৯৫৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৫৯, ছহীহ হাদীছ।*
১০. *বুখারী হা/২৫৯২; মিশকাত হা/১৯৩৫।*
১১. *মির'আতুল মাফাতীহ, ৬/৩৭২ পৃ.।*
১২. *মুসলিম হা/৯৯৫; মিশকাত হা/১৯৩১।*
১৩. *মির'আতুল মাফাতীহ, ৬/৩৬৭ পৃ.।*

أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

'হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, যে গোলামের মূল্য অধিক এবং যে গোলাম তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এটা করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহ'লে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজের সংস্থান করে দিবে। আমি (আবারও) বললাম, যদি আমি এটাও করতে না পারি? তিনি বললেন, 'তাহ'লে মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ'।[১৪] বোঝা গেল, শ্রমিক বা কাজের লোককে তার কাজে সহযোগিতা করা এবং অদক্ষ ও কর্মহীন লোকের জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া দাস মুক্ত করার ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ আমল।

৮. অপরকে খানাপিনা করানো এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ :

দাস মুক্ত করার নেকী লাভের অন্যতম বিকল্প মাধ্যম হ'ল ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো, তৃষ্ণার্তকে পান করানো এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, একদিন এক গ্রাম্য লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। দারা-কুৎনীর বর্ণনায় এসছে, সে বলল, دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، 'আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।[১৫] তিনি বললেন, لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ. أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ، قَالَ: أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: لَا، عِتْقُ النَّسَمَةِ: أَنْ يَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفُكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ يُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، أَظُنُّهُ قَالَ: وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، 'যদিও তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে, কিন্তু তুমি ব্যাপক বিষয় জানতে চেয়েছ। তুমি একটি প্রাণী মুক্ত কর এবং গোলাম মুক্ত কর। সে বলল, এ কাজ দু'টি কি একই নয়? তিনি বললেন, (অবশ্যই) না। কেননা প্রাণী মুক্ত করার অর্থ হ'ল একাকী একটি প্রাণ মুক্ত করা, আর গোলাম মুক্ত করার অর্থ হ'ল তার মুক্তিপণের মাধ্যমে সাহায্য করা। অধিক দুগ্ধদানকারী প্রাণী দান করা এবং অত্যাচারী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়াশীল হওয়া। যদি তুমি এসব কাজ করতে সক্ষম না হও, তাহ'লে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং তৃষ্ণার্তকে পান করাও। সৎকর্মের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। আর যদি তুমি এ কাজ করতেও অক্ষম হও, তাহ'লে উত্তম কথোপকথন ছাড়া তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ'।[১৬]

৯. মাগরিব ও ফজর ছালাতের পর দশ বার তাহ্লীল বা কালেমা তাওহীদ পাঠ করা :

যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের ফরয ছালাতের পর দশবার করে বিশেষ তাহলীল পাঠ করে, তার আমলনামায় দশজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করার নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। উমারাহ ইবনু শাবীব আস-সাবাঈ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ، 'যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর দশবার বলবে, *'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর'* (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সকল রাজত্ব তাঁর এবং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন এবং প্রতিটি জিনিসের উপর তিনিই মহা ক্ষমতাশালী)', তাহ'লে আল্লাহ তার (পাঠকারীর) নিরাপত্তার জন্য একদল ফেরেশতা পাঠান, যারা তাকে শয়তানের ক্ষতি হ'তে ভোর পর্যন্ত নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য (আল্লাহ্র অনুগ্রহ) আবশ্যক করার ন্যায় দশটি নেকী লিখে দেন, তার দশটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ মুছে দেন এবং তার জন্য দশজন ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৭]

---

১৪. *বুখারী হা/২৫১৮; মুসলিম হা/৮৪, শব্দাবলী মুসলিমের।*
১৫. *দারাকুৎনী হা/২০৫৫; শু'আইব আরনাঊত হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।*
১৬. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪০২৬; মিশকাত হা/৩৩৮৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৮৯৮, সনদ ছহীহ্।*
১৭. *তিরমিযী হা/৩৫৩৪; নাসাঈ হা/১০৩৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/৬৬০, ছহীহ হাদীছ।*

১০. প্রতিদিন একশত বার কালেমা তাওহীদ পাঠ করা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، 'যে ব্যক্তি এই দো'আটি দিনে একশ' বার পড়বে যে, *'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর'*, তাহ'লে তার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ নেকী অর্জিত হবে, তার জন্য একশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং একশটি গুনাহ মোচন করা হবে। আর সেই দিনের সন্ধ্যা অবধি এই দো'আটি তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম আমল করতে পারবে না। তবে তার কথা স্বতন্ত্র, যে এর চেয়ে আরো বেশী আমল করে'।[১৮]

১১. একশত বার সুবহানাল্লাহ, আল্হামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ করা :

মহিলা ছাহাবী উম্মু হানী (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ فَإِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدُنْتُ، 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটা আমলের কথা বলে দিন। কেননা এখন আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমার দেহও ভারী হয়ে গেছে। তখন তিনি (ছাঃ) বলেন, كَبِّرِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَاحْمَدِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَسَبِّحِي اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ مُلْجَمٍ مُسْرَجٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ 'তুমি একশত বার আল্লাহু আকবার, একশত বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং একশত বার সুবহা-নাল্লাহ পড়। এটা তোমার জন্য জিনপোষ ও লাগামসহ একশত ঘোড়া আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) দান করার চেয়ে উত্তম, একশত উটের চেয়ে উত্তম এবং একশত গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম'।[১৯] বর্তমান যুগে যদি দাস প্রথা থাকত, তাহ'লে একশটি দাস আযাদ করতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হ'ত। অথচ পাঁচ-সাত মিনিটের মাধ্যেই আমরা এই আমলটি করতে পারি।

উপসংহার :

সম্মানিত পাঠক! যে সকল আমল সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল, তা সম্পাদন করা আমাদের কাছে আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আবহেলা ও অলসতার দরুন নেকীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার এই সুযোগগুলো আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কোন কোন আমল একটু ইচ্ছা করলেই স্বল্প সময়ে করা সম্ভব হয়। তাই আসুন! নেকী লাভের সকল সুযোগকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাই এবং উপরোক্ত আমলসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে গোলাম আযাদ করার নেকী অর্জনে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

১৮. বুখারী হা/৩২৯৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২৩০২।

১৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৮১০; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৫৩; সনদ হাসান।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি) ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ

তাফসীরুল কুরআন

(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন সকাল ০৮থেকে ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয়

*আসাদুল্লাহ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শর্ত সাপেক্ষে বিতর্ক করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিতর্কের সময় করণীয় বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। করণীয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

বিতর্কের সময় করণীয় :

(১) বিতর্কের উত্তম লক্ষ্য স্থির করা :

বিতর্কের উদ্দেশ্য হ'তে হবে উত্তম এবং কল্যাণকর। যদি বিতর্কের উদ্দেশ্য বজায় রাখতে না পারেন, তবে চুপ থাকাই উত্তম কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَسْكُتْ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা চুপ থাকে'।[১]

(২) সংযত কথা বলা :

মুখের কথা খুবই বিপজ্জনক। কেননা আমরা যাই বলি তা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।

আর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ، 'নিশ্চয়ই বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন কথা উচ্চারণ করে অথচ সে কথার গুরুত্ব সম্পর্কে সে জানে না। এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কোন কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে পতিত হবে'।[২]

(৩) সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার এবং দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার :

কথা হবে স্পষ্ট, সহজবোধ্য। হবে দুর্বোধ্য শব্দমুক্ত। প্রয়োজন না হ'লে বিতর্ক পরিহার করতে হবে এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) এধরনের কথা অপসন্দ করতেন।

(৪) বুঝার সুবিধার্থে কথার পুনরাবৃত্তি :

কথা হবে শান্ত প্রকৃতির, সুস্পষ্ট, শ্রুতিগোচর এবং সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য। রাসূল (ছাঃ) সকলের বুঝার সুবিধার্থে একটি কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। তাঁর কথা ছিল সহজ, যা সকলেই বুঝতে পারতেন। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ– 'আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন, যাতে তা বুঝা যায়'।[৩]

(৫) অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া :

অন্যের কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। কেউ কিছু বলতে চাইলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তাকে তার কথা শেষ করতে দিতে হবে। তার কথা শোনার পর যদি প্রয়োজনীয় কিছু বলার থাকে তবে বলতে হবে। শুধু বলতে চাওয়ার স্বার্থেই কথা বলা যাবে না।

(৬) সত্যগ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন :

বিতর্কের সময় অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ মুমিন ব্যক্তি সর্বদা সত্যবাদী হন, কৌতুক করেও মিথ্যা বলেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا 'সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে আর নেকী জান্নাতের পথের নির্দেশ করে। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্র কাছে (সত্যবাদী) হিসাবে (তার নাম) লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। কোন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে এমনকি আল্লাহ্র কাছে (তার নাম) মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।[৪]

(৭) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিসীমার মধ্যে কথা বলা :

নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিসীমার মধ্যে থেকে কথা বলতে হবে। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।

(৮) আত্মপ্রশংসা না করা :

বিতর্কের সময় মানুষের সামনে নিজের প্রশংসা করা যাবে না। যে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، 'অতএব তোমরা

---

* এম.এ. দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. বুখারী হা/৬৪৭৬; মুসলিম হা/৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২।
২. বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।
৩. বুখারী হা/৯৫; মিশকাত হা/২০৮; ছহীহাহ হা/৩৪৭৩।
৪. বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭; মিশকাত হা/৪৮২৪।

আত্মপ্রশংসা কর না। তিনি সর্বাধিক অবগত কে তাঁকে ভয় করে' *(নজম ৫৩/৩২)*।

(৯) গীবত তথা পরনিন্দা পরিত্যাগ করা :

গীবত হ'ল কোন মুসলিম ভাইয়ের অগোচরে তার ব্যাপারে এমন আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। কথা বলার সময় গীবত তথা পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা বিতর্কের সময় সবচেয়ে যে বিষয়টা অধিক চর্চা হয় তা হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। গীবত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِىْ أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، '(গীবত হ'ল) তোমার ভাই-এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপসন্দ করে। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই-এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহ'লেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহ'লে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে'।[৫] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং একে নিকৃষ্ট বস্তু তথা আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। অতএব এ থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক।

(১০) উত্তম যুক্তি উপস্থাপনা করা :

বিতর্কের সময় উত্তম কিছু যুক্তি শুনিয়ে দেওয়া যায়। যেমন আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। হাদীছের ভাষায়, احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَ أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِه وَخَطَّ لَكَ بِيَدِه أَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلاَثًا، 'আদম ও মূসা (আঃ) (পরস্পরে) কথা কাটাকাটি করেন। মূসা (আঃ) বলেন, হে আদম! আপনি তো আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দ্বারা লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর এই বিতর্কে জয়ী হ'লেন। উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার বলেছেন'।[৬]

(১১) বিতর্কে কৌশল অবলম্বন করা :

পবিত্র কুরআনে কাফের-মুশরিকদের মূর্তির অক্ষমতা বুঝানোর জন্য ইবরাহীম (আঃ) যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، 'অতঃপর সে মূর্তিগুলি গুঁড়িয়ে দিল বড়টিকে ছাড়া। যাতে তারা তার কাছে ফিরে যায়' *(আম্বিয়া ২১/৫৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، 'সে বলল, তাদের এই বড়টাই তো এ কাজ করেছে। অতএব তোমরা ভাঙ্গা মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞেস কর যদি তারা কথা বলতে পারে। এতে লজ্জিত হয়ে তারা নিজেরা বলতে লাগল, আসলে তোমরাই তো অত্যাচারী' *(আম্বিয়া ২১/৬৩-৬৪)*।

(১২) বিতর্কের সময় ধোঁকায় পতিত না হওয়া :

বিপক্ষীয় ব্যক্তির মন্দ যুক্তিতে কখনোই ধোঁকায় পতিত হওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، 'আল্লাহ্র আয়াত সমূহে কেউ বিতর্ক করে না কেবল তারা ব্যতীত যারা এতে অবিশ্বাস করে। পৃথিবীতে এদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে' *(মুমিন ৪০/৪)*।

বিতর্কে মন্দ বাক্য শুনলে করণীয় :

যারা অনর্থক বিতর্ক করে কিংবা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে তাদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ، 'তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কাজ আমাদের ও তোমাদের কাজ তোমাদের। তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে কথায় জড়াতে চাই না *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*।

সুতরাং যারা অনর্থক বিতর্ক করে তাদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، 'রহমান (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

দ্বন্দ্ব-কলহ আল্লাহ্র নিকট খুবই অপসন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، 'আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যরা

৫. মুসলিম হা/২৫৮৯; আবূদাঊদ হা/৪৮৭৪; মিশকাত হা/৪৮২৮।
৬. বুখারী হা/৬৬১৪; মুসলিম হা/২৬৫২; ইবনু মাজাহ হা/৮০।

শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা কেবল তোমার সাথে ঝগড়ার জন্যই একথা বলে। বরং তারা হ'ল ঝগড়াকারী সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*।

মুসলমানদের সাথে বিতর্ক পরিহার করা :

মুসলমানদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে বিতর্ক বা ঝগড়া পরিহার করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আপোষে ঝগড়া কর না। তাহ'লে তোমরা হীনবল হবে ও তোমাদের শক্তি উঠে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' *(আনফাল ৮/৪৬)*।

আর পরস্পর বিরোধিতার ফলে অন্তরগুলি বিভক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ 'তোমরা পরস্পরের বিরোধিতা কর না; তাহ'লে তোমাদের অন্তরগুলি বিভক্ত হয়ে যাবে'।[৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا 'তোমরা মতবিরোধ বা পরস্পরের বিরোধিতা কর না; কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণ মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে'।[৮]

যারা জেনে বুঝে বাতিল বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। নিম্নে বিতর্কের মর্মান্তিক পরিণতির কয়েকটি দিক তুলে ধরা হ'ল।

(১) অজ্ঞতাপূর্ণ ও দলীল বিহীন বিতর্কের পরিণতি :

যে কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান ছাড়া বিতর্ক করা অজ্ঞতার শামিল। এর পরিণামও ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ 'অথচ কিছু মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই। সে (অহংকার বশে) ঘাড় বাঁকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য বাক-বিতণ্ডা করে থাকে। তার জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে দুনিয়াতে এবং ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব' *(হজ্জ ২২/৮-১০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، 'মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি তারা এটা বলবে? *(লোক্বমান ৩১/২০-২১)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، 'কিছু মানুষ অজ্ঞতাবশে আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে এবং অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে একথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে' *(হজ্জ ২২/৩-৪)*।

(২) তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক না করা :

তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِى وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِى هَذَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوا فِيهِ– আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। আমরা তখন তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হ'লেন। এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠল, তাঁর দুই কপোলে যেন ডালিম নিংড়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এই বিষয়েই কি তোমরা নির্ধারিত হয়েছ? আর এই নিয়েই কি আমি তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন এ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা যেন এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হও'।[৯]

(৩) কুরআন ও কুরআনের আয়াত নিয়ে বিতর্ক ও পরিণতি :

(ক) কুরআনের আয়াত নিয়ে বিতর্ক ও এর পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، 'যারা নিজেদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত কোন প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র

৭. *মুসলিম হা/৪৩২; আবূদাঊদ হা/৬৭৫; তিরমিযী হা/২২৮।*
৮. *বুখারী হা/৩৪৭৬;*
৯. *তিরমিযী হা/২১৩৩; মিশকাত হা/৯৮।*

আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের নিকট বড়ই ক্রোধাত্মক। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেন' *(মুমিন ৪০/৩৫)*।

(খ) আল্লাহ তা'আলার কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা মোটেও বৈধ নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ، কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী'।[১০]

একদা কুরআনী কোন বিষয় নিয়ে কিছু ছাহাবীকে বিতর্ক করতে দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ، 'থাম হে লোক সকল! নবীদের ব্যাপারে মতভেদ এবং কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তোমাদের পূর্বের বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। কুরআন এভাবে অবতীর্ণ হয়নি যে, তার একাংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। বরং তার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা তোমরা বুঝতে পার, তার উপর আমল কর এবং যা বুঝতে পার না, তা তার জ্ঞানীর দিকে ফিরিয়ে দাও'।[১১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, لَا تُجَادِلُوْا بِالْقُرْآنِ وَلَا تُكَذِّبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَوَاللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيُغْلَبُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ، 'তোমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কর না এবং আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ দ্বারা কিছু অংশকে মিথ্যাজ্ঞান কর না। আল্লাহ্র কসম! মুমিন কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে পরাজিত হবে এবং মুনাফিক কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে বিজয়ী হবে'।[১২]

(৪) জ্ঞানীদের বিতর্ক ও পরিণতি :

প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বিতর্কে জড়ায় না। আর বিতর্ক করার জন্য ইলম শিক্ষা করাও বৈধ নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، 'যে ব্যক্তি মূর্খ লোকদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী'।[১৩] অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ، 'যে ব্যক্তি আলেমদের উপর বাহাদুরী যাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[১৪]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ، 'তোমরা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ইলম শিক্ষা কর না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন'।[১৫]

বিতর্কে অনেক সময় হককে বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়। আর সেক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু লাভ হয় না। সত্য জানার পরেও শুধু প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা ব্যক্তি, দল, মত, বংশ ইত্যাদির স্বার্থে অন্যায় জেনেও তার সমর্থনে তর্ক-বিতর্ক গোমরাহীর একটি কারণ। আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 'কোন জাতি হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে গোমরাহ হয় না যতক্ষণ না তারা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، 'তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হ'ল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*।[১৬]

বিতর্কে বাড়াবাড়ি হ'লে ক্ষমা চাওয়া :

বিতর্কে যদি কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েও যায় সেক্ষেত্রে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাৎক্ষণিক সে বিষয় মীমাংসা করে নিতে হবে। যাতে করে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রকার চিড় না ধরে। আবুদদারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে রাগিয়ে দিলেন। এরপর রাগান্বিত অবস্থায় ওমর (রাঃ) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

---

১০. *আবূদাঊদ হা/৪৬০৩; আহমাদ হা/৭৯৭৬; মিশকাত হা/২৩৬।*
১১. *আহমাদ হা/৬৭০২, সনদ ছহীহ।*
১২. *ছহীহাহ হা/৩৪৪৭।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৩; সুনানুদ দারিমী হা/৩৭৪।*
১৪. *ইবনু মাজাহ হা/২৬০।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০২।*
১৬. *তিরমিযী হা/৩২৫৩, ইবনু মাজাহ হা/৪৮, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৭; মিশকাত হা/১৮০, হাদীছ হাসান।*

আবুবকর (রাঃ) তার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তার পিছু ছুটলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে আসলেন। আবুদদারদা (রাঃ) বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। ঘটনা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের এই সাথী আবুবকর (রাঃ) অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে ওমর লজ্জাবোধ করলেন এবং সালাম করে নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশে বসে পড়লেন ও ইতিবৃত্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সব বর্ণনা করলেন। আবুদদারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হ'লেন। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বারবার বলছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি অধিক দোষী ছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা আমার জন্য আমার সাথীর ত্রুটি উপেক্ষা করবে কি? তোমরা আমার জন্য আমার সাথীর ত্রুটি উপেক্ষা করবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল, তখন তোমরা বলেছিলেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছ' আর আবুবকর (রাঃ) বলেছিল, 'আপনি সত্য বলেছেন'।[১৭]

বিতর্ক পরিহারে করণীয়

(১) অনর্থক কথা-বার্তা না বলা :

প্রয়োজন ছাড়া যে কোন ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ، 'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা'।[১৮]

(২) বিতর্কপ্রিয় লোকদের বর্জন করা :

যারা তর্ক-বিতর্কে সব সময় জড়িয়ে পড়ে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা হিশাম হাসান (রহঃ) ইবনু সীরীন (রহঃ) হ'তে বর্ণনা করেন তারা উভয়ে বলতেন, لاَ تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الأَهْوَاءِ وَلاَ تُجَادِلُوهُمْ وَلاَ تَسْمَعُوا مِنْهُمْ، 'তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের নিকটে বসবে না এবং তাদের সাথে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হবে না। এমনকি তাদের নিকট থেকে কিছু শুনবে না'।[১৯]

(৩) যে কোন বিষয় সহজ করে নেওয়া :

কোন বিষয়কেই কঠিন করে নেওয়া যাবে না। বিবাদীয় বিষয়গুলি সহজ করে নিলে সমাধান হয়ে যাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন ছাহাবীদেরকে কোন কাজে পাঠাতেন তখন বলতেন, بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا 'তোমরা লোকদের সুসংবাদ দিবে, দূরে ঠেলে দিবে না, আর সহজ করবে, কঠিন করবে না'।[২০]

(৪) নেকীর কথা স্মরণ করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ 'যে ব্যক্তি সঙ্গীর সহায়তা করে, ঝগড়া-ফাসাদ ও অপকর্ম হ'তে বেঁচে থাকে, তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার সব কিছুই নেকীতে পরিণত হয়'।[২১]

(৫) উত্তম সাথী হওয়া :

যে কোন ব্যক্তির উত্তম সাথী হ'তে হ'লে তার বিরোধিতা ও ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দিতে হবে। তবেই উত্তম সাথী হওয়া যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ السَّائِبِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَىَّ وَيَذْكُرُونِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا أَعْلَمُكُمْ يَعْنِى بِهِ. قُلْتُ صَدَقْتَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى كُنْتَ شَرِيكِى فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِى وَلاَ تُمَارِى-

সায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে শুনতে পাই যে, লোকেরা আমার সম্পর্কে আলোচনা করছে এবং আমার প্রশংসা করছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। তখন আমি বলি, আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার উত্তম সাথী ছিলেন। আপনি আমার সাথে কোন দিন বিরোধিতা এবং ঝগড়া-ফাসাদ করেননি'।[২২]

(৬) তিন দিনের মধ্যে সমাধান করে নেওয়া :

কোন কারণে কারো সাথে বিতর্ক বা ঝগড়া হয়ে গেলে তিন দিনের মধ্যে সমাধান করে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ، 'কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তারা দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হ'লেও একজন এদিকে, অপরজন অন্য দিকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথম সালাম করবে'।[২৩]

উপসংহার :

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সেসব বিষয়ে বারণ করেছেন, যাতে বান্দার বর্তমান বা ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি রয়েছে। তিনি মানুষকে বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা অনেক অনিষ্টের কারণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মন্দ বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৭. *বুখারী হা/৪৬৪০।*
১৮. *মুসলিম হা/১৫৯৯; তিরমিযী হা/২৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।*
১৯. *সুনান আদ-দারেমী হা/৪০১, সনদ ছহীহ।*
২০. *মুসলিম হা/১৭৩২; আবূদাঊদ হা/৪৭৯৪; মিশকাত হা/৩৭২২।*
২১. *আবূদাঊদ হা/২৫১৫; নাসাঈ হা/৩১৮৮; মিশকাত হা/৩৮৪৬।*
২২. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩৬।*
২৩. *বুখারী হা/৬২৩৭; মুসলিম হা/২৫৬০; আবূদাঊদ হা/৪৯১১।*

অভ্যাসগত বিশ্বাস থেকে চিন্তাশীল বিশ্বাসের পথে যাত্রা

মুহাম্মাদ আনওয়ারুল কারীম

মানুষের সাথে পশুর একটি বড় ব্যবধান হচ্ছে পশুর ভবিষ্যৎ বলে কোন বিষয় নেই। একটি কুকুরকে কিছু গোশত, হাড় দেখিয়ে আগামীকাল বা আগামী সপ্তাহে খেলে বেশী পাবে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে না। তার কাছে আগামীকাল বলে কোন বিষয় নেই। তারা বর্তমানে বসবাস করে। অথচ মানুষ অনেক সময় ২০-৩০, এমনকি ৫০ বছরের পরিকল্পনাও করে থাকে। এই চিন্তা-চেতনার পার্থক্য যেমন মানুষ এবং পশুতে (দু'টিই সৃষ্টিজীব) রয়েছে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে তা সীমাহীন পর্যায়ে বিদ্যমান। মানুষ হিসাবে স্রষ্টার ধরন, ধ্যান, কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের চিন্তার ধারণাশক্তির বাহিরে। ইসলামে এটাকে গায়েব বলা হয়।

পারিবারিকভাবে ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠা অধিকাংশ শিশুই কিছুটা পারিবারিক প্রথা হিসাবে কিছুটা সামাজিক পরিবেশের কারণে ধর্ম পালন শুরু করে থাকে। পরবর্তীতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয় জাগতিক উন্নতি, নিরাপত্তার লক্ষ্যে ধর্ম পালন, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। খুবই ক্ষুদ্র চিন্তাশীলতায় একটা বয়সে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, আসল ব্যাপারটা কি, কেন আমরা ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের ভিত্তিই বা কি? বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন প্রচুর সময় দিয়ে ধর্মীয় কাজ করছে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পেছনেও একটি যুক্তি থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিটা কি? কেউ কেউ বলছেন, এসবই আন্দায-অনুমান, অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আমিও ভাবতে লাগলাম আল্লাহ, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, বিচার দিবস কেউ তো দেখে আসেনি বা কোনভাবে এর প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময়ই আমার হস্তগত হয় সঊদী আরবের 'আরব নিউজ' নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ। ইংরেজীতে লিখা। ঐ নিবন্ধে গায়েব শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়-

'To believe in Allah (limitless He is in His glory) is to believe in what lies beyond the reach of human perception. It is not possible for human beings to comprehend the nature of Allah. When they believe in Him, they recognize the results of His actions but they cannot conceive His nature or how He works. Similarly, the life to come is something that lies beyond the reach of human perception. Everything that relates to the Day of Judgment, the reckoning, the reward and the punishment all belong to the world beyond. We believe in that because Allah through His Prophets has told us about them and all we have seen teaches us to trust ALLAH for all we have not seen'.

অর্থাৎ 'আল্লাহকে (যিনি তাঁর গৌরবে সীমাহীন) বিশ্বাস করার অর্থ হ'ল মানুষের ধারণা ও চিন্তার নাগালের বাইরে যা রয়েছে তাতে বিশ্বাস করা। মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র প্রকৃতি বোঝা সম্ভব নয়। যখন তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তখন তারা আল্লাহ্র কাজের ফলাফলগুলি দেখতে পায়, বুঝতে পারে, স্বীকৃতি দেয়। তবে তারা আল্লাহ্র প্রকৃতি বা তিনি কিভাবে কাজ করেন তা কল্পনা করতে পারে না। একইভাবে, পরবর্তী জীবন এমন একটি বিষয় যা মানুষের উপলব্ধির নাগালের বাইরে। ক্বিয়ামত দিবসের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই যেমন হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার এবং শাস্তি সবকিছুই মানব চিন্তাশক্তির বাইরের বিষয়। আমরা এতে বিশ্বাস করি যেহেতু আল্লাহ তাঁর নবীগণের মাধ্যমে এসকল বিষয়ে আমাদেরকে বলেছেন এবং আমরা যা দেখছি তা সবই আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, সে বিষয়গুলোও বিশ্বাস করতে যা কিছু আমরা দেখছি না'।

পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মহান আল্লাহ বলেন, 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক। যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ২/২-৩)*।

কুরআনে উল্লিখিত যে কোন বিধি নিষেধকে ফরয বলা হয় এবং তা অমান্য করাকে কবীরা বা বড় গুনাহ বলা হয়। গায়েবে বিশ্বাস করা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহ্র সরাসরি নির্দেশনা। 'গায়েব' শব্দটি পবিত্র কুরআনে ৫৭ বার এসেছে। যদিও বিভিন্ন প্রকাশনায় এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'অদৃশ্য' বলে। তবে উপরে আরবদের বর্ণিত অর্থ অনুযায়ী অদৃশ্যই গায়েবের একমাত্র অর্থ নয়। গায়েব বিষয়ে অদৃশ্য বিষয়টি থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে। গায়েবের সঠিক এবং সর্বাঙ্গীণ অর্থ আরব নিউজে বর্ণিত ব্যাখ্যাই সঠিক। হাদীছে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে এমন ভাষা দিয়ে পাঠানো হয়েছে যার একটি ছোট অংশই ব্যাপক অর্থ, মর্মার্থ বহন করে' *(মুসলিম হা/৫২৩)*। গায়েবের একটি উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একটি কারখানার শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয় বা প্রয়োজন নেই যে, সে কারখানার পরিচালকের সকল চিন্তা, চেতনা, উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত, নির্দেশনার যৌক্তিকতা বুঝতে সক্ষম হবে। পরিচালকের কার্যক্রমের অনেক বিষয়েই তার চিন্তার ধারণ শক্তির বাইরে। তাই বলে শ্রমিক কিন্তু পরিচালকের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, আদেশ নিষেধকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ করছে না। কেননা সে এটা বুঝে যে এগুলো তার জানার প্রয়োজন নেই বা তার দায়িত্বও নয়।

গায়েবের একটা দৃশ্যমান উদাহরণ হ'তে পারে আমরা চোখে দেখলেও সূর্য, আকাশ, বাতাস এগুলো গায়েব। এগুলো কিভাবে কাজ করছে, কি দিয়ে তৈরী, এগুলোর উৎস কি, কত

বছর যাবৎ চলছে বা চলবে এসকল বিষয় জানলে আমরা অনুরূপ আরো কিছু তৈরী করতে পারতাম। এগুলো দেখা গেলেও এগুলোর পুরো জ্ঞান কখনই আমাদের অর্জন হয়নি বা হবে না। এজন্য এগুলো দৃশ্যমান হ'লেও গায়েব। আমার পকেটে একটা ১০০ টাকার নোট আছে আমি তার ধরন, আকৃতি, ব্যবহার, উপকার সবই বলতে পারব, হ'তে পারে তা কোথায় কি দিয়ে তৈরী তাও আমার জানা। এমনকি অনেকে নকল টাকা তৈরী করে দিব্যি লেনদেন করছেন। ফলে অদৃশ্য হ'লেও এটা গায়েব নয়।

যাই হোক গায়েব শব্দের সঠিক অর্থ বুঝার পর ধর্মের বিষয়ে একটি বিশাল ধুম্রজাল আমার চিন্তার জগৎ থেকে সরে যায়। আমি বুঝতে পারি আমাদের সীমাবদ্ধ চিন্তা, বোধশক্তি দিয়ে সীমাহীন মহান আল্লাহকে বা তাঁর কার্য, আদেশ-নিষেধ অনেক কিছুই আমাদের বোধগম্য হওয়া অবাস্তব। ঘটনাক্রমে এর পর পরই আরও দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আমার সামনে প্রকাশ পায়। এই তিনটি ধারণার সমন্বয়ে পুরো ধর্মীয় ব্যাপারগুলো আমার নিকট দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে একটি কারখানার ছাদের উপর প্রায় ২০ ফুট দীর্ঘ একটি নিয়ন সাইনে লেখা দেখতে পাই 'Perfection is not an accident'। এখানে পারফেকশন বলতে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের কথা বুঝাচ্ছেন হয়ত। যাই হোক আমি এর থেকে বুঝতে পারি ত্রুটিহীন কোন কিছুই দুর্ঘটনাক্রমে হয় না। কেউ কেউ বলে থাকেন, মহাবিশ্ব, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, মানবজাতি সব কিছুই প্রাকৃতিকভাবে (Naturally) বা দুর্ঘটনাক্রমে বা প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারায় ঘটে গেছে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় বুঝতে হবে, প্রাকৃতিক বিবর্তন তাহ'লে হাযার হাযার বছর ধরে থেমে আছে কেন? নতুন নতুন সৃষ্টি, নতুন নতুন পৃথিবী, মানুষ অন্য জাতি প্রজাতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে না কেন?

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবে না। পুনরায় দৃষ্টি ফিরাও! তুমি কোন ফাটল দেখতে পাওকি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও! যা ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে' *(মূলক ৬৭/৩-৪)*।

তিনি আরো বলেন, 'ঐ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্ববিধ ফল। এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অনুগত হয়েছে তাঁরই হুকুমে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(নাহল ১৬/১১-১২)*।

চিন্তাশীলদের জন্য এগুলো নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন, সকল মানুষের জন্য এগুলো নিদর্শন/প্রমাণ কিন্তু বলেননি। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষই চিন্তাশীল হ'তে পারছেন না বা ইচ্ছাও নেই। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা, ভোগ-বিলাস অর্জন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ধর্মীয় চিন্তাশীলতার জগতটা পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে গেছে। যেটুকুই ধর্ম পালন করছেন এর অধিকাংশই গতানুগতিক, অভ্যাস, পারিবারিক, সামাজিক বা পার্থিব অর্জন বা নিরাপদ জীবনের সহায়ক হিসাবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সেখানে মূখ্য বিষয় নয়।

এর থেকে বুঝা যায়, মহাবিশ্ব, পৃথিবী, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি, মানবজাতি নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। কাউকে বা কাউকে পুরো বিষয়টি পরিকল্পনা করতে হয়েছে। তৈরির আদেশ দিতে হয়েছে, তৈরির ধরন নির্ধারণ করতে হয়েছে। মরুভূমিতে কেউ একটা গাড়ী দেখতে পেয়ে যদি চিন্তা করে যে এটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়ে সেখানে অবস্থান করছে। তা হবে মস্তবড় ভুল।

তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে একটি রেডিওর ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে একজন অংশগ্রহণকারীকে প্রশ্ন করা হয়, পুনরুত্থান, বিচার দিবস, জান্নাত, জাহান্নাম বিষয়গুলো কি অলৌকিক, অস্বাভাবিক মনে হয় না? তার উত্তরে তিনি বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বর্তমান জীবনটাই তো পুরোপুরি অলৌকিক, বিস্ময়কর ঘটনায় ভরপুর। আমাদের পৃথিবী, পৃথিবীর সকল জীব, মানুষ, মানুষের শারীরিক, মানসিক ক্ষমতা, সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, ভূমণ্ডল এই সকল বিষয়গুলিও অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক বিষয়। জন্মের পর থেকেই এবং প্রাত্যহিকভাবে জড়িত হওয়ায় আমরা এই সকল অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক বিষয়ের সঙ্গে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। এগুলোকে স্বাভাবিক, গতানুগতিক, প্রাকৃতিক বলে ধরে নিয়েছি।

বিষয়টির আরো উদাহরণ হ'তে পারে, আমরা যখন বনে থাকি, তখন আমরা গাছ দেখি, আমরা কিন্তু বনকে দেখি না। বা আমরা যখন নদীর পানির নিচে থাকি আমরা পানি দেখি, বিশাল নদীটিকে দেখি না। একইভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে প্রতিনিয়ত থেকে আমরা সূর্যের আলো, গাছগাছালি, আকাশ, পানি আমাদের চোখ দিয়ে এগুলো দেখি, উপভোগ করি। কিন্তু এগুলোর অলৌকিকতা দেখি না। আমাদের শরীর, চোখ, আঙ্গুল, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে কাজ করে এ সবই অলৌকিক। এগুলো স্বাভাবিক হ'লে আমরা এগুলো তৈরির কারখানা করতে পারতাম। যেমন আমরা টাকা তৈরির কারখানা তৈরি করতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে ধর্মে বিশ্বাসীগণ অন্ধবিশ্বাসী নয়; বরং অবিশ্বাসীরা অন্ধ এবং অবিশ্বাসী, তারা আল্লাহ্‌র বিশাল বিশাল সৃষ্টি দেখেও অন্ধ হয়ে আছে। চিন্তা করে না এবং বিশ্বাসও করে না।

অনেকেই বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং বলেন, ঈমানের (বিশ্বাসের) ব্যাপারে প্রমাণ দেখতে চাওয়াটা বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। প্রমাণ নির্ভর বিশ্বাস হ'লে সেটা আর বিশ্বাস থাকে না। এভাবে তারা অন্ধ বিশ্বাসকে উসকে দিচ্ছেন। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূরায় অসংখ্যবার তাঁর নিদর্শনের প্রমাণ দিচ্ছেন। আমরা যে বিশাল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিদর্শন, অলৌকিকতার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা বসবাস করছি, সেটাকে বিবেচনায় না নেয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশনা এবং নিদর্শনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা।

জাগতিক যে কোন লেনদেনে যেমন পাওনা টাকার স্বপক্ষে সুষ্ঠু চুক্তি বা বিল প্রমাণ হিসাবে দেখাতে হয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি বান্দাদের বুঝার সুবিধার্থে নিজ থেকে তাঁর নির্দশনের উল্লেখ করেছেন বহুবার। পবিত্র কুরআনের সত্যতাও আল্লাহ এবং পরকালীন জীবন বিশ্বাসের একটি শক্তিশালী ভিত্তি। ১৪শত বছরেও পবিত্র কুরআন অবিকৃত এবং প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের আবিষ্কার পবিত্র কুরআনের তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সূরা নামলে উল্লেখ করা হয়েছে, পিঁপড়াদের নেতৃত্ব দানকারী যে কি-না সমস্ত পিঁপড়াকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, সেটা ছিল একজন নারী পিঁপড়া, (আরবীতে বিভিন্ন লিঙ্গের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়)। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে পিঁপড়া এবং মৌমাছিদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয় নারী।

অনেকেই পয়গম্বরদের সততাকে বিশ্বাসের ভিত্তি বলে উল্লেখ করেন। পরোক্ষ হ'লেও এটা শক্তিশালী প্রমাণ এবং ফেরেশতা, জ্বিন ইত্যাদি অনেক অদেখা বিষয়ে এটা অকাট্য দলীল। তবে সেক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের লোকজন বলবেন, তাদের পয়গম্বরও সত্যবাদী ছিলেন। সুতরাং তাদের ধর্মই সত্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের চার পার্শ্বের সৃষ্টির নিদর্শন দেখে চিন্তা করে, উপলব্ধি করে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ এবং ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাসের ভিত্তি অনেক শক্তিশালী, টেকসই ও সার্বক্ষণিক হয়ে থাকে। নতুবা রোগ দেখে ভয়ের ভিত্তিতে আল্লাহকে বিশ্বাস, রোগের বিপক্ষে বিজ্ঞানের ব্যর্থতা দেখে বিশ্বাস বা মত্যুর দুয়ার থেকে বেঁচে এসে আনন্দের বিশ্বাস বা কোন ধর্মীয় গুরু বা দলের সংস্পর্শে বা জ্বালাময়ী বক্তৃতার ভিত্তিতে বিশ্বাস টেকসই নাও হ'তে পারে। আল্লাহ, নবী-রাসূল, ধর্মগ্রন্থ, পরকাল, বিশ্বাস শক্তিশালী হ'লে জীবনের দিক নির্দেশনা বেছে নিতে খুবই সহজ হয়। জীবন অনেক সুবিধাজনক হয়।

গায়েবের সঠিক ধারণা আমাদেরকে অনেক জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র আগে কি ছিল বা আল্লাহ্‌র শুরু কোথা থেকে ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র পূর্বে বা শেষ বলে কিছু নেই। আমাদের মানুষের শুরু শেষ আছে। কেননা আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আল্লাহ অসীম, সীমাহীন। আমাদের শরীর, সময়, জায়গা, জীবন, চিন্তা, দৃষ্টি সবকিছুই সীমাবদ্ধ। এ সকল সীমাবদ্ধতা নিয়ে অসীমকে বুঝা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে মহাবিশ্ব সর্বদা কোন সীমানা ছাড়াই বিস্তৃত হচ্ছে এবং এর কোন শেষ নেই।

এ ধরনের আরো অনেক জটিল ও কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর ইসলামে রয়েছে। এমনই একটি প্রশ্ন হচ্ছে মহান আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী, মানবজাতি, মহাকাশ, পরকাল এত আয়োজনের উদ্দেশ্য কি? এর একটা উদ্দেশ্য যা কুরআনে আছে, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। তবে হাদীছে কুদসীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এসেছে তা হচ্ছে, আল্লাহ, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, রাজত্ব, সৃষ্টি, ক্ষমতা, দয়া-মায়া, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি আরো অন্যান্য গুণাগুণ তার সৃষ্টির সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছেন। মানুষ হিসাবে আমরাও ভাল কিছু শেয়ার করে থাকি। আর সেই শেয়ার করার জন্যই পৃথিবী এবং মানবকুল সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র গুণাবলী যেমন সততা, শৃঙ্খলা, ন্যায়বান, দয়া-দক্ষিণা, অহিংসা, লোভহীন গুণাবলী মানুষের মধ্যে দেখতে চান। আল্লাহ শয়তানের গুণাবলী যেমন হিংসা, অহংকার, অশ্লীলতা, মিথ্যা, ধোঁকা, কৃপণতা, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার মানুষের মধ্যে দেখতে চান না।

দুঃখজনক হচ্ছে যেই ইসলাম, পবিত্র কুরআন, নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর দ্বারা এত সকল যুক্তিনির্ভর সত্য, তথ্য, ভাল গুণাবলী, জটিল প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি, সেই নবীকে বুঝে না বুঝে অপমানিত করা হচ্ছে। অভ্যাসগত ঈমানের কারণে অনেক মুছল্লী ফাসেক, মুনাফিক, যালিম ও কাফেরের পক্ষ নিচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝার এবং সেই অনুযায়ী কার্যে প্রয়োগ করার সৌভাগ্য নছীব করুন- আমীন!

মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া (MHS)

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়) আবাসিক / অনাবাসিক / ডে-কেয়ার

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাদ্রাসার বিভাগ সমূহ

ক. নূরানী বিভাগ; **খ.** হিফয বিভাগ;
গ. একাডেমিক বিভাগ : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে, পর্যায়ক্রমে ফাযিল (কুল্লিয়া) পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯ইং সালে ইবতেদায়ী ও জেডিসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

মোট পরীক্ষার্থী	: ৫৫ জন
এ প্লাস (A+)	: ৩৩ জন
বৃত্তি	: ৩৫ জন
পাশের হার	: শতভাগ

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।
- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ০১লা ডিসেম্বর ২০২০ ইং।
ক্লাস শুরু : ০৫ই জানুয়ারী ২০২১ ইং।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২। e-mail : madrashaassalafia@gmail.com

সভ্যতার সঙ্কট ও ধর্মনিরপেক্ষ জঙ্গীবাদ

-আবু রুশদ

দশ মাস ধরে একটি ধূর্ত ও অদৃশ্য শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে একুশ শতকের যাবতীয় প্রযুক্তি, জ্ঞান নিয়ে যুদ্ধ করে মানবসভ্যতা যখন ক্লান্ত, শ্রান্ত, দিশেহারা ও অর্থনীতির ধারাবাহিক নিম্নমুখীতায় আতঙ্কিত ঠিক তখনি নতুন একটি যুদ্ধের ফ্রন্ট উন্মুক্ত করেছে কয়েকটি বিকৃত রুচির কার্টুন। কার্টুন সমাজের, শাসনব্যবস্থার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গাত্মক হিসাবে উপস্থাপন করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করে, যা আধুনিক মিডিয়া ও সাহিত্যের একটি শক্তিশালী অনুষঙ্গও বটে। কিন্তু ফরাসি শার্লি এবদোর কার্টুনগুলো সমাজ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসেনি, এসেছে একটি বিশাল ধর্মীয় গোষ্ঠীর নবীর সম্মানে বিদ্বিষ্ট নেতিবাচক কেরিকেচার নিয়ে। এটি কার্টুন বিপ্লব নয়, নৈরাজ্যের অনুঘটক।

যে ধর্মের অনুসারীদের কাছে তাদের ও অন্য সব নবীর কোন ছবি আঁকা বিশালতম অপরাধ ঠিক, সেই স্পর্শকাতর বিষয়টিকেই টার্গেট করেছে শার্লি এবদোর কার্টুনিস্টরা। অবশ্য ইসলামের নবীকে নিয়ে এটাই তাদের প্রথম কার্টুন নয়। গত কয়েক বছর আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আড়াল নিয়েই তারা এসব করছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল- এখন কেন? এতে করোনা ভাইরাসে কুপোকাত মানবসভ্যতার কি এমন লাভ?

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কিইবা যায় আসে? কেনইবা কয়েকজন প্যাথোজেনিক ও মনোজাগতিক ক্রিমিনাল ও অতি কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কার্টুনিস্টের বিকৃতিকে এই সময়ই রাষ্ট্রীয়ভাবে সমর্থন দিতে হ'ল ফরাসীদের মতো একটি মর্যাদাবান জাতিকে? এই কার্টুনগুলো কি এমন উপকার করবে করোনার বিরুদ্ধে চলমান সর্বাত্মক প্রচেষ্টার? যখন দরকার সব জাতির একসাথে কোভিড থেকে বাঁচার লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়ার, ঠিক তখনি মানুষকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সভ্যতার সঙ্কটের লড়াইয়ের ময়দানে! কিন্তু এই কথিত যুদ্ধ কি এমন পথ দেখাবে মানবসভ্যতাকে আদর্শের সাথে ধর্মের সঙ্ঘাত ডেকে এনে? এই সঙ্ঘাতটি কি এতই প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য? সব কিছু দেখে কি শার্লি এবদো ও ফরাসী সরকারের কর্মকাণ্ডকে ধর্মনিরপেক্ষ জঙ্গিবাদ বলা খুব একটা অনুচিত হবে? ফরাসী বিপ্লব, চার্লস দ্য গল, ভিক্টোর হুগো, জ্যুপল সাত্রের দেশটি কি এতই বালসুলভ আচরণ করবে পৃথিবীর এই ক্রান্তিকালে?

একটি ধর্ম হিসাবে নয়, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি পুরো সংস্কৃতিকেই তো আঘাত করেছে আধুনিক ফ্রান্স। একটি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের মৌলিক একটি উপাদানকে দাঁড় করিয়ে পুরো গণতন্ত্রকেই লজ্জায় ফেলছে ফ্রান্স। আইএস বা ইসলামিক স্টেটের ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যদি ঘৃণা করতে হয়, যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বই করেছে আর সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তাহ'লে গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে এই চক্ষুলজ্জাহীন অ্যারোগেন্সিকেও সভ্য মানুষকে ঘৃণা করতে হবে যতটা না ধর্মীয় কারণে তার চেয়ে বেশী নৈতিকতার স্বার্থে। করোনার ময়দানে হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া এই কার্টুনযুদ্ধকে তাই যেন স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের সেই কুখ্যাত মতবাদকেন্দ্রিক বই 'দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব দ্য ওয়ার্ল্ড অর্ডার'- এ প্রকাশিত সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রায়োগিক রূপ বলেই চিহ্নিত করা হয়। তা না হ'লে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ কেন একটি জাতির হয়ে আরেক জাতির বিরুদ্ধে সরাসরি ধনুকে তীর লাগালেন?

ব্যক্তিগতভাবে বা কোন একটি সংবাদমাধ্যমে কোন কিছু প্রকাশ করা এক জিনিস, আর রাষ্ট্রীয়ভাবে তা এনডোর্স করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। শার্লি এবদোর মতো প্রতিষ্ঠান কার্টুন এঁকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে, যদিও তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু রাষ্ট্র ফ্রান্স তা করতে পারে না। আর শার্লি এবদো কে? বামপন্থী হারিয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট দেশের রয়ে যাওয়া প্রেতাত্মা। যদিও একসময় ধরে নেয়া হয়েছিল যে কার্যকর কমিউনিজমের পতন হ'লে এর তাত্ত্বিক সাইকোপ্যাথরাও হারিয়ে যাবে, নিদেনপক্ষে বদ্ধ দুয়ারে আবদ্ধ মানবতা, গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার চাপা পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাদের সুপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ব্যাকহোলে সমাজতন্ত্র হারিয়ে গেলেও এই হতাশাগ্রস্ত তান্ত্রিকরা তাদের বন্দুকের নলটি ঘুরিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুসলমানদের যাবতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। নাৎসি বিজ্ঞানীরা যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরিচয় গোপন করে আধিপত্যবাদের ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন যাবতীয় অপরাধ আড়াল করার লক্ষ্যে, তেমনি এই সমাজতান্ত্রিকরাও লাফ দিয়ে চলে এসেছে অবারিত মতপ্রকাশের ছায়াতলে। গ্রহণ করেছে ডিভাইসিভ ভিন্ন মাত্রার কৌশল। গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এর পর থেকেই চলছে তাদের উপস্থিতির অকস্মাৎ প্রবৃদ্ধি। তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে মিডিয়া, এনজিও ও থিঙ্কট্যাংকগুলো। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। চিরায়ত শত্রুর কফিনের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন শত্রুর খোঁজে ব্যস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলোও ঐ সব অবসরপ্রাপ্ত কমিউনিস্টকে সাদরে গ্রহণ করেছে ইনটেলেকচুয়াল হাতিয়ার হিসাবে। এর দায় এসে পড়ে নবী ইবরাহীমের সন্তানদের অনুসৃত প্রধান তিন ধর্ম ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানিটি ও জুডাইজমের ওপর। কিন্তু কেন?

১৯৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হ'লে প্রফেসর হান্টিংটন যে তত্ত্ব দাঁড় করান সেখানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধ হবে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের নয়, সঙ্ঘাত হবে সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির। যেখানে সংস্কৃতির অর্থ ছিল ধর্ম নিঃসৃত আচার, ব্যবহার ও সভ্যতা। শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তাই যেখানে

সবার হাফ ছেড়ে বাঁচার কথা ছিল সেখানে দেখা দেয় এক নতুন সঙ্কটের। এক মেরু বিশ্বের অর্থাৎ গণতন্ত্রের বিকাশের বিপরীতে তাই পাশ্চাত্যকে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের এক যুদ্ধের ময়দানে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীকে পরাভূত করতে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুসলমানদের সহায়তার আহ্বান জানাতে হয়েছিল, সেখানে সেই মুসলমানরাই হয়ে ওঠে তাদের সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক যুদ্ধের লক্ষ্য। সঊদী বাদশাহ আফগান যুদ্ধে মার্কিন অনুরোধে সমগ্র মুসলিম জাতিকে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হয়তো তাই ভুল করেছিলেন।

ঐ ভুলের কারণেই পৃথিবীর সব মুসলিম দেশ থেকে হাযার হাযার যোদ্ধা সিআইএ, এমআই সিক্স, মোসাদের পরিকল্পনার সহযাত্রী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে অবিশ্বাসী সোভিয়েত কমিউনিস্টদের পরাজিত করতে জড়ো হয়েছিল। ভুল করেছিল মুসলমানরা। ভুল করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান। জিহাদের ডাক দিয়ে একই অপরাধ করেছিলেন সঊদী বাদশাহ। ভুল না হ'লে একসময় মুক্ত বিশ্বের কাছে আফগান রণাঙ্গনে পরিচালিত জিহাদ শব্দটিই পরে কথায় কথায় অপমাণিত হয়েছে। সর্বপ্রকার অব দ্য লাইন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকেই তাই চিহ্নিত করা হয়েছে জিহাদী তৎপরতা হিসাবে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়।

এ দেশেও কোন জঙ্গির বাড়িতে থাকা বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ বুখারীকে জিহাদী বই হিসাবে প্রচার করা হয়েছে মিডিয়ায়। সেই মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণে কারা তা বলা বাহুল্য। তারা প্রায় সবাই জ্ঞাতসারে বা অবচেতন মনের সেই এক্স সমাজতান্ত্রিক। তারা শুধু তাদের বন্দুকের নলটি ঘুরিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে মুসলিমদের সামনে প্রতিপক্ষ হিসাবেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এ এক অদ্ভুত প্রতিশোধ। এক সুচতুর কৌশল। পাশ্চাত্য সেই কৌশলের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আছে সমাজতন্ত্রের পতনের মাহেন্দ্রক্ষণ থেকে। আজকের ফ্রান্সও তাই।

গত শতকের নব্বই দশক থেকে পাশ্চাত্য লড়ছে মুসলিম দেশগুলোয় কথিত জিহাদী শক্তির বিরুদ্ধে। ইরাক, আফগানিস্তান হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। লড়াইয়ে সম্মুখ সারিতে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাদের ডলারে এখনো লেখা হয় ইন গড উই ট্রাস্ট অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি' সেই যুক্তরাষ্ট্রও ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খুইয়েছে এই সভ্যতার সঙ্কটে। হয়তো তারা এতদিনে এসে সেই বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। তাই সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইরাক, আফগানিস্তান থেকে।

তারা এও বুঝতে পারছে হান্টিংটন ও ঘাপটি মেরে থাকা অন্দর মহলের অবসরপ্রাপ্ত কমিউনিস্টরা তাদের যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে। হঠাৎ করেই তারা দেখছে তাদের সামনে বিশাল সমরসজ্জা ও সলিড অর্থনীতি নিয়ে চীন-রাশিয়া অক্ষের নতুন প্রতিপক্ষ হাযির। মার্কিন নৌবাহিনীর ধারণাতীত ক্ষমতাশালী ফ্লিটগুলো তাই আটলান্টিক ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে, দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থান নিয়েছে। ন্যাটো জোটের দেশগুলোও ঘুম থেকে জেগে দেখতে পাচ্ছে তাদের ন্যূনতম কোন সমর শক্তি নেই চীন-রাশিয়ার শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার। এখন তারা ক্ষয়ে যাওয়া, মরচে ধরা বন্দুকের নলটি আবারো তাই ঘুরিয়ে দিতে চাচ্ছে নবী ইবরাহীমের সন্তান মুসলমানদের বিরুদ্ধে; তাদেরই আরেক ভাইয়ের দিকে। প্রত্যক্ষ যুদ্ধ তাদের জন্য এখন আর সম্ভব নয়। মুসলমানদের হাতে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাসহ আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইলই শুধু নয়, প্রায় সব সমর প্রযুক্তিও আয়ত্তে এসে গেছে। তাই সহজ পথ প্রফেসর হান্টিংটনকে গুরু মানা। কিন্তু তারা আবারো সেই চিরচেনা ফাঁদেই যেন পড়তে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শ কবরে চলে গেলেও রয়ে গেছে কতগুলো অপচ্ছায়া, কতগুলো প্রেতাত্মা। তাদের প্রতিশোধের সহজ হাতিয়ার হ'ল আবার সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করা। আবারো সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া। তারা এখনো স্বপ্ন দেখে এনার্কি সৃষ্টি করে তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া ইউটোপিয়ান সমাজব্যবস্থা আবারো কায়েম করতে পারবে। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ অজান্তেই পাশ্চাত্যের মহতি আদর্শ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আড়াল নেয়া সেই প্রেতাত্মাদের খেলাটাই খেলছেন। এ যে আদর্শিক জঙ্গিবাদ তা হয়তো তিনি ভাবতেই পারছেন না। ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ জঙ্গীবাদ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ তা তার চিন্তায় এখনো ভাবনার রেখা সৃষ্টি করছে না। চুপিসারে ঘাপটি মেরে থাকা এক্স কমিউনিস্টদের পাতা ফাঁদেই তিনি বন্দুক উঁচু করে ধরেছেন। এটাই ভয়ের, মারাত্মক ভয়ের বিষয়, বিশেষ করে পৃথিবীর এই ক্রান্তিকালে। তিনি হয়তো এটাও ভুলে গেছেন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করা যায়, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে যায় না।

॥ সংকলিত ॥

শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।

(২) জুনিয়র সহঃ শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : আলিম/ছানাবিয়াহ (যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।

(৩) হাফেযা (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২০শে ডিসেম্বর'২০।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭৩৯-৮৯৮৬২৯।

স্রেফ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হোক আমাদের পথচলা

দেখা হ'লেই মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছ ভাই? আমিও প্রত্যুত্তর দিয়ে হাসি ফিরিয়ে দেই। এলাকার বড় ভাই হিসাবে সামান্য কুশলাদি বিনিময় ছাড়া আর বেশী কথা হয় না। ব্যবসায়িক কারণে তার ছোট ভাইয়ের সাথে আমার হৃদ্যতা। আমার ছোট্ট একটা মুদি দোকান আছে। অবশ্য প্রধান ব্যবসা হচ্ছে এলাকার বিভিন্ন দোকানে বেকারী সামগ্রী সরবরাহ করা। মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। মুসলমান সমাজেই বড় হয়েছি। সেই সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মকে বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক ইসলাম খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর বৈকি! মুসলমান হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর পরকালীন জীবন আছে। যেখানে হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম রয়েছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই জান্নাত কামনা করি।

এই জান্নাত পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজি। কিভাবে ইবাদত করলে জান্নাত লাভ করা সহজ হবে, সেই মাধ্যম খুঁজতে গিয়ে প্রথমবারের মতো আটরশি পীরের দরবারে গমন করি। তাদের বার্ষিক মাহফিলে অংশগ্রহণ করি। বক্তব্য শুনি, তাদের সাথে সুর মিলিয়ে যিকর করি। কিন্তু হৃদয়ে তৃপ্তি আসে না। নতুন করে পথচলা। কোথায় পাওয়া যাবে সে পথ? পরবর্তীতে চরমোনাই পীর ছাহেবের ছোট-বড় দু'টি মাহফিলে গমন করি। আটরশি থেকে এখানে অবস্থা ভিন্ন। তারা এশকের গযল শোনায়, এশকের যিকর শেখায়। অবশ্য উভয়ই (আটরশি ও চরমোনাই) বারবার ফাণ্ডে বেশী বেশী টাকা দানে উৎসাহিত করে।

যেহেতু আটরশির চেয়ে চরমোনাইকে পসন্দ বেশী হয়েছে, তাই আগামী বৎসর চরমোনাই যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। একদিন সন্ধ্যায় রাস্তার পাশে এলাকার সেই বড় ভাইয়ের সাথে দেখা। সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর দাঁড় করালেন। আমি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ তার ছালাত আমাদের মতো নয়। আজ তিনি নাছোড়বান্দা হয়েই দাঁড় করালেন। বলতে থাকলেন, চরমোনাই তোমাদের প্রোগ্রাম কবে? বললাম, এই তো কিছুদিন পর ভাই। তুমি নাকি সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছ? হ্যাঁ ভাই।

আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়? গত বৎসর তুমি সেখানে গিয়েছ। সেখানকার কার্যক্রম দেখেছ, তাই না? জ্বি ভাই। চল এবার নতুন একটা স্থানে যাই। দেখ কেমন লাগে। আমতা আমতা স্বরে উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আরে ভাই চল। দুনিয়ার সকল বিষয় যাচাই কর, ইসলামও যাচাই করে তারপর মান। একটা জামা ক্রয় করতে কত দোকান ঘুরো। যাচাই কর তাই না? জ্বি।

তাহ'লে ইসলাম যাচাই করবা না? হুযুর তোমাকে বললে কি হুযুরের পসন্দানুযায়ী জামা ক্রয় কর? না। তাহ'লে! সামান্য জামা ক্রয় করার সময় যাচাই করবা আর সর্বশেষ প্রবেশকারীর জন্য যে জান্নাত তা ১০-টা দুনিয়ার সমান। সেটা পাওয়ার জন্য যে ইবাদত তা যাচাই করবা না? একটা সময় রাযী হয়ে গেলাম। চরমোনাই নয়, রাজশাহীতেই যাব ইনশাআল্লাহ। ট্রেনে আমাদের জন্য টিকেট কাটা ছিল। এলাকার আরো কয়েকজন ভাইও ছিলেন। যারা এই প্রথম রাজশাহীতে যাচ্ছেন। রাতের ট্রেনে যাত্রা। ঘুম ঘুম চোখে কত ভাবনা! সমাজে চলে আসা নিয়মের ব্যতিক্রম এক ইজতেমা। সেখানে কি হবে? কারা কথা বলবে? কোন বিষয়ে বক্তব্য হবে? মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, আরে যাই তো দেখিই না কি বলে? আমি তো আর সব মানতে বাধ্য নই!

প্রভাতের মৃদু আলোর পরশ গায়ে মেখে পথ চলছি। তাবলীগী ইজতেমা মাঠের দিকে, যেটা আমাদের গন্তব্য। শত শত মানুষও সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পাশ দিয়ে চলছে ইজতেমার মাঠ পানে। নান্দনিক দৃশ্য। বিশাল মাঠের নির্ধারিত স্থানে আমরা সকলে অবস্থান নিলাম। এদিক-সেদিক ঘোরাফিরা করলাম খানিকক্ষণ। মনকে জিজ্ঞাসা কেমন বক্তব্য হবে? কেমন যিকর হবে? বাদ আছর। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হল। ক্ষানিক পরেই উদ্বোধনী বক্তব্য শুরু করলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। কানায় কানায় পূর্ণ মাঠে তিনি যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন পুরো মাঠ নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিরাজ করছিল পিনপতন নীরবতা।

মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়ে অসাধারণ বক্তব্য রাখলেন। বিস্ময়কর অনুভূতি। পীরদের বক্তব্য আর স্যারের তেজস্বী বক্তব্যে কতইনা তফাৎ। একে একে বক্তব্য শ্রবণ করতে থাকলাম। হৃদয়ে পরিবর্তন টের পেলাম। প্রতিটি বক্তব্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল উপস্থাপন। এরকম তো কোথাও শুনিনি। মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। ইমাম সূরা ফাতেহা শেষে আমীন বলার সাথে সাথে পুরো মাঠ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হ'ল! ছালাত শেষে সম্মিলিত কোন মোনাজাত হ'ল না। সকলে বসে বসে তাসবীহ পড়তে লাগলেন। যা আমার এতদিনকার ইবাদতের সাথে বেমানান। নতুন নতুন দৃশ্যে আমি অভিভূত হচ্ছি। ভাবছি আরো শুনতে থাকি। গভীর রাত পর্যন্ত বক্তব্য শ্রবণ করে ফজরের ছালাত আদায় করে পুনরায় শুনতে থাকলাম। আশ্চর্য, একটা বক্তব্যের সাথে অন্য বক্তব্যের মিল নেই। কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। যখন স্টেজ থেকে তার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেখানো হ'ল এবং ছহীহ হাদীছের দলীলসহ বলা হ'ল নিজের চেতনায় পরিবর্তন টের পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম পুরনো সকল নিয়ম-নীতিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এভাবেই ছালাত আদায় করব ইনশাআল্লাহ। ছহীহ হাদীছ জানার পর আর

কোন পিছুটান নেয়ার সময় নেই। পরবর্তী ওয়াক্ত থেকেই চেষ্টা করলাম বুকে হাত বেঁধে, রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করার। নতুন হিসাবে বেখাপ্পা লাগলেও চেষ্টা করতে থাকলাম। কেনইবা চেষ্টা করব না! রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়ার পর কেন হবে সময়ক্ষেপণ!

দুই দিনের তাবলীগী ইজতেমা শেষে ফিরতি পথে মনে অনাবিল উচ্ছ্বাস বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। সাথী এক ভাইকে বলেছিলাম, পুরো ছালাত সঠিকভাবে জানতে আমাকে সাহায্য করবেন। তিনি আমাকে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সেটা পড়ে ছালাতের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিলাম। মহান আল্লাহ আমাকে সুপথ দেখিয়েছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর পথ। যে পথকে ভিন্ন ভিন্ন তরীকার দোহাই দিয়ে নানাভাবে আড়াল করা হয়েছে। জেনে বুঝে এই পথের দাওয়াত দিতে যে যেখানে যে অবস্থানেই থাকুন না কেন, সংকোচকে ঝেড়ে ফেলে সত্যকে জানান দিতে হবে অবশ্যই। এতেই সমাজ পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক! সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের এই দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিন সাধ্যমতো। বিভ্রান্ত সমাজে বসবাস করেও আপনি আপনার অবস্থান থেকে হয়ে উঠুন দ্বীনের একজন দাঈ। স্রেফ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হউক আমাদের পথচলা। কিছুদিন পূর্বেও যার হৃদয়ে মুখে জাগ্রত হ'ত ইশকের যিকর, আজ সেখানে উজ্জীবিত হয় 'আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'। মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'কে। যারা দ্বীনে হকের এই দাওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছেন সংগঠিতভাবে। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। আল্লাহ তাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং একে জারী রাখুন ক্বিয়ামত পর্যন্ত-আমীন!

** ইকবাল হোসাইন, টংগী, গাযীপুর।*

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২৪ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা

মার্চ ২০২১-এর জন্য

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ

১৫ই জানুয়ারী ২০২১

তাবলীগী ইজতেমা ২০২১ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল, সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর ২০২০ হ'তে ৪ঠা জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৫ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার ২০২১ সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ৬ই জানুয়ারী ২০২১ রোজ: বুধবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বছর সকল পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক শিক্ষার্থী আবাসিক স্থান ত্যাগ করতে পারবে না।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- হোস্টেল ফিস (খাওয়া খরচ) প্রতি মাসে ১,৩০০ টাকা এবং হোস্টেল ব্যবস্থাপনা ফি ২০০ টাকা। সর্বমোট ১৫০০ টাকা।
- প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত হোস্টেল ফী, ব্যবস্থাপনা ফী ও বেতন পরিশোধ করতে হবে।

অমর বাণী

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, أتدري من النَّبيل؟ هو الذي إذا رأيته هِبْتَه، وإذا غاب عنك اغتبته، 'তুমি কি জান, মহৎ ব্যক্তি কে? মহৎ তো সেই ব্যক্তি, সামনাসামনি দেখা হ'লে তুমি যাকে শ্রদ্ধা কর এবং তোমার অগোচরে থাকলে তুমি তার নিন্দা কর'।[১]

২. আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرَّةً، وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرَّةً، 'যে জানেনি এবং আমল করেনি, তার জন্য একবার আফসোস। আর যে জেনেছে কিন্তু আমল করেনি, তার জন্য সত্তর বার আফসোস'।[২]

৩. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَى اللهِ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ: الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَالْقَصْدُ فِي الْجِدَةِ، وَالرِّفْقُ بِعِبَادِ اللهِ، 'তিনটি বিষয় আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়- (১) প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া (২) পর্যাপ্ত সচ্ছলতার মাঝেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং (৩) আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা'।[৩]

৪. ইয়াহ্ইয়া বিন খালেদ (রহঃ) বলেন, من حقوق المروءة وأمارة النُّبْل: أن تتواضع لمن دونك، وتنصف من هو مثلك، وتستوفي على من هو فوقك، 'মানবিকতা ও মহানুভবতার নিদর্শন হ'ল- তোমার সামনে থাকা সকলের প্রতি তুমি বিনয় প্রদর্শন করবে, তোমার সমমর্যাদার ব্যক্তির প্রতি তুমি ইনছাফ করবে এবং তোমার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিকে পূর্ণরূপে তার মর্যাদা প্রদান করবে'।[৪]

৫. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَدْنَى خَصْلَة لأَهْلِ الْحَدِيْث مَحَبَّةُ الْقُرْآن وَالْحَدِيث وَالْبَحْث عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيْهِمَا وَالْعَمَل بِمَا عَلِمُوهُ مِنْهُمَا 'আহলুল হাদীছদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, তারা কুরআন-হাদীছের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখেন, এ দু'টি নিয়ে গবেষণা করেন ও এর তত্ত্বানুসন্ধান করেন। আর তারা কুরআন ও হাদীছ থেকে যা জানতে পারেন, তার উপরে আমল করেন'।[৫]

৬. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, دخل إبليس عَلَى هذه الأمة فِي عقائدها من طريقين أحدهما التقليد للآباء والأسلاف والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره، 'এই উম্মতের আক্বীদায় দু'ভাবে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে- (১) বাপ-দাদা ও পূর্ববর্তীদের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা এবং (২) অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা'।[৬]

৭. হুযায়ফা (রাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হ'ল, أَيُّ الْفِتْنَة أَشَدُّ؟ 'সবচেয়ে ভয়াবহ ফেৎনা কোনটি? জবাবে তিনি বললেন, أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ 'যখন তোমার সামনে ভাল-মন্দ উভয়টিই প্রদর্শিত হবে, অথচ তুমি বুঝতে পারবে না যে কোনটির অনুসরণ করবে (এটাই সবচেয়ে গুরুতর ফেৎনা)'।[৭]

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, من رَفَقَ بعباد الله رَفَقَ الله به، ومن رحِمَهمْ رحِمَه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصِّفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করে, আল্লাহও তার প্রতি কোমল হন। যে তাদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন। যে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তিনিও তার উপর অনুগ্রহ করেন। যে তাদেরকে দান করে, তিনিও তাকে দান করেন। যে তাদেরকে উপকার করে, তিনিও তাকে উপকৃত করেন। যে তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, তিনিও তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে তাদেরকে কল্যাণে পথে বাধা দান করে, তিনিও তাকে কল্যাণের পথে বাধাপ্রাপ্ত করেন। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলের সাথে যেমন আচরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহও তার সাথে সেইরূপ আচরণ করেন। সুতরাং সৃষ্টিকূলের সাথে বান্দার ব্যবহারের মাত্রা অনুযায়ী তার প্রতি আল্লাহ্র ব্যবহারের ধরণ নির্ণিত হয়'।[৮]

৯. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب! تالله، لقد فاته أضعاف ما حصل 'সেই ব্যক্তির জন্য বড় আফসোস! যে নিজের পসন্দনীয় কিছু অর্জন করার জন্য আল্লাহ্র অপসন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র কসম! সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী কল্যাণ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছে'।[৯]

১০. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَابًا، 'অবশ্যই তোমরা আহলুল হাদীছদের অনুসরণ করবে। কেননা মানুষের মধ্যে তারাই সর্বাধিক সঠিক'।[১০]

---

১. *আল-জাহিয, আর-রাসাইলুল আদাবিইয়াহ, পৃ. ১৩৩।*
২. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ৫৭।*
৩. *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৩৮৭।*
৪. *আল-আসকারী, আল-মাছূন ফিল আদাব, পৃ. ১১৭।*
৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৪/৫৯ পৃ.।*
৬. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃ. ৭৪।*
৭. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭/৫০৩, হা/৩৭৫৬৯।*
৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়িব, পৃঃ ৩৫।*
৯. *ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ২০৯।*
১০. *ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ, ১/২১১ পৃ.।*

শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

শীতের শুরুতে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে অনেকেই সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। অনেকেই নানা অসুখে আক্রান্ত হন। ঠাণ্ডাজনিত নানা অসুখ-বিসুখ মানুষকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। যেমন সর্দি-জ্বর, কাশি-হাঁচি ও শ্বাসকষ্ট। এ সময় কারো ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা হ'লে তা সহজে না সারার প্রবণতা থাকে। বিভিন্ন শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ আমাদের শরীর কোন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের জন্য সময় নেয়। তাই হঠাৎ এই আবহাওয়ার পরিবর্তনে মানুষ নানা অসুখে আক্রান্ত হয়। কিন্তু কিছু বিষয় খেয়াল রাখলে সহজেই এগুলোকে দূরে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ভাইরাস জ্বর : আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস জ্বরের প্রকোপ বেশ দেখা যায়। শীতকালে ভাইরাস জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। বিভিন্ন ভাইরাস যেমন- অ্যাডিনোভাইরাস, রাইনোভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি মূলত ভাইরাস জ্বরের জন্য দায়ী। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও যাদের শরীরে অন্য রোগ যেমন- ডায়াবেটিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে, তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম, প্রচুর তরল জাতীয় খাবার, বিশেষত খাবার স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবু-চিনির শরবত এ সময়টায় বেশ উপকারী।

অ্যালার্জি ও অ্যাজমা : শীতকালের বেশ পরিচিত সমস্যা হচ্ছে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা। শীতকালে অ্যালার্জি ও অ্যাজমা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। অ্যালার্জি ও অ্যাজমা রোগ দু'টি অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে হয়, যদিও কোনটির প্রকাশ আগে হ'তে পারে। বারবার সর্দি-হাঁচি-কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট বুকে চাপ সৃষ্টি করে ও আওয়াজ হয়। এ সময় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেসব কারণে অ্যালার্জি হয়, সেসব থেকে দূরে থাকা যরূরী। প্রয়োজনে অ্যালার্জির ওষুধ, নাকের স্প্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার করতে হ'তে পারে।

শীতের সময় অনেকে আবার সাইনোসাইটিসের সমস্যায় ভোগেন। সাইনোসাইটিসের লক্ষণ হ'তে পারে বারবার মাথা ধরা, সর্দি-কাশির প্রবণতা, কাশতে কাশতে বমি হওয়া, জ্বর ইত্যাদি। কোন কিছুতে অ্যালার্জি থাকলে সেদিকে নযর দিতে হবে। অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিকস খাওয়াও যরূরী। তবে তা যেন অতিরিক্ত পর্যায়ের না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফুসফুসের সংক্রমণ : শীতের সময় অনেকে আবার ফুসফুসের সংক্রমণের সমস্যায় ভোগেন। ফুসফুসের সংক্রমণকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ, যা সাধারণত ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। আর লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ যা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। তবে ভাইরাল নিউমোনিয়াও হ'তে পারে। জ্বর, কাশি, কফ, শরীর ব্যথা ও বমি বমি ভাব হ'ল ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণ। তবে ভাইরাল নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সর্দি-হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়ার লক্ষণও দেখা দিতে পারে। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এগুলো বেশী দেখা যায়। শীতে এসব রোগের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে কতিপয় প্রয়োজনীয় টিপস :

- শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রতিদিন উষ্ণ গরম পানি বা যে কোন গরম পানীয় যেমন- চা, কফি, স্যুপ, দুধ খাওয়া ভালো। তাতে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস কম ক্ষতি করে।
- বেশী শীতে শুধু একটা ভারী কাপড় না পরে, একাধিক পোষাক পরিধান করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী হ'ল হালকা কোন কাপড় যা শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে এমন কিছু নীচে পরা, তার উপরে পৃথক জামা-কাপড় পরা। এটা বেশী ঠাণ্ডায় সবচেয়ে কার্যকরী।
- প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কালোজিরা রান্না, ভর্তা বা রান্না ছাড়াই খাওয়া যেতে পারে। কালোজিরা প্রায় ৩০০ রোগের ওষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
- শীতে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার বেশী খাওয়া উচিত। ভিটামিন সি ঠাণ্ডা লাগার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
- প্রতিদিন খাবারে রসুন ব্যবহার করা। কারণ কাঁচা রসুন ঠাণ্ডা লাগা কমায়।
- ঠাণ্ডা লাগলে বা কাশি হ'লে আদা ও লবঙ্গ অত্যন্ত কার্যকরী। আদা ও লবঙ্গের রস ঠাণ্ডা কাশি কমাতে সহায়ক। আদা ও লবঙ্গ দিয়ে চা খুবই কার্যকর।
- শীতের সকালে-বিকালে নাক বন্ধ মনে হ'লে নাকে গরম পানির ভাপ নিলে উপকার হয়। উপকার বেশী পেতে হ'লে গরম পানিতে কিছু ফিটকিরির টুকরা দিয়ে গরম ভাপ নিলে নাক বন্ধ হওয়া কমে যায়।
- সরিষার তেল শরীর গরম রাখে, যা ঠাণ্ডা লাগার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।
- শীতে পানি খাওয়া কম হয়। ফলে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। সেকারণ প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া পানি জাতীয় গরম খাবার বেশী বেশী খেতে হবে।
- শীতকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বেশী প্রয়োজন। শীতে ধুলাবালি বেশী থাকায় তাতে রোগ-জীবাণু বেশী থাকে এবং সে কারণে অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তাই অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মগুলো মেনে চললে যত ঠাণ্ডাই পড়ুক না কেন শীতে সুস্থ থাকা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

প্রার্থনা

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন, কাফরুল, ঢাকা।

হে আল্লাহ! রাতের আঁধার করে অপসারণ,
তুমি ঘটাও যে দিবসের শুভ আগমন।
বীজ হ'তে অঙ্কুরে তুমি প্রাণ কর সঞ্চার
মাটিকে কর উর্বর দাও শস্যের ভাণ্ডার।
আমার হৃদয়ে দাও ঈমানের আভরণ
কালিমা-কলঙ্কের দাগ কর অপসারণ।
দূর কর গোমরাহী দাও শান্তির স্পন্দন
দূর কর অশ্লীলতা প্রকাশ্য ও গোপন।
দাও মোরে সকল প্রশান্তি এ মোর প্রার্থনা
মুছে ফেল সব অকল্যাণ এ মোর কামনা।
তুমি এক অদ্বিতীয় তুমি সর্ব শক্তিমান
হে আল্লাহ! তুমি মোরে দাও সকল কল্যাণ।
তোমার নামেই শুরু করি তুমি যে মহান
আমার সকল দুশ্চিন্তার কর অবসান।
সকল অশান্তি হ'তে মোরে কর মুক্তি দান
তোমার নামই শান্তি তুমি যে মহান।
হে আল্লাহ! তুমি মোরে দিয়েছ এই জীবন
যখন ইচ্ছা এ প্রাণ তুমি করিবে হরণ।
যদি বাঁচিয়ে রাখ মোরে করিও হেফাযত
আর যদি দাও মরণ দিও যে নাজাত।

এক কাতারে শামিল হই

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

সৃষ্টির সেরা আমরা মানুষ স্রষ্টারই এ ঘোষণা তাই
মাখলূকাতের সেরা মাখলূক বনু আদম আমরা ভাই।
আসমান-যমীনে যত সম্পদ যত নে'মত আছে
ক্বিয়ামত তক ব্যবহার আর উপভোগ রহিয়াছে।
বিশ্ব জগত সৃষ্টি যাঁহার তিনিই বিধান দাতা
অমোঘ বিধানে তাঁর আছে যত প্রাণ নোয়াইতে হবে মাথা।
অভেদ আহাদ মানতেই হবে ভেদনীতির নাই কোন পথ
তাঁহার দেয়া ধর্ম ছাড়া নেই কোন আর ধর্মমত।
আল্লাহ্‌র দেয়া দ্বীন-ধর্ম যা তারই নাম ইসলাম
সেই ধর্মের যারা ধারক-বাহক তারাই মুসলমান।
আমরা তো সেই মুসলিম জাতি
নেইকো বিভেদ আত্মঘাতী।
এক দলে এক মতে একই আল্লাহ্‌র পথে জান করি কুরবান
দুনিয়ার যত ধন-সম্পদ লোভ-লালসায় এ পথ হয় না ম্লান।
লক্ষ্য মোদের নাজাত ও জান্নাত
তাইতো যত বন্দেগী ও ফরিয়াদ।
মান্য করি অহী-র বিধান আখেরী নবীর বাণী
পুত্র-কন্যা, ভাই-বেরাদার অতীব তুচ্ছ জানি।
সম্পদ, সন্তান ভালবাসা মোহ
ক্ষণেক ধরায় ভরে রাখে গৃহ
নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষায় খায়নাকো হিমশিম
লক্ষ্য কেবল এই কাফেলার এক ছিরাতাল মুস্তাক্বীম।
এইতো ক'দিন আগে এক পথে এক সাথে এক মঞ্চে ছিলাম
তবে দুনিয়াদারীর বদ হাওয়ায় কি ছিন্ন ভিন্ন হ'লাম।
আবার এসো আল্লাহ্‌র রজ্জু ধরি হাতে-দাঁতে শক্ত করি
দ্বন্দ্ব-বিভেদ হিংসা নিন্দা সব ভুলে যাই আল্লাহকে স্মরি।
যাহা গত তাহা মৃত
রোষানলে আর ঢেলো না ঘৃত
এসো সবে আজ ফিরে চলি মোরা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে
যেন রোজ ক্বিয়ামতে ফেরেশতারা সবে জান্নাতী বলে ডাকে।
এসো এসো ভাই সময়তো নাই কখন যাইব গোরে
এ দুনিয়ার খেলায় মাতিলে কেবা উদ্ধারিবে তোরে?
অনেক সময় গিয়াছে চলিয়া
তবুও কাউকে যাইনি ভুলিয়া।
কেবল আল্লাহ্‌র তরে ভালবাসা মোদের তাইতো আজো ভুলি নাই
এসো আবার সবাই মোরা এক কাতারে শামিল হই।

খবর

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

ভবে নিজের বলতে নাই যে কিছু, বলে দিয়েছেন রব
হুকুম হ'লেই যেতে হবে ফেলে রেখে সব।
সঙ্গে হয়ত পাবে তুমি কাপড় কয়েক খানি
দিন কয়েক সঙ্গী-সাথী ফেলবে চোখের পানি।
এক নিমিষে বিলীন হবে তোমার বাহু বল
সামনে এসে হাযির হবে যত কর্মফল।
সেটি তোমার শুভ হ'লে পাবে মহা সুখ
বিপরীতে গহ্বরে জ্বলবে যে যুগ যুগ।
গহ্বরতো তিমির নিশি হয় না কভু ভোর
কুরআন-হাদীছ পড়লে পাবে আরও বহু খবর।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

স্বদেশ

হেফাজতে ইসলামের নতুন আমীর মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী

'হেফাজতে ইসলামে'র নতুন আমীর নির্বাচিত হয়েছেন হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক সহকারী পরিচালক মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী (৬৭), চট্টগ্রাম। মহাসচিব নিযুক্ত হয়েছেন মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী (৭৪), ঢাকা। একই সাথে ১৫১ সদস্যের নতুন কমিটির সদস্যদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই কমিটিতে হেফাজতের পরলোকগত আমীর মাওলানা আহমাদ শফীর কনিষ্ঠ পুত্র আনাস মাদানী ও তাঁর অনুসারীদের কাউকে রাখা হয়নি। তবে আহমদ শফীর বড় ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর আমীর এবং চট্টগ্রামের দারুল উলূম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী (১০৩) গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার সংগঠনের এক টাল-মাটাল অবস্থায় হঠাৎ হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণের প্রায় দু'মাস পর গত ১৫ই নভেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় এক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সারা দেশ থেকে সংগঠনটির প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ১২ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি হেফাজতের নতুন এই কমিটির প্রস্তাব দেন। ১৫১ সদস্যের এই কমিটিতে ২৪ জন উপদেষ্টা, ৩২ জন নায়েবে আমীর, ৪ জন যুগ্ম মহাসচিব, ১৮ জন সহকারী মহাসচিবের পদ ঘোষণা করা হয়। উপদেষ্টা কমিটিতে প্রধান উপদেষ্টা আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী সহ, আব্দুল হালীম বোখারী, সুলতান যওক নদভী, মুফতী ওয়াক্কাস প্রমুখ আছেন। এছাড়া নায়েবে আমীর হিসাবে হাফেয আতাউল্লাহ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর, নুরুল ইসলাম অলিপুরী, প্রফেসর ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন প্রমুখ আছেন।

হেফাজতে ইসলাম 'অরাজনৈতিক' সংগঠন হিসাবে পরিচিত হ'লেও বিএনপি জোটের শরীক 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী এবং 'খেলাফত মজলিস বাংলাদেশ'-এর মহাসচিব ড. আহমাদ আব্দুল কাদের সহ অন্তত ২০ জন নেতা এসেছেন কমিটিতে। মহাসচিব নূর হোসেন কাসেমী বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শরীক 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে'র মহাসচিব। তবে দায়িত্বে আসার পর জমিয়তের পদ ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এমপি ব্যারিষ্টার আনীসুল ইসলাম মাহমূদ হাটহাজারী মাদ্রাসায় গিয়ে যাতে নূর হোসেন কাসেমী মহাসচিবের দায়িত্বে না আসতে পারেন, সে বিষয়ে নেতাদের ইঙ্গিত দেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর হেফাজতে ইসলামের আমীর শাহ আহমদ শফী মারা যান। এরপর থেকেই আমীর নির্বাচন নিয়ে সংগঠনটির মধ্যে নানা আলোচনা শুরু হয়। গত ১৪ই নভেম্বর ঢাকায় ও চট্টগ্রামে পৃথক সংবাদ সম্মেলন করে হেফাজতে ইসলামের প্রতিনিধি সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শাহ আহমদ শফীর অনুসারীর দাবীদার একটি অংশ। যেখানে তাঁর শ্যালক মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। আর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মুফতী ফয়জুল্লাহ।

[উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার শাপলা চত্বরে সরকারের হামলায় নিহত অগণিত কর্মীর আত্মদানকে ভুলানোর জন্য ২০১৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর আহমাদ শফীর সভাপতিত্বে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কওমী মাদ্রাসা সমূহের সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায়ে হাদীছ (তাকমীল) সনদকে স্নাতকোত্তরের (ইসলামী শিক্ষা ও আরবী) স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে এটা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আজও অব্যাহত রয়েছে। বাবুনগরী তখন মহাসচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমীর হ'লেন। ভবিষ্যৎ বলে দেবে তিনি কোন পথে যাবেন। তাছাড়া একটি ইসলামী সংগঠনে কর্মীদের খুশী করার জন্য অসংখ্য পদ সৃষ্টির এই ইসলামী রীতি বিরোধী প্রয়াস ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত হয়ে রইল (স.স.)]

হিজড়াদের জন্য বিনা খরচে মাদ্রাসা শিক্ষা

দেশে প্রথম বেসরকারীভাবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আলাদা মাদ্রাসা চালু হয়েছে। সেখানে বিনা খরচে তারা পড়তে পারবেন। গত ৬ই নভেম্বর ঢাকার কামরাঙ্গীরচর ছাতা মসজিদ রোড এলাকার দাওয়াতুল কুরআন নামে তৃতীয় লিঙ্গের মাদ্রাসাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জানা গেছে, আহমাদ ফেরদৌস বারী চৌধুরী ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে এই মাদ্রাসাটি চালু হয়েছে। এই মাদ্রাসায় পড়ালেখার জন্য হিজড়াদের কোনও খরচ লাগবে না। ২০২০ সালে সরকার স্বীকৃত কওমী সিলেবাস অনুযায়ী মাদ্রাসাটি পরিচালিত হবে। প্রাথমিকভাবে ১০ জন শিক্ষকের সমন্বয়ে অনাবাসিক এই মাদ্রাসাটির যাত্রা শুরু হয়েছে।

মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেয মাওলানা আব্দুর রহমান আযাদ জানান, এই মাদ্রাসার কাজ তো শুরু হয়েছে আরও আগে। তখন কামরাঙ্গীরচরে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় দেড় শতাধিক হিজড়াকে পড়িয়েছি। তারাও এখানে পড়ালেখা করবে। তবে আপাতত মাদ্রাসাটি অনাবাসিক হবে।

মাদ্রাসাটির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সচিব আব্দুল আযীয হোসায়নী বলেন, 'হিজড়া তো সমাজের মধ্যে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত। তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না। এই কারণে তারা উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু তাদের তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কোনও মায়ের সন্তান। তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তো আমাদেরই। এদের আদর্শবান করতে হ'লে প্রথমে কুরআন শিক্ষা দরকার। তাই এই মাদ্রাসার উদ্যোগ নেওয়া। এরপর তাদের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করাই আমাদের চিন্তা।

তিনি বলেন, এখানে নুরানী বিভাগ, হিফযুল কুরআন থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত সরকার স্বীকৃত কওমী সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হবে। শিক্ষকমণ্ডলীর বেতন সহ মাদ্রাসার পরিচালনার সব খরচ বহন করছে আহমাদ ফেরদৌস বারী চৌধুরী ফাউণ্ডেশন।

মাদ্রাসাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হিজড়া কল্যাণ ফাউণ্ডেশনের সভাপতি আবিদা সুলতানা মিতু বলেন, 'তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য এই প্রথম দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। হিজড়াদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ দেওয়া হ'লে তারা রাস্তায় নেমে কাউকে বিরক্ত করবে না। এরূপ মহৎ উদ্যোগের জন্য আমি মাদ্রাসাটির উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থী রাণী হিজড়া বলেন, 'যাত্রাবাড়ীতে আমাদের অর্ধশতাধিক হিজড়া রয়েছে। সবাই মুসলিম। এখানকার হুজুররা যাত্রাবাড়ীতে আমাদের আবাসস্থলে গিয়ে কুরআন পড়াতেন। মাদ্রাসায় পড়ে কুরআন শিখে আমরাও মাওলানা হ'তে চাই। রাস্তায় গিয়ে টাকা তুলে পেট চালাতে চাই না।

প্রথিতযশা আইনজীবী ব্যারিস্টার রফীকুল হক-এর মৃত্যু

দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাবেক অ্যাটর্নী জেনারেল রফীকুল হক গত ২৪শে অক্টোবর বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে রাজধানীর বনানীস্থ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

ব্যারিস্টার রফীকুল হক ১৯৩৫ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালে যুক্তরাজ্য থেকে বার এট-ল' সম্পন্ন করেন। ১৯৬৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের এবং ১৯৭৩ সালে আপিল বিভাগে আইনজীবী হিসাবে আইন পেশা শুরু করেন। বর্ণাঢ্য জীবনে আইন পেশায় দীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর পার করেছেন। তিনি ১৯৯০ সালের ৭ই এপ্রিল থেকে ১৭ই ডিসেম্বর ৮ মাস ১০ দিন বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ অ্যাটর্নী জেনারেল তথা সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি কখনো কোন রাজনৈতিক দল করেননি। ফলে সর্বস্তরের মানুষের জন্য যেমন কাজ করতে পেরেছেন, তেমনি দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকটে পেয়েছেন প্রভূত সম্মান-মর্যাদা। স্বাধীনতার পর প্রায় সব সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও আইনী বিষয় নিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করেছেন। তিনি ২০০৭-০৮ সালে বিগত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একই সাথে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী হিসাবে তাদের পক্ষে আইনী লড়াই করেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ১৯তম প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. ইয়াজুদ্দীন আহমদ, মুন্সীগঞ্জ (২০০২-২০০৭) ২০০৭ সালের ১২ই জানুয়ারী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, মুন্সীগঞ্জ-এর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদের হাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হ'লে ৩০শে ডিসেম্বর তিনি তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৭তম এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল ছিল ১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন।

ব্যারিস্টার রফীকুল হক সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা, নিষ্ঠা ও সমতার পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা থাকা অবস্থাতেও রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে তিনি যদি দেখতেন যে সরকারী আদেশ বেআইনী, সেখানে তিনি আদালতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করে তা স্বীকার করে নিতেন। এরকম স্বচ্ছতা অন্য কোন অ্যাটর্নী জেনারেল দেখাতে পারেননি। অ্যাটর্নী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি তার যে প্রাপ্য বেতন ছিল, তাও গ্রহণ করেননি। এছাড়া বহু মানুষের মামলা তিনি বিনা খরচে পরিচালনা করতেন।

আইন পেশায় প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার সুযোগ থাকলেও বস্তুগত বিষয়ে কখনোই আগ্রহ ছিল না ব্যারিস্টার রফীকুল হক-এর। ফলে ৬০ বছরের নিজের ও স্ত্রীর উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয় করেছেন মানুষের কল্যাণ ও সমাজসেবায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন বেশ কয়েকটি হাসপাতাল, ইয়াতীমখানা, মসজিদ, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ। ১৯৯৫ সালে তিনি গাযীপুরের কালিয়াকৈরে প্রতিষ্ঠা করেন সুবর্ণ ক্লিনিক ও মসজিদ। আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ২৫টিরও বেশী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বারডেম হাসপাতালের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি। এসব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদানসহ নানা সহযোগিতা করে গিয়েছেন নিয়মিত।

ঢাকা শিশু হাসপাতালের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. মানযূর হোসাইন বলেন, এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা ছিল ব্যারিস্টার রফীকের। একসময় তিনি হাসপাতালটির সেক্রেটারীও ছিলেন। কিন্তু তাঁর অবদানের কোন চিহ্ন এখন হাসপাতালে নেই। কারণ তিনি নিজেই কখনো চাইতেন না কোথাও তাঁর নাম থাকুক। দান করে নিজের নাম প্রচারের পক্ষে ছিলেন না তিনি।

মাদক মামলায় হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়

গত ৮ই নভেম্বর বিচারপতি জাফর আহমাদের একক বেঞ্চ মাদক মামলায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত শর্ত সমূহ পূরণ সাপেক্ষে এই রায় দেন। আইনজীবীদের মতে, মাদকের মামলায় হাইকোর্টে এ ধরনের রায় এটাই প্রথম।

শর্তগুলি হ'ল, (১) দণ্ডিত ব্যক্তি তার ৭৫ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়মিত সেবা করবে। (২) তার দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়ে ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। (৩) আইনানুগ বয়স হওয়ার আগে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে না। (৪) তার আচরণ ভালো হ'তে হবে এবং অন্য কোন অপরাধের সাথে জড়িত হ'তে পারবে না। দেড় বছর যদি সে নিয়মিতভাবে এসব শর্ত পালন করে চললে তার বাকি সাজা এবং জরিমানা মওকূফ করা হবে। নইলে তাকে কারাগারে যেতে হবে এবং পূরা পাঁচ বছর সাজা ভোগ করতে হবে।

প্রবেশন অধ্যাদেশ ১৯৬০ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদফতরে একজন প্রবেশন কর্মকর্তা এসব শর্ত পালনের বিষয় নযরদারী করবেন। এগুলো ঠিকঠাক পালন করা হচ্ছে কি-না, সে বিষয়ে তিনি আদালতে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দিবেন।

এর আগে মাগুরায় মাদক মামলায় অভিযুক্ত ৯ জন এখন বই পড়া, সিনেমা দেখা ও গাছ লাগানোর শর্ত পূরণ করছেন। চাচির ওপর হামলাকারী এক আসামী প্রবেশন শর্ত পূরণ করায় খালাস পায়। কক্সবাজারের চকরিয়ায় গত আগস্টে ভিসা প্রতারকের ছয় মাসের সাজা ১২টি শর্তে স্থগিত করা হয়। বই পড়া, ৪০টি গাছ রোপণ ও নেশা না করার মতো শর্ত দেন আদালত। গত অক্টোবরে একই আদালত মাদক মামলায় তিন আসামীকে আগামী ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত মাদকবিরোধী প্রচারণা এবং স্কুলের বাচ্চাদের শিক্ষা উপকরণ কিনে দেওয়ার মতো শর্তে সাজা স্থগিত করেন।

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় প্রবেশনের ব্যাপক অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। যদিও এদেশে এটির প্রচলন বিরল। কমিউনিটির স্বার্থে বিনা বেতনে কাজ করা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কোর্স সম্পন্ন করা, কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি নেওয়ার মতো বিষয় প্রবেশন আইনের আওতাধীন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশন আইন প্রথম প্রবর্তন করে ভারত ১৯৫৮ সালে। এর দুই বছর পরে পাকিস্তানও এটি অনুসরণ করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৩ সালে আইনটিকে হাল-নাগাদ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আইনটির যথাপ্রয়োগ বাংলাদেশের কোন সরকারের আমলেই ঘটেনি। এখন যখন এর প্রয়োগ শুরু হয়েছে, তখন এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আমরা আশা করব।

[আইনজীবীদের বলব, দয়া করে ২য় হিজরীতে অর্থাৎ ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ তথা বদরের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির শর্ত হিসাবে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখা-পড়া শিখানোর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি অধ্যয়ন করুন! (দ্র. হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩১৫ পৃ.) (স.স.)]

হিজড়ারা পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে সমান ভাগ পাবে

-প্রধানমন্ত্রী

এখন থেকে হিজড়ারা যেন পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে সমান ভাগ পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৯ই নভেম্বর মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। গণভবন থেকে অনলাইনে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভা শেষে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিব ড. খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'এখন থেকে হিজড়ারা যেন পিতা-মাতার সম্পত্তি

থেকে জমির সমান ভাগ পায় সেটি নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা দেখব তারা যেন পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়'।

প্রধানমন্ত্রী বিষয়টিতে বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে হিজড়ারা কিভাবে জমির ভাগ পাবেন সেটি মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে বলা আছে। কিন্তু অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সেটি বলা নেই, সে বিষয়েই প্রধানমন্ত্রী অনুশাসন দিয়েছেন যাতে কেউ বঞ্চিত না হয়।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'লেন জো বাইডেন

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পূর্ণাঙ্গ ফলাফলে বাইডেন ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন ৩০৬টি এবং রিপাবলিকান প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি। পপুলার ভোটেও বাইডেন পেয়েছেন ৫০.৯ শতাংশ এবং ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৭.৩ শতাংশ ভোট। এই জয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক পপুলার ভোট পাওয়ার ইতিহাসও সৃষ্টি করেন ৭৭ বছর বয়সী জো বাইডেন।

ফলাফল নিশ্চিত হওয়ার পর ট্রাম্প তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং ভোট গণনায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মামলা করেছেন। তবে ইতিমধ্যে অধিকাংশ মামলায় তিনি হেরেও গেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভোট গণনায় কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি সফটওয়্যার বা অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির খবরও কোথাও পাওয়া যায়নি।

সাবেক ডেমোক্র্যাট ও নোবেল জয়ী প্রেসিডেন্ট বরাক হোসেন ওবামা বলেন, আমরা এই মুহূর্তে একটি বিভাজিত জাতি। ২০০৮ সালে আমি যখন নির্বাচিত হই, তখন এতটা বিভাজন ছিল না। বিষয়টি এবারের নির্বাচনের ফলের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ট্রাম্প তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে এই বিভাজনে উসকানি দিয়েছেন। এবার বাইডেন ও ট্রাম্প দুই প্রার্থীই সাত কোটির বেশী ভোট পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা একই সঙ্গে বিপরীতমুখী দু'টি সত্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজ করছি। এভাবে গণতন্ত্র কাজ করে না।

তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বে'র যে সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, তা থেকে যুক্তরাষ্ট্র সহজে বের হতে পারবে না। তিনি বলেন, নির্বাচনের ফল থেকে স্পষ্ট যে, গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এ দেশ। তিনি আরও বলেন, এই ক্ষত এক নির্বাচনে সারবে না।

জীবনী : জো বাইডেন ১৯৪২ সালে পেনসিলভেনিয়ার খুবই সাধারণ এক যৌথ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অভাব-অনটনের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। তার পরিবার ছিল খুবই ধার্মিক। ছেলেবেলায় তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তোতলামি কাটিয়ে ওঠা। হাই স্কুলে তথা উঁচু ক্লাস পর্যন্ত এই সমস্যা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

১৯৭৩ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের সিনেটর হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা ৩৬ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার উদ্যোগ নিলে লজ্জাজনক ঘটনার কারণে তা হোঁচট খায়। তার বিরুদ্ধে অন্যের লেখা চুরির ও অসততার অভিযোগ আনা হ'লে তিনি প্রচারণা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ২০০৯ সালে বারাক ওবামার সময়কালে ৮ বছর (২০০৯-২০১৭) তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭২ সালে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও মেয়েকে হারান বাইডেন। ২০১৬-এর নির্বাচনে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ২০১৫ সালের মে মাসে তার বড় ছেলে ৪৬ বছরের বো বাইডেন ব্রেইন ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং নির্বাচন থেকে সরে দাড়ান।

১৯৭৭ সালে বিবাহ করা তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা ড. জিল জ্যাকবস যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একজন পরিপূর্ণ পেশাজীবী নারী হিসেবে প্রথম ফার্স্ট লেডি হ'তে যাচ্ছেন। কারণ ফার্স্ট লেডি হওয়ার পরও তিনি শিক্ষকতা পেশা চালিয়ে যেতে চান।

বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ৫ কোটি ছাড়িয়েছে

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১৩ লাখ ৩৪ হাযার ৭০০ জনে দাঁড়িয়েছে। আর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৫ কোটি।

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি পেরিয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন আড়াই লক্ষাধিক। যুক্তরাষ্ট্রের পর ক্ষতিগ্রস্তের তালিকায় পর্যায়ক্রমে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।

সংসার চালাতে ধার করেছে ৪৬% ভারতীয়

গত মার্চে শুরু হওয়া লকডাউন ও করোনা সংক্রমণের জেরে অর্থনীতির বেহাল দশা ভারতের। রুটি-রুযীর অভাবে সংসার চালাতে ঋণের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে অনেক পরিবারকে। সম্প্রতি হোম ক্রেডিট ইণ্ডিয়ার এক সমীক্ষায় বলা হয়, করোনা সংকটের জেরে ভারতে ৪৬ শতাংশ মানুষ অর্থ ধার করে সংসার চালিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্যও অন্যের কাছে হাত পাততে হয়েছে। দেশের সাতটি শহরকে ভিত্তি করে এই সমীক্ষা করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মার্চ থেকে শুরু হয়ে মে মাস নাগাদ লকডাউন কার্যকর ছিল। প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম। তবে জুনে লকডাউন প্রত্যাহার শুরু হয়। কিন্তু ততদিনে বহু ভারতীয় চাকরী হারিয়েছে অথবা চাকরী থাকলেও বেতন কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তসহ মধ্যবিত্তের হাত প্রায় খালি। কিন্তু একই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। এতে সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। অগত্যা ধার করা ছাড়া তাদের আর কোন রাস্তা নেই।

মুসলিম জাহান

৪০ লক্ষাধিক বইসমৃদ্ধ তুরস্কের বৃহত্তম গ্রন্থাগার তুর্কী প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরী

গ্রন্থাগার শব্দটি শুনলেই মনের কোণে ভেসে ওঠে সারি সারি বই আর পিনপতন নিস্তব্ধতা। বইপ্রেমীদের মধ্যে গ্রন্থাগারের পরিবেশ একধরনের স্বর্গীয় অনুভূতিরই সৃষ্টি করে। আর যদি সেই গ্রন্থাগারটিতে লক্ষ লক্ষ বই থাকে? তাহলে তো যেকোনো রুচিশীল মানুষকেই হতবাক করে দিতে বাধ্য!

এবছর তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অবস্থিত তুর্কী রাষ্ট্রপতির আবাসস্থল প্রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে এমনই এক গ্রন্থাগারের যাত্রা

শুরু করেছে। বর্তমানে এটি দেশটির বৃহত্তম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটিতে বইয়ের পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর একাডেমিক জার্নাল, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, অডিও ফাইল, মানচিত্র, ডাকটিকিট, চিত্র এবং পাণ্ডুলিপি।

সুবৃহৎ এই গ্রন্থাগারটিতে রয়েছে বিশ্বে প্রচলিত ১৩৪টি ভাষায় লিখিত ৪০ লক্ষাধিক বই, প্রায় ১২ কোটি ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ, প্রায় সাড়ে ৫ লাখ ই-বুক ও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ, প্রায় ১২ কোটি আর্টিকেল ও প্রতিবেদন এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ ই-ডিসার্টেশন (গবেষণামূলক প্রবন্ধ)। তদুপরি, তুর্কী রাষ্ট্রীয় আর্কাইভের ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডকুমেন্ট, তুর্কী পাণ্ডুলিপি সংস্থা থেকে সংগৃহীত প্রায় ৩ লাখ পাণ্ডুলিপি, তুর্কী রেডিও ও টেলিভিশন কর্পোরেশনের আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত প্রায় ১২ লাখ অডিও ফাইল এবং ৪৬টি ডাটাবেজ থেকে সংগৃহীত ৬০ হাযার ই-ম্যাগাজিন রয়েছে এই গ্রন্থাগারটিতে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী তুরস্কে প্রকাশিত প্রতিটি বইয়ের একটি কপি এখানে জমা রাখতে হয়।

২০২০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট এরদোগানের উপস্থিতিতে এটি উদ্বোধন করা হয়। ২০১৬ সালে তিনি গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং তুরস্কের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপক ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রায় ৩ হাযার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠে।

গ্রন্থাগারটি ১৫ লাখ বর্গফুট জায়গায় নির্মিত হয়েছে। এখানে যতগুলো বইয়ের তাক রয়েছে, সেগুলোকে এক সারিতে দাঁড় করালে তা ২০১ কি.মি. দীর্ঘ হবে! গ্রন্থাগারটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং একসঙ্গে প্রায় ৫ হাযার পাঠক অধ্যয়ন করতে পারে। গ্রন্থাগারটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বের কোন গ্রন্থাগারেই প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এত বেশী সংখ্যক বই ছিল না।

গ্রন্থাগারটির অন্যতম একটি আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে সিহান্নুমা হল। এখানে বিশ্বে প্রচলিত ১৩৪টি ভাষায় লিখিত প্রায় ২ লক্ষ বই রয়েছে। এখানে আরো রয়েছে একটি 'মাল্টিমিডিয়া গ্রন্থাগার', যেখানে ৪টি ডিজিটাল কক্ষ এবং সেগুলোর অভ্যন্তরে ১২টি পাঠকক্ষ রয়েছে। ডিজিটাল কক্ষগুলোতে রয়েছে টাচস্ক্রিন মনিটর, যেগুলোর মাধ্যমে টিআরটি-এর আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ অডিও ফাইল এবং আরো প্রায় ১০ হাযার অডিও-ভিজুয়াল ম্যাটেরিয়াল দেখা ও শোনা যাবে।

এছাড়া গ্রন্থাগারটিতে একটি 'সাময়িকী হল' রয়েছে। এখানকার সংগ্রহে রয়েছে ১,৫৫০টি ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংস্করণ। তদুপরি, এখানে টাচস্ক্রিন মনিটরে ১২০টি দেশের ৬০টি ভাষায় লিখিত ৭ হাযার দৈনিক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন পড়ার সুযোগ রয়েছে।

শিশু-কিশোরদের জন্যও গ্রন্থাগারটিতে পৃথক দুইটি অংশ রয়েছে। এখানে প্রায় ২৫ হাযার বই এবং একটি মাল্টিমিডিয়া সেকশন রয়েছে। ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের জন্য রয়েছে 'যুব গ্রন্থাগার' এবং সেখানে প্রায় ১২ হাযার বই রয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও গ্রন্থাগারটিতে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। দৃষ্টিহীন ও শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তিদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ ধরনের কক্ষ নির্মিত হয়েছে।

লাইব্রেরীটি এখন পর্যন্ত তুরস্কে নির্মিত সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। কিন্তু এই অবস্থান বেশী দিন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। কারণ তুর্কী সরকার তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলে নতুন একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করতে যাচ্ছে, যেটিতে থাকবে ৭০ লক্ষাধিক বই! কিন্তু অনন্য নির্মাণশৈলীতে সৃষ্ট প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরী যে তুর্কী পাঠকদের জ্ঞানার্জন ও গবেষণার জন্য বিরাট এক সুযোগ হিসাবে থেকে যাবে, সেটি বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাংলাদেশের নতুন আবিষ্কার 'আইভিপি' : একটি গাভী বছরে দু'টি বাছুর জন্ম দেবে!

বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা বলছেন, একটি গাভী থেকে বছরে একটির বদলে দু'টি বাছুর জন্ম দেয়ার কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে তারা সফলতা অর্জন করেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব বলেন, 'বাংলাদেশে এ প্রযুক্তিটি নতুন। প্রাথমিক সাফল্যের পর আমরা এটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। সফল হ'লে এটি নিঃসন্দেহে দেশের গরু সম্পদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে'।

এক হিসাবে বাংলাদেশের গরুর সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। গত বছরের শুরুতে গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল-সব মিলিয়ে গবাদিপশু উৎপাদন বাংলাদেশ তখন বিশ্বে ১২তম অবস্থানে ছিল। এখন বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, বাংলাদেশে ভালো মানের গাভীর দু'টি করে বাচ্চার প্রকল্প মাঠপর্যায়ে সফল হ'লে সেটি গবাদিপশু এবং এর মাধ্যমে গণমানুষের জীবনমানের আরও উন্নতি করা সম্ভব হবে। কিন্তু নতুন প্রযুক্তি আসলে কী? কীভাবেই বা কাজ করে?

ড. গৌতম কুমার দেব বলছেন, প্রযুক্তিটির নাম আইভিপি। এতে বেশি দুধ দেয় এমন গাভী থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরীতে নেয়া হয়। সেখানে ডিম্বাণুকে পরিপক্ব করে ফার্টিলাইজ করানো হয়। এর ফলে যে ভ্রূণের জন্ম হয় গবেষণাগারে সেখান থেকে দু'টি করে ভ্রূণ ধাত্রী গাভীতে সংস্থাপন করা হয়। এরপর ঐ গাভীটি গর্ভধারণ করলেই দু'টি করে বাচ্চা বাড়তে থাকবে। তিনি বলছেন, গবেষণার অংশ হিসাবে তাদের পরীক্ষাগুলোতে সফলতা এসেছে। তাই তারা এখন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মূলত জোড়া বাছুর চিন্তাটির গবেষণাগারে সফলতা আসতে থাকে কয়েক বছর আগে থেকেই। গত প্রায় চার বছর ধরে পরীক্ষার আওতায় ধারাবাহিকভাবে একটি গাভী থেকে জোড়া বাছুর জন্ম নেয়ার পর এখন এটি মাঠ পর্যায়ে নেয়া সম্ভব বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সৌরজগতের বাইরে ২৪টি বাসযোগ্য গ্রহের সন্ধান

সৌরজগতের বাইরে ২৪টি 'বাসযোগ্য' গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে এই গ্রহগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা এ তথ্য জানিয়েছেন। গবেষকেরা বলছেন, 'আমাদের সৌরজগতের কাছাকাছি থাকা যেসব সৌরব্যবস্থায় তুলনামূলক ধীরগতিতে গ্রহ আবর্তিত হয়, সেগুলোর নক্ষত্রের আয়ু সূর্যের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। আর এসব সৌরব্যবস্থার গ্রহগুলোর সঙ্গেই পৃথিবীর বেশী মিল পাওয়া যায়'। ভারতীয় পত্রিকা *হিন্দুস্তান টাইমস*-এর খবরে বলা হয়, গবেষণাপত্রটিতে বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত বাসযোগ্য' এমন ২৪টি গ্রহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব গ্রহের বয়স তুলনামূলক বেশী, আকারে কিছুটা বড়, উষ্ণতা বেশী এবং ধারণা করা হচ্ছে পৃথিবীর চেয়ে এই গ্রহগুলোতে আর্দ্রতা বেশী। সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা জানিয়েছেন, শুরুতে তাঁরা অত্যন্ত বাসযোগ্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছিলেন। পরে প্রায় সাড়ে ৪ হাযার গ্রহ থেকে ২৪টিকে বাছাই করা হয়। এই ২৪টি গ্রহের সবক'টিরই অবস্থান পৃথিবী থেকে ১০০ আলোকবর্ষের বেশী দূরত্বে।

[যত বাসযোগ্য গ্রহ আবিস্কৃত হৌক, সবেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। অতএব আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। সবারই জন্য প্রযোজ্য আল্লাহ্র একক বিধান (স.স.)।]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

রাসূল (ছাঃ)-কে অপমানকারীরা মানবতার শত্রু

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

১. সাহেব বাজার, রাজশাহী ২৮শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গাত্মক চিত্র প্রদর্শনীর নিন্দা ও প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্স ধারাবাহিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্বরতার কালো ইতিহাস রচনা করে এসেছে। আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে। শতাব্দীর নৃশংসতম বর্বরতা দেখিয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কোর মুসলমানদের কাটামাথার স্তূপ দিয়ে সুভ্যেনির বানিয়েছে, যা তাদের ডাকটিকিটে পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। হাযার হাযার নারী ও শিশুর উপর তারা পাশবিক নির্যাতন করেছে। আজও আফ্রিকার ১৪টি দেশ তাদের হাতে যিম্মী অবস্থায় রয়েছে, যাদেরকে শোষণ করে উপার্জিত অর্থই ফ্রান্সের অর্থনীতির ভিত্তি। অথচ সেই ফ্রান্স আজ বিশ্বকে সভ্যতা ও বাকস্বাধীনতার সবক দিতে চায়। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অপমান করে, তাঁর ব্যঙ্গ কার্টুনচিত্র প্রদর্শন করে তারা বাকস্বাধীনতার ধারক ও বাহক হ'তে চায়। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে তারা সভ্যতার দাবীদার হ'তে চায়। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) দুনিয়ায় আমাদের নেতা ও আখেরাতে আমাদের শাফা'আতকারী। যারা তাঁর আদর্শ মানে না ও তাঁকে অপমান করে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নাডশ' ও মাইকেল হার্টসহ বিশ্বের বড় বড় অমুসলিম পণ্ডিতগণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সের এই ঘৃণিত আচরণের বিরুদ্ধে রাজশাহী শহরে আমাদের আগে প্রতিবাদ করার দরকার ছিল এখানকার এমপি ও মেয়রের। তারা সহ এদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, ফ্রান্সের এই ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা ও ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারসহ মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা সহ তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে হবে। ওআইসি ও আরব লীগের মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বিশ্ব মুসলিমকে ফ্রান্সের এই ন্যক্কারজনক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুর হুদা, দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ইমাম ও ওলামা সমিতি'র সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা ও কাযী হারূণুর রশীদ, পবা-পূর্ব-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক, মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ), 'যুবসংঘ'-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুর রঊফ ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি আব্দুল মুহাইমিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, বেলা ১১-টা থেকে দুপুর সোয়া ১-টা পর্যন্ত দীর্ঘ সোয়া দুই ঘণ্টা ব্যাপী মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত থাকে। মাত্র ১ দিন আগের সিদ্ধান্তে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী মানববন্ধনে যোগদান করেন। এমনকি সংগঠনের কর্মী বা আহলেহাদীছ নন এমন অনেক দ্বীনদার ভাইও ঈমানী তাড়নায় উক্ত মানব বন্ধনে যোগদান করেন এবং লাইনে দাড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। মানববন্ধনে 'বিশ্বনবীর অপমান, রুখে দিবে মুসলমান; বিশ্ব মুসলিম এক হও, নবীর শত্রু রুখে দাও' ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। সমাবেশে ফ্রান্স সরকারকে বিশ্ব মুসলিমের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় ভাবে নিন্দা প্রস্তাব পেশ, ফ্রান্সের সাথে সকল কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ও ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করা এই চার দফা দাবী পেশ করা হয়।

২. নীলফামারী ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের বড় বাজার ট্রাফিক মোড়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুছ ছামাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক এ এস এম আব্দুস সালাম ও নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন কথা দিয়ে, বোমা দিয়ে নয়

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৩. ঢাকা ৩০শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ জুম'আ ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলা কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের রাসূল (ছাঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন মানব জাতির রহমত স্বরূপ। খ্রিষ্টান মনীষী মাইকেল হার্ট বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একশ' ব্যক্তির তালিকায় তাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে বাদ দিয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এক নম্বরে এনেছেন। কিন্তু আজ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাঁক্রো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করে

তার মর্যাদা নষ্ট করার অপচেষ্টা করছেন। মুসলমানদেরকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করব কথা দিয়ে, বোমা দিয়ে নয়। তিনি বলেন, বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূল হোতা ইস্রাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'। তাদের চক্রান্ত থেকে মুসলমানদেরকে বিশেষ করে যুবকদেরকে সাবধান থাকতে হবে। দূর অতীতে অত্যাচারী ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর হাতে অস্ত্র ছিল না। তিনি আল্লাহর নিকট দো'আ করেছিলেন। ফলে ফেরাউন বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। ফ্রান্স বাড়াবাড়ি বন্ধ না করলে ফ্রান্সের পরিণতিও হবে ধ্বংস।

তিনি আরও বলেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি লুটেরা দেশ। তারা ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের সম্পদ লুট করেছে। আবার মুসলমানদের উপরই তারা অত্যাচার চালাচ্ছে। সেই সাথে তাদের নবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করছে। তাই মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে হবে। মুসলিম বিশ্বকে ফ্রান্সের ন্যাক্কারজনক কর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস করতে হবে। তাদের পণ্য বর্জন করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে হবে।

ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা-দক্ষিণ যেলার উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা-উত্তর যেলার সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব মুহাম্মদ শামসুল আলম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বৃহত্তর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ যেলা হ'তেও দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীও যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, আমীরে জামা'আত উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের পূর্বে পুরানা মোগলটুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৩১শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের সরকারী কলেজ গেইটের সামনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর ও দক্ষিণ যেলার উদ্যোগে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছালেহ সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি ইয়াসীন আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল মাজিদ, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, 'আল-'আওন'-এর সভাপতি সুজন আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক।

৫. সাতক্ষীরা ৩১শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলা শহরের আব্দুর রাযযাক পার্কে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ফ্রান্সে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদে এক বিশাল মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'- কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও সীমান্ত কলেজের প্রিন্সিপাল আযীযুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল মুহিদুল ইসলাম, যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, যুব-বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, যেলা সভাপতি নাজমুল আহসান, সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ প্রমুখ। সমাবেশের শুরুতে আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার আব্দুর রাযযাক পার্কে এসে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলে ব্যাপক মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে বিশ্ব 'মুসলিম এক হও, নবীর শত্রুকে রুখে দাও', 'সারা বিশ্বে মুসলিম নিপীড়ন, বন্ধ কর করতে হবে', জাতিসংঘ নীরব কেন, জবাব চাই জবাব চাই, ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হয়। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে সরকারের নিকট ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন, তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, ইসলাম ও মহানবী (ছাঃ)-এর শত্রুদের বিরুদ্ধে জাতীয়ভাবে কঠোর কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

৬. বগুড়া ১লা নভেম্বর রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের সাতমাথা মোড়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মুখলেছুর রহমান, যুব-বিষয়ক সম্পাদক অব্দুস সালাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ রাসেল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রাযযাক।

৭. পিরোজপুর ২রা নভেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন ইন্দুরহাটে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহবূব হাসান মুরাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ফযলুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ শামসুল হক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলায়েত হোসাইন প্রমুখ।

৮. বিরামপুর, দিনাজপুর ৩রা নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন ঢাকা মোড়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

৯. দিনাজপুর-পশ্চিম ৪ঠা নভেম্বর বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের প্রেসক্লাবের সামনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুমিনুল ইসলাম, সাধারণ

সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম, যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, সভাপতি মুছাদ্দিক বিল্লাহ, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু তাহের প্রমুখ।

১০. নওগাঁ ৪ঠা নভেম্বর বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের নওজোয়ান মাঠে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, 'আল-আওন-এর সভাপতি ডা. শাহীনুর রহমান, সোনামণি'র পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

১১. ঝিনাইদহ ৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় যেলা শহরের পায়রা চত্বরে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হারূণুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হোসাইন কবীর প্রমুখ।

১২. মেহেরপুর ৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বেলা আড়াইটায় যেলা শহরের প্রেসক্লাবের সামনে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী, সহ-সভাপতি সা'দ আহমাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন।

১৩. বুড়িচং, কুমিল্লা ৭ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টায় যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই বাজারে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিবাদে এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক জা'ফর ইকরাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অলিউল্লাহ।

১৪. চুয়াডাঙ্গা ৯ই নভেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের বড় বাজার চৌরাস্তার মোড়ে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমান, সহ-সভাপতি ফায়ছাল করীম, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার হোসাইন।

মাসিক ইজতেমা

চরশীরকলদী, ময়মনসিংহ ২৮শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ফুলপুর থানাধীন চর নেয়ামতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহাগ মিয়াঁ ও অত্র মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ রিয়াযুদ্দীন।

উল্লেখ্য যে, একই দিন বাদ ফজর যেলার সদর থানাধীন চরশীরকলদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

ডুমরিয়া, মোহনপুর, রাজশাহী ২৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ডুমুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ডুমুরিয়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল হক ও মোহনপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কাসেম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

তাবলীগী সভা

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল বাযারস্থ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীতে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধুরইল উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি মুহাম্মাদ আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুর হুদা, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান, মোহনপুর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কাসেম ও ধুরইল হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা এনামুল হুদা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ

আরামনগর, জয়পুরহাট ৬ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলা শহরস্থ আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুরুরুল হুদা, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ আব্দুল মতীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনঈম, উপদেষ্টা মাহফূযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক, সহ-সভাপতি আবু বকর, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন, যেলা 'আল-আওনে'র সভাপতি আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

যুবসংঘ

শিক্ষা সফর ২০২০

কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ২৯-৩০শে অক্টোবর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২০২০ : গত ২৯-৩০শে অক্টোবর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দ্বিতীয় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও বাহরাইনের আল ফোরক্বান ইসলামিক সেন্টারের দাঈ শরীফুল ইসলাম সহ দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ১০২ জন কর্মী। মেহমান হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ প্রমুখ। ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে ছিলেন যুবসংঘ-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাসেল মিয়া।

২৯ই অক্টোবর সকাল ৭-টায় দু'টি রিজার্ভ কোচ নিয়ে সফরকারী দলটি নারায়ণগঞ্জ যেলা অফিস কাঞ্চন বাজার থেকে যাত্রা শুরু করে এবং বেলা ১১-টায় কিশোরগঞ্জ যেলার বাজিতপুর উপযেলার গজারিয়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পৌঁছে। এ সময় তাদেরকে স্বাগত জানান এবং আতিথেয়তা করেন স্থানীয় দ্বীনী ভাই সঊদী আরবের আল-খাবজী শাখা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক আব্দুল হামীদ, কিশোরগঞ্জ 'যুবসংঘ'-এর সাবেক আহ্বায়ক মাহফূযুর রহমান রতন, আব্দুল মুমিন, রোকন আহমাদ, আহমাদ আলী প্রমুখ। সফরকারীগণ এখানে সকালের নাশতা গ্রহণ করেন। এসময় স্থানীয় দ্বীনী ভাইদের সাথে মতবিনিময় বৈঠকে কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূরের সঞ্চালনায় দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অতঃপর সেখান থেকে তারা বেলা ২-টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর থেকে ২৫ কি. মি. দূরে নিকলী বেড়িবাঁধে গমণ করেন। অতঃপর ২টি ট্রলারে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি 'নিকলী হাওরে'র মধ্য দিয়ে প্রায় ২ ঘন্টা নৌভ্রমণের পর তারা মিঠামইন বাজারে পৌঁছান এবং সেখান থেকে নিকলী হাওরের মধ্য দিয়ে নবনির্মিত মিঠামইন-অষ্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে ভাতশালা বড় ব্রীজ এলাকায় যান। সেখানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে মিঠামইনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামীদের বাসভবন পরিদর্শন করে পুনরায় ট্রলারে চড়ে চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নিকলী বেড়িবাঁধ পৌঁছান।

হোটেলে রাতের খাবারের পর সফরকারীরা স্থানীয় বাজারে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন। স্থানীয়দের অনেকেই দাওয়াতী কাফেলার সংবাদ পেয়ে খুশী হন এবং নিজেদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেন। তারা জানান, ধীরে ধীরে অত্র অঞ্চলের মানুষ দ্বীন সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং ছহীহ দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এসময় কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হওয়া দ্বীনী ভাই মাহফূযুর রহমান রতনসহ নতুন আহলেহাদীছ ৬ জন ভাই বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাদের আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদেরকে সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। অতঃপর রাতেই সফরকারী দলটি নেত্রকোণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় রাত ২-টায় নেত্রকোণার বিরিশিরিতে পৌঁছে। অতঃপর স্থানীয় এক রেস্টহাউজে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন।

পরদিন সকালে সফরকারী দলটি ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে সোমেশ্বরী নদী ভ্রমণ করে। এসময় তাদের সাথে পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' দফতর সম্পাদক আকবর আলী, যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হুদা প্রমুখ যোগদান করেন। অতঃপর স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্প, জিরো পয়েন্ট, কমলাবাগান প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে চিনামাটির পাহাড়ে পৌঁছান। সেখানে জুম'আর ছালাতের সময় হলে স্থানীয় এক হানাফী মসজিদে তারা ছালাত আদায় করেন। ছালাতের পর দেওবন্দ পড়ুয়া খত্বীব ছাহেবের অনুমতিক্রমে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী। সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারে তাঁর সংস্কারমূলক বক্তব্যকে স্থানীয়রা সাদরে গ্রহণ করেন এবং খত্বীব ছাহেব তাঁকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর চিনামাটির পাহাড় ও লেক পরিদর্শন করে তারা রেষ্টহাউজে ফিরে আসেন। বাদ মাগরিব বিরিশিরি থেকে রওয়ানা হয়ে তারা রাত ৯টায় নেত্রকোনা শহরের উপকণ্ঠে মাধবপুরে অবস্থিত একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদে পৌঁছান। নেত্রকোণা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সেক্রেটারী জনাব আনোয়ারুল হক, মসজিদের জমিদাতা খালেদ হোসাইন, মসজিদ কমিটির সদস্য আবুল হাশিম, মুখলেছুর রহমানসহ স্থানীয় মুছল্লীগণ তাদেরকে সেখানে স্বাগত জানান। সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের পর তারা মসজিদ কমিটির আতিথেয়তায় রাতের খাবার গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি সফর কারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী বক্তব্য রাখেন। রাত ১১টায় তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব গন্তব্যের পথে রওয়ানা হন।

সোনামণি

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২০

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার লুজিয়ানা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাবেক **প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া** (ঢাকা)। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ অধিকাংশ অভিভাবকরা সোনামণিদেরকে নিয়ে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষার পিছনে ছুটছে। ফলে তারা দুনিয়ায় কিছু পেলেও দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এজন্য তারা আখেরাতে ক্ষতির দ্বার প্রান্তে উপনীত হচ্ছে। সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদের দুনিয়াবী শিক্ষার সাথে সঠিক দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে। তাই যারা 'সোনামণি' সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে তারা সৌভাগ্যবান। তিনি বলেন, সোনামণিদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে হবে। তাহলে তারা তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে। শুধু নিজের চিন্তায় বিভোর থাকলে চলবে না, বরং অন্যের জন্য কিছু করার চিন্তা করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত ইসলামী চরিত্র নিয়ে আসতে হবে। তাহলে মানুষ ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি পাবে। 'সোনামণি' সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই তিনি এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর (অব.) ড. হারূণুর রশীদ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য পরিচালকদের ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, কচি-কাঁচা সোনামণিরা পিতা-মাতার সবচেয়ে আদর ও স্নেহের পাত্র। কোন বাপ-মা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে না। তেমনিভাবে সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ চান না যে তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হৌক। তাই তিনি বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

তিনি বলেন, আমরা সোনামণিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানের জন্যই 'সোনামণি' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যাতে তারা তাওহীদ ও সুন্নাতের পথ ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতের অধিকারী হতে পারে। আজকাল অধিকাংশ মানুষ সুখের আশায় শুধু অর্থের পিছনে ছুটছে। অথচ আল্লাহকে চেনা ও তাঁর বিধান মানার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত রয়েছে।

তিনি বলেন, সোনামণিদেরকে ছোট থেকেই হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এখন থেকে প্রশিক্ষণ না নিলে বড় হয়েও সে মানুষের সামনে কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে আলাদা আলাদা মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা অনুযায়ী কেউ হাফেয হবে, কেউ আলেম হবে, কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। সেই মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকদের। তাহলেই তারা বড় হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথার্থ অবদান রাখতে পারবে। সেই সাথে আমরা যদি তাদের আক্বীদার ভিত্তি ঠিক করে দিতে পারি, তাহলে তারা ভবিষ্যতে পথভ্রষ্ট হবে না বলে আশা করা যায়। সেই ভিত্তি তৈরীর পথ হল সংগঠন। একটি বাড়ীতে ছোটরা থাকবে 'সোনামণি', যুবকরা থাকবে 'যুবসংঘ', বয়স্করা 'আন্দোলন' ও মা-বোনরা থাকবে 'মহিলা সংস্থা'র আওতাভুক্ত। তাহলে সে বাড়ী জান্নাতী বাড়ীতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। সেই জান্নাতী বাড়ী তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যেসকল অভিভাবক তাদের বাচ্চাদের এই সংগঠনে দিয়েছেন ও যারা আজকের প্রোগ্রামে এসেছে তাদেরকে তিনি আন্তরিক মুবারকবাদ জানান। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি পরিচালক আবু রায়হান প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৮টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আনছারী ও জাগরণী পরিবেশন করে ওবায়দুর রহমান। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আবু হানীফ ও রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। সম্মেলনে 'সোনামণি; সদস্যরা 'মানবিক মূল্যবোধ' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৫৮ জন বালক ও ৯৭ জন বালিকা সহ মোট ২৫৫ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম সমূহ উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৯ ও ৩০ তম পারা) : **বালক গ্রুপ : ১ম :** মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আনছারী (বগুড়া), **২য় :** ফরীদুয্যামান (নওগাঁ), **৩য় :** ওমায়ের রহমান (যশোর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : জান্নাতী খাতূন (বগুড়া), **২য় :** নুজহাত নাহিয়ান শিফা (রাজশাহী), **৩য় :** ফাহমীদা (নাটোর)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা আন'আম ৭৪-৭৯ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ)। **বালক গ্রুপ : ১ম :** নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **২য় :** রোকনুয্যামান (রাজশাহী), **৩য় :** হাবীবুল্লাহ (সাতক্ষীরা)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** মাহফূযা সীমা (রাজশাহী), **২য় :** রোকাইয়া খাতূন (রাজশাহী), **৩য় :** মাঈশা খাতূন (বগুড়া)

৩. দো'আ : বালক গ্রুপ : ১ম : মুহাম্মাদ মাহীন (টাঙ্গাইল), **২য় :** আল-আমীন (বগুড়া), **৩য় :** নাহীদ হাসান (গাইবান্ধা)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** মরিয়ম (রাজশাহী), **২য় :** ইশরাত জাহান (বগুড়া), **৩য় :** মারজানা (নওগাঁ)।

৪. সাধারণ জ্ঞান : বালক গ্রুপ : ১ম : তাসনীম আহমাদ (দিনাজপুর), **২য় :** শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা), **৩য় :** আব্দুল্লাহ আল-যুবায়ের (দিনাজপুর)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** আকলিমা আখতার (রংপুর), **২য় :** আয়েশা খাতূন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** সা'দিয়াহ ইসলাম (রাজশাহী)।

৫. জাগরণী : বালক গ্রুপ : ১ম : ওবায়দুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **২য় :** ওবায়দুল্লাহ (গাইবান্ধা), **৩য় :** শাহাদাত হোসাইন (সিরাজগঞ্জ)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** রাশীদা আখতার (রাজশাহী), **২য় :** মিছবাহ কবীর (রাজশাহী), **৩য় :** সুমাইয়া আখতার (পাবনা)।

৬. আযান : বালক গ্রুপ : ১ম : নাফীস ইকবাল (কুষ্টিয়া), **২য় :** মুশফিকুর রহমান (বগুড়া), **৩য় :** আরয়ুল ইসলাম (রাজশাহী), **৩য় :** ওবায়দুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

৭. হস্তাক্ষর : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা। **বালক গ্রুপ : ১ম :** জাহিদ হাসান (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুর রহমান

(সাতক্ষীরা), **৩য় :** কাওছার হাবীব (রাজশাহী)। **বালিকা গ্রুপ : ১ম :** মা'রূফা খাতূন (রাজশাহী), **২য় :** রোকাইয়া খাতূন (রাজশাহী), **৩য় :** নাবীলা আখতার সাবীনা (ঝিনাইদহ)।

৮. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা : (পরিচালকদের জন্য) : **১ম :** নাজমুন নাঈম (সাতক্ষীরা), **২য় :** আতীকুর রহমান যাকারিয়া নওগাঁ), **৩য় :** আব্দুল হাসীব (খুলনা)।

মৃত্যু সংবাদ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আলী হাসান আল-হালাবীর মৃত্যু

আধুনিক যুগের অন্যতম সালাফী বিদ্বান, শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর খ্যাতিমান ছাত্র, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আলী হাসান আল-হালাবী (৬০) গত ১৫ই নভেম্বর'২০ রবিবার সকালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন*। ঐদিন বাদ আছর জানাযা শেষে তাঁকে জর্ডানের মারাকায় দাফন করা হয়।

শায়খ আলী হাসান আল-হালাবী ১৯৬০ সালে (১৩৮০ হিঃ) জর্ডানের 'আয-যারক্বা' যেলায় জন্মগ্রহণ করেন। আরব-ইস্রাঈল যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে তাঁর বাপ-দাদা ফিলিস্তীনের ইয়াফা থেকে জর্ডানে হিজরত করেন। শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আব্দুল ওয়াদূদ যিরারী, হাম্মাদ আল-আনছারী প্রমুখ তাঁর অন্যতম শিক্ষক। ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর সাথে হালাবীর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর নিকটে তিনি আল-বায়িছুল হাছীছ সহ মুছত্বলাহুল হাদীছ-এর বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রায় সিকি শতাব্দী শায়খ আলবানীর সাহচর্যে কাটান এবং বিভিন্ন ইলমী ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত সিলসিলা ছহীহাহ ও সিলসিলা যঈফা প্রণয়নে তিনি তাঁকে সহায়তা করেন। শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী, শায়খ মুহাম্মাদ সালেক শানকীতী প্রমুখের নিকট থেকে তিনি 'ইজাযা' লাভ করেন। জর্ডান থেকে প্রকাশিত 'আল-আছালাহ' পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি 'মারকাযুল ইমাম আল-আলবানী লিল-আবহাছিল ইলমিইয়াহ ওয়াদ দিরাসাতিল মানহাজিইয়াহ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়েন। তিনি সঊদী আরব, মিসর, কুয়েত, আরব আমিরাত, আমেরিকা, ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দাওয়াতী সফর করেন। তাঁর রচিত, সম্পাদিত ও তাহকীক্বকৃত তাঁর সংখ্যা দুই শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহ হ'ল- (১) ইলমু উছূলিল বিদা' (২) দিরাসাতুন ইলমিইয়াহ ফী ছহীহ মুসলিম (৩) আন-নুকাত 'আলা নুযহাতিন নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার (৪) আত-তা'লীকাতুল আছারিইয়াহ আলাল মানযূমাতিল বায়কূনিইয়াহ (৫) ফিক্বহুল ওয়াকি বায়নান নাযরিয়াহ ওয়াত তাতবীক (৬) জাহান্নাম আহওয়ালুহা ওয়া আহলুহা (৭) কাশফুল মুতাওয়ারী মিন তালবীসাতিল গুমারী (৮) তাওফীকুল বারী ফী হুকমিছ ছালাত বায়নাস সাওয়ারী (৯) মুজমালু তারীখিদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ ফিদ-দিয়ারিল উরদুনিয়াহ (১০) আর-রাদ্দুল বুরহানী ফিল ইনতিছার লিল-আল্লামা মুহাদ্দিছ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী (১১) আত-তাহযীর মিন ফিতনাতিল গুলু ফিত-তাকফীর (১২) কিতাবু এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ফী মীযানিল ওলামা ওয়াল মুআরি'খীন প্রভৃতি। তাঁর তাহকীক্বকৃত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) মিফতাহু দারিস সা'আদাহ লি-ইবনিল ক্বাইয়িম (৩ খণ্ড) (২) আত-তা'লীকাতুর রাযিইয়াহ আলার রাওযাতিন নাদিইয়াহ লিল-আলবানী (৩ খণ্ড) (৩) আল-বায়িছুল হাছীছ লি-ইবনে কাছীর (২ খণ্ড) (৪) আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ লি-ছিদ্দীক্ব হাসান খান (৫) আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া লি-ইবনিল ক্বাইয়িম।

সংগঠনের তিনজন দায়িত্বশীলের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বিভিন্ন স্তরের তিনজন দায়িত্বশীল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ১৪ই নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবির ৫০২তম সিণ্ডিকেট সভায় তাঁদের এই ডিগ্রি অনুমোদিত হয়। তারা হলেন,

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সাবেক ছাত্র ও বর্তমান সহকারী শিক্ষক মুখতারুল ইসলাম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল **'ইহসান ইলাহী যহীর: ইসলামী আক্বীদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান'**। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী এবং ভারতের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মশিহুর রহমান।

২. 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। তার গবেষণা শিরোনাম ছিল **'ছফিউর রহমান মুবারকপুরী : সীরাত সাহিত্যে তাঁর অবদান'**। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। পরীক্ষক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. আশফাক আহমাদ।

৩. 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব। তাঁর গবেষণা শিরোনাম ছিল **'হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর অবদান : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'**। তার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম এবং ড. মুহাম্মাদ সেতাউর রহমান। পরীক্ষক ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আলী এবং ভারতের গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ নাজমুল হক। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর দ্বিতীয় পুত্র। তারা সকলের দো'আপ্রার্থী।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

হিফয ও ক্লাস ডায়েরী

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কার্টুন সমূহ। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম উদ্যোক্তা আসিফ মুহিউদ্দীন নিজেকে 'খোদা' দাবী করে এবং ঢাকা শহরের মসজিদগুলিকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিৎ বলে মন্তব্য করে *(দ্র. আত-তাহরীক ১৬/৮ সংখ্যা, মে ২০১৩)*।

বলা বাহুল্য এসবের কারণে ইসলামের প্রতি অমুসিলমদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের গতি অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যেই জার্মান চ্যান্সেলর এঙ্গেলা মার্কেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, আগামী ৫০ বছরের মধ্যে জার্মানী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হবে। লণ্ডনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের (১৯৯৭-২০০৭) শ্যালিকা সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী লরেন বুথ ২০১০ সালে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকাতে ইসলাম গ্রহণের হার পূর্বের যেকোন সময়ের চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার পর এবং বর্তমানে মোদী যুগে মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের হার যত বাড়ছে, সেখানে ইসলাম গ্রহণের হার তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম তার আদর্শিক শক্তি বলে যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হবে। যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না, সম্মানী ব্যক্তির ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমানের সাথে। এক্ষণে আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অপমানিত করবেন, তারা (কর দানের মাধ্যমে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে' *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫)*।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বহু পূর্ব থেকেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। যেমন- (১) ফরাসী ঐতিহাসিক লেমারটিন (১৭৯০-১৮৬৯ খৃ.) বলেন, 'দার্শনিক, বাগ্মী, ...একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ। আমরা জিজ্ঞেস করি, তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ আছে কি? (২) ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির স্বনামধন্য নেতা রোজার গার্দী (১৯১৩-২০১২) বলেন, ইসলামী সভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করাই যেন সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে (অথচ এর তুলনীয় কিছুই নেই)। (৩) জার্মানীর সাবেক চ্যান্সেলর ড. গুষ্টাফ বুইর (১৮৭০-১৯৪৪) বলেন, মুহাম্মাদ রক্তপিপাসু ও স্বেচ্ছাচারী আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন পদ্ধতির প্রচলন করেন। (৪) বৃটিশ ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী ছিলেন মুহাম্মাদ। আমি বলছি, স্বর্গের জ্যোতির্ময় দ্যুতি ছিলেন এই মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট সকল মানুষ ছিল জ্বালানীর মত তাঁর অপেক্ষায়। অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিলেন স্ফুলিঙ্গে। (৫) বৃটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০) বলেন, মুহাম্মাদের ধর্ম সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, আগামী দিনে এই ধর্ম অবশ্যই বিশ্ববাসীর নিকট গ্রহণীয় হবে এবং ইতিমধ্যেই তা ইউরোপীয়দের নিকট গ্রহণীয় হ'তে শুরু করেছে। আমি এই মানুষটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মত কেউ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক হ'তেন, তাহ'লে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে পৃথিবীতে বহু কাঙ্খিত শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হ'তেন। (৬) খ্যাতনামা বৃটিশ পণ্ডিত বাসওয়ার্থ স্মীথ (১৮৩৯-১৯০৮) বলেন, মুহাম্মাদ ছিলেন একাধারে একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য ও একটি ধর্মের স্থাপয়িতা। তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব সৌভাগ্য। সংস্কারকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। (৭) বৃটিশ রাজনীতিবিদ উইলিয়াম মূর (১৬৮৫-১৭৩২) বলেন, মুহাম্মাদের আবির্ভাবকালীন সময়ের মত সামাজিক অধোগতি আর কখনো ছিল না। আর তাঁর তিরোধানের সময়ের মত সামাজিক উন্নতি আর কখনো দেখা যায়নি। (৮) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) বলেন, এ কথা ঘোষণা করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, ইসলামের পয়গম্বরের প্রতি আমার সর্বাধিক শ্রদ্ধা রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। (৯) ভারতের জাতির জনক বলে খ্যাত মি. গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতীয় স্বরাজ পার্টির নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তোমরা ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহ'লে ওমরের শাসন নীতি অনুসরণ কর। (১০) নিউইয়র্কের মাইকেল হার্ট (জন্ম : ১৯৩২) নিজে খৃষ্টান হয়েও বিশ্বের সেরা ১০০ মনীষীর জীবনীর তালিকায় প্রথমে রাখেন ইসলামের নবী ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। (১১) বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম.এ. ডি.এসসি বলেন, কোরআন এক মহামূল্য রত্ন। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম জগতে তার পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা কোরআনকে 'বদমায়েশের কল্পিত উপন্যাস' বলে, তাহারা রজক বাহকের সহিত সখ্যতা করিতে পারে'। (১২) ফরাসী বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি (১৯২০-১৯৯৮) তাঁর সুবিখ্যাত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে এলাহী গ্রন্থ বলে যেসব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে কেবল কোরআনই বিশুদ্ধ। বাকী সবই জাল'। বাংলাদেশের নাস্তিক ব্লগার এবং চিহ্নিত কথা সাহিত্যিক ও অধ্যাপকরা উপরের মন্তব্য সমূহ থেকে উপদেশ নিতে পারেন। যাদের নিকৃষ্ট উক্তি সমূহ লিখতে ও বলতে ঘৃণা বোধ হয়। যাদের সর্বসাম্প্রতিক হ'লেন ঢাবির অপরাধ তত্ত্ব বিভাগের জনৈক অধ্যাপক জিয়া আহসান। যিনি 'আসসালামু আলায়কুম' ও 'আল্লাহ হাফেয' বলাকে জঙ্গীবাদের চর্চা বলে মন্তব্য করেছেন।

নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তি : ইসলাম ত্যাগ করে কেউ মুরতাদ তথা নাস্তিক হয়ে গেলে অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করলে ইসলামে তার শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড *(মায়েদাহ ৫/৩৩; তওবা ৯/৬৫-৬৬)*। তবে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের *(কুরতুবী)*। এ দায়িত্ব পালন না করলে সরকার ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে উক্ত দণ্ড দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৫৪-৫৫; বুখারী হা/৪০৩৭-৩৮)*।

সকলের জানা উচিৎ যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হ'ল ইসলাম। একমাত্র ইসলামের কারণেই আজ পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'বাংলাদেশ' পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বাংলাদেশের শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এদেশের মানুষের আক্বীদা ও আমল থেকে ইসলাম ও ইসলামের নবীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। প্রশাসন সবকিছু জেনে-শুনেও যদি এদের তৎপরতা বাড়তে দেয়, তাহ'লে বাংলাদেশ পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের গ্রাসে চলে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : ২০১৫ সালে জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার বোনের বিবাহ হয়। ঝগড়া-বিবাদ করে একাধিকবার সে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। সর্বশেষ চলে আসার বিশদিন পর সামাজিক ভাবে ও কাযীর উপস্থিতিতে তালাকের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় এবং উভয়পক্ষ সালিসের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক্ষণে উক্ত তালাক কি কার্যকর হয়েছে? এখন আমার বোন অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-আকরামুয্যামান, সবুজবাগ, বগুড়া।

উত্তর : উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে সালিসী বৈঠকের সিদ্ধান্ত শরী'আত সম্মত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে খোলা' কার্যকর হয়েছে। খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নারীর পক্ষ থেকে, যা স্বামীকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কার্যকর হয়। এটি তালাক নয় *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/১৮১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৮৯-৯০; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৯৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৭-৭০)*। এক্ষণে উক্ত মহিলা এক তোহর ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বা পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩; আল-ইস্তিযকার ৬/৮২; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০-৪৭০)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : তাবীয বেচা-কেনা করা শিরক হবে কি?

-সাইফ মাহমূদ, ঢাকা।

উত্তর : তাবীয বেচা-কেনা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন কোন বস্তু হারাম করেন, তখন তা বিক্রি করাও হারাম' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; ছহীহাহ হা/৪৯২)*। স্মর্তব্য যে, শিরক করা ও শিরকী কাজে সহযোগিতার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : ধর্ষণ ও যেনা/ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ধর্ষক অবিবাহিত হ'লেও কি সে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত?

-আবুল কালাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ধর্ষণের শাস্তি ও যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। যেনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে তার শাস্তি বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড ও অবিবাহিতদের জন্য একশ' বেত্রাঘাত ও এক বছর নির্বাসন *(নূর ২৪/০২; বুখারী হা/৪৯৬৯; মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৫)*। আর বিবাহিত ও অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য যথাক্রমে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড ও একশ' বেত্রাঘাতের সাথে একদল বিদ্বান মিছলে মোহর তথা উক্ত নারীর সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মোহর জরিমানা হিসাবে যুক্ত করেছেন *(আবূদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭২; মুওয়াত্তা মালেক হা/১৪, ২/৭৩৪; আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা ৫/২৬৮-৬৯; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৭/১৪৬)*। আর যদি অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করা হয় বা হত্যার উদ্দেশ্যে শারিরীকভাবে আঘাত করা হয় বা হত্যা করা হয়, তাহ'লে সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, যার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জনপদে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের জন্য দুনিয়াবী লাঞ্ছনা। আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি' *(মায়েদাহ ৫/৩৩)*। সেক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আদালত উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য যে, ধর্ষণের শিকার নারীর কোন শাস্তি হবে না *(মিশকাত হা/৩৫৭২, সনদ ছহীহ)*। তবে সে যে মূলত ধর্ষণের শিকার হয়েছে সে ব্যাপারে প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন চিৎকার করা, প্রশাসনকে অবহিত করা বা নিজেকে হেফাযতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার ব্যাপারে কোন প্রমাণ থাকা *(আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৭/১৪৬)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : আমি আমার পিতার অনুমতি ছাড়াই কাযী অফিসের মাধ্যমে এক ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। পরবর্তীতে উক্ত বিবাহ পরিবার মেনে নিয়েছে। অতঃপর ২০১২ সালে পারিবারিক ঝগড়া হ'লে রাগের মাথায় আমার স্বামী এক তালাক, দুই তালাক উল্লেখ করে। কিন্তু আমরা এক সাথেই সংসার করতে থাকি। ২০২০ সালে আমার স্বামী মেয়ের সামনে আবারো আমাকে তালাক প্রদান করে। এখন আমরা দু'জন দুই স্থানে থাকি। তবে পরস্পরকে খুব ভালোবাসি। আমরা মেয়েসহ আবার এক সাথে থাকতে চাই। এক্ষণে আমাদের করণীয় কী?

-কানীয ফাতেমা, ঢাকা।

উত্তর : প্রত্যেক মুমিন নারীর জন্য অপরিহার্য হ'ল পিতা বা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করা *(আবুদাউদ হা/২০৮৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩০-৩১)*। তবে যেহেতু উক্ত বিবাহ কাযী অফিসের মাধ্যমে হয়েছে এবং পরিবার মেনে নিয়েছে সেহেতু এটি 'শিবহে নিকাহ' হিসাবে বৈধ হয়েছে *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৭/৮; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/১০৩)*। অতঃপর ২০১২ সালে প্রদত্ত একসাথে দুই তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর ২০২০ সালে প্রদত্ত তালাকটি ২য় তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষণে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত করতে পারবে। আর ইদ্দতের তিন মাস মেয়াদ অতিক্রম করলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, রাজ'আত করলে বা ইদ্দতকাল শেষে বিবাহ করলে স্বামী আর মাত্র এক তালাকের অধিকারী থাকবে। অর্থাৎ এরপর কোন কারণে এক

তালাক দিয়ে দিলে স্ত্রী তার জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে। ফলে স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হওয়া ও স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পূর্বে তার সাথে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ ২/৩৩৮, মাসআলা নং ৯৭৫; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৯৯-১০০)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : বেনামাযী ও বেপর্দা মহিলার রান্না করা খাবার খাওয়া যাবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : বেনামাযী ও বেপর্দা মহিলার রান্না করা খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের রান্না করা খাবার খেয়েছেন *(বুখারী হা/২৬১৭; মুসলিম হা/২১৯০; আহমাদ হা/১৩২২৪; ইরওয়া হা/৩৫)*। তবে বেনামাযী ও বেপর্দা নারীকে সাধ্যমত উপদেশ দিতে হবে এবং আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতে হবে।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : কুরআন মুখস্থ করার সময় বারবার সিজদার আয়াত আসলে প্রত্যেকবারই কি সিজদা করতে হবে?

-ইবনু ছাবুদ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর : প্রত্যেকবার সিজদা দেওয়া যরূরী নয়। বরং শেষে একবার সিজদা দিলেই যথেষ্ট। তবে একবার পাঠ করলে যখনই পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে তখনই সিজদা দেওয়া সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করতাম। এতে এত ভিড় হ'ত যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না *(বুখারী হা/১০৭৬; মিশকাত হা/১০২৫)*। এক স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে এ সিজদা সঙ্গে সঙ্গে না করে কিছু পরেও করা যায়। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না, ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। এই সিজদা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩-৫৪ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৪ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : জালালুদ্দীন রূমীর আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।

-শিশির আহমাদ, তেজগাঁও, ঢাকা।*
**[স্রেফ 'আহমাদ' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : জালালুদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২ হি.) ভ্রান্ত ছূফী মতবাদে বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক সাধক ও কবি ছিলেন। 'মসনবী' তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান আফগানিস্তানের বল্খ শহরে জন্মগ্রহণকারী এই ফার্সী কবি আক্বীদাগতভাবে ইবনু আরাবীর ন্যায় হুলূল ও ইত্তেহাদের আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল, বান্দার আত্মা আল্লাহ্র পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করে সেটি আল্লাহ্র অংশ হয়ে যায়। আর এই আক্বীদা থেকেই চালু হয়েছে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' দর্শন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। একে 'ওয়াহদাতুল উজূদ' বা অদ্বৈতবাদী দর্শন বলে। 'হুলূল'-এর পরবর্তী ধাপ হ'ল 'ইত্তেহাদ'। যার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অতঃপর স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে যাওয়া। এই দর্শনমতে অস্তিত্ব জগতে যা কিছু দৃশ্যমান, তার সবই এক ও অভিন্ন এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ফলে এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। রূমীর কথা, কর্ম ও জীবন সবই শিরক ও বিদ'আতে ভরা। তার শিষ্য আফলাকী বলেন, মাওলানাকে (রূমীকে) কেউ সিজদা করলে তিনিও তাকে সিজদা করতেন এমনকি কাফের হ'লেও। একদিন এক ব্যক্তি তাকে সাতবার সিজদা করলে তিনিও তাকে সিজদা করলেন *(মানাকিবুল আরেফীন ১/৩৩০)*। তার বন্ধু তাবরীযী বলেন, কেউ যদি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখতে চায় সে যেন আমাদের মাওলানাকে দেখে...কারণ তার সন্তুষ্টিতে জান্নাত রয়েছে এবং তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি। আমাদের মাওলানাই জান্নাতের চাবি *(মানাকিবুল আরেফীন ১/৪২২)*। আফলাকী বলেন, জনৈক মুরীদের মৃত্যুসংবাদ আমাদের মাওলানাকে (রূমীকে) জানানো হ'লে তিনি বলেন, আমাকে মৃত্যুর পূর্বে জানাওনি কেন? যাতে আমি মৃত্যুকে ঠেকাতে পারতাম! *(মানাকিবুল আরেফীন ১/৪৯৫)*। তার রচিত মসনবী হাযারো মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তিনি গান-বাজনার তালে তালে নৃত্য সহকারে যিকির করাকে স্রষ্টার কাছে নিবেদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম মনে করতেন। তার নিগূঢ় অধ্যাত্মবাদী রচনা বহু মানুষের প্রশংসা পেলেও বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার বিচারে তা নিরেট শিরক ও বিদ'আতে পরিপূর্ণ। অতএব একজন সচেতন মুসলমানের জন্য তার কাব্য ও দর্শন থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(দ্র. সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, 'রিসালাতুন ফির রাদ্দি 'আলা আহলে ওয়াহদাতিল উজূদ')*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : পিতার মৃত্যুর পর একটি ক্লাবের সদস্যরা দাবী করছে যে, জীবদ্দশায় তিনি ক্লাবের জন্য কিছু জমি দান করেছিলেন, কিন্তু দখল দেননি। এ বিষয়টি আমাদের জানা নেই। এখন ক্লাবের সদস্যরা আইনী লড়াই করে জমিটা পেলে পিতার কবরে শাস্তি হবে কি? শাস্তি থেকে পিতাকে বাঁচানোর জন্য তার দানকৃত জমি ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা আমাদের জন্য জায়েয হবে কি?

-ফাহাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জনকল্যাণমূলক হ'লে পিতা ছওয়াবের অংশীদার হবেন। সেক্ষেত্রে যদি ক্লাবের সদস্যরা কোন অন্যায় কাজ করে, তাতে তিনি দায়ী হবেন না। কারণ কেউ কারু পাপের বোঝা বহন করবে না *(আনআম ৬/১৬৪)*। কিন্তু ক্লাবটি ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লে এবং পিতা জেনে-বুঝে সেখানে জমি দান করে গেলে তিনি কবরে শাস্তির অধিকারী হবেন *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং সন্তান বা পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব হবে, ক্লাবের সদস্যদেরকে অন্যায় থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া এবং পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দান-ছাদাক্বা করা। কেননা সন্তান ব্যতীত অন্যকে দানকৃত বস্তু ফেরৎযোগ্য নয় *(তিরমিযী হা/২১৩২)*। অতএব উত্তরাধীকারীদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে যেন দানকৃত জমিটি কোন অন্যায় কাজে ব্যবহৃত না হয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় কাজে দান করার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে ধর্মের নামে কোন শিরক ও বিদ'আতী কাজে দান করা না হয়। কেননা ক্বিয়ামতের শেষ বিচারের দিন প্রত্যেককে তার আয় ও ব্যয় উভয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(তিরমিযী হা/২৪১৭)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : আমি একাধিকবার কসম করে তা ভঙ্গ করেছি। এক্ষণে কাফফারা কি একবার দিলেই চলবে না প্রত্যেক কসম ভাঙ্গার জন্য পৃথকভাবে কাফফারা দিতে হবে?

-রুবেল, জয়পুরহাট।*

[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স. স.)]*

উত্তর : কসম ভঙ্গের কাফফারা একবার দিলেই যথেষ্ট হবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৬০৬১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ৩৫/৪৮-৪৮)*। তবে কসম ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে হ'লে প্রত্যেক কসমের জন্য আলাদা আলাদা কাফফারা দিতে হবে বলে একদল বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। যদিও প্রথম মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৫১৫)*। আর কসমের কাফ্ফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একজন দাস বা দাসীকে মুক্ত করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। উল্লেখ্য যে, কসমকে নিয়ে খেল-তামাশা করা যাবে না। বরং কসম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১০/৯০) : ছালাতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সেটা সৌভাগ্যের মৃত্যু হিসাবে গণ্য হবে কি?

-ফয়ছাল আলম, গাযীপুর।

উত্তর : যারা ইবাদতরত অবস্থায় মারা যায় তারা সৌভাগ্যবান বলে বিভিন্ন হাদীছ প্রমাণ করে। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন ব্যক্তির ভালো চান, তাকে মানুষের প্রিয়পাত্র করেন। কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রিয়পাত্র করার অর্থ কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'মৃত্যুর আগে তাকে ভালো কাজে লিপ্ত করেন এবং সে অবস্থায় তাকে মৃত্যু দান করেন' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২; আহমাদ হা/ ১৭৮১৯; ছহীহাহ হা/১১১৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আল্লাহ কোন মানুষের কল্যাণ চান তাকে পবিত্র করেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে বান্দাকে পবিত্র করা হয়, রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তার মনে ভালো কাজের উদ্রেক ঘটিয়ে তাকে ভালো কাজে লিপ্ত করা হয় এবং সে অবস্থায় তার জান কবয করা হয় *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৯০০; ছহীহুল জামে' হা/৩০৬)*। এছাড়াও ইবাদতে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে অবস্থায় ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বান্দা ক্বিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উত্থিত হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে' *(মুসলিম হা/২৮৭৮)*। অতএব নিঃসন্দেহে ইবাদতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের আলামত।

প্রশ্ন (১১/৯১) : কারো উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হ'লে সেক্ষেত্রে প্রতিহত করা না ছবর করা উত্তম হবে?

-শামসুদ্দীন, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: অন্যায় আক্রমণের শিকার হ'লে প্রতিহত করতে হবে। তবে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য্যধারণ করলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে উত্তম প্রতিদান লাভ করবে *(শূরা ৪২/৩৯-৪৩, ফুছছিলাত ৪১/৩৪)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, কেউ এসে আমার মাল জোর করে নিতে চাইলে আমি কি করব? তিনি বললেন, দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বললেন, তুমিও লড়াই করবে। সে বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেন, তুমি শহীদ হবে। সে বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, তাহ'লে সে জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৩)*।

তবে ফিৎনা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে সে সময় প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্য্যধারণ করাই উত্তম। যেমন এমতাবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, যদি কেউ আমার ঘরে ঢুকে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আমি কি করব? জওয়াবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, كُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ তুমি আদমের দুই ছেলের মধ্যে উত্তমটির মত হও' *(আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, মশকাত হা/৫৩৯৯)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : জান্নাতে পুরুষদের জন্য স্ত্রী থাকবে। কিন্তু তারা সেখানে কোন সন্তান জন্ম দিতে পারবে কি?

-রেযাউল করীম, ফরিদপুর।

উত্তর : জান্নাতী নারী-পুরুষ সেখানে যা কামনা করবে তাই পাবে। তাই সন্তান চাইলে সন্তানও পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুমিন লোক যদি জান্নাতে সন্তানের আকাঙ্খা করে তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব হয়ে যাবে' *(তিরমিযী হা/২৫৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৮; দারেমী হা/২৮৩৪; আহমাদ হা/১১০৭৮, সনদ ছহীহ)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, আলিমদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, জান্নাতে সম্ভোগ হবে, কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইব্রাহীম নাখাঈ প্রমুখ হ'তে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছ প্রসঙ্গে ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম বলেন, মুমিন জান্নাতে সন্তানের ইচ্ছা করা মাত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, কিন্তু সে এমন ইচ্ছা করবে না *(তিরমিযী হা/২৫৬৩-এর আলোচনা দ্র.)*। সেজন্য হাফেয ইবনু কাছীর, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ও একদল বিদ্বান একটি যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলেন, জান্নাতে জান্নাতীরা সন্তান জন্ম দিবে না *(আহমাদ হা/১৬২৫১; ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদিল আরওয়াহ ২৩৮ পৃ.; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ২০/৩৫২)*। তবে যেহেতু হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী জান্নাতীরা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে, তাই এমন বিষয়ে কোন মতবিরোধে পতিত হওয়ার আবশ্যকতা নেই। আল্লাহ বলেন, সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে ও তোমরা যা দাবী করবে, সবই পাবে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : আমার তিন সন্তান ছোট থেকে বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশুনা করেছে এবং বর্তমানেও বাইরে চাকুরীরত। ছোট সন্তান বাড়িতে থেকে আমার জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু দেখাশুনা ও পরিচালনা করে। আমার বিবেচনায় অন্য সন্তানদের চেয়ে সে আমার সম্পদের বেশী হকদার। এক্ষণে আমি অন্য সন্তানদের সাথে পরামর্শ না করে ছোট সন্তানকে যদি অতিরিক্ত কোন সম্পদ দিতে চাই, সেটা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-শহীদুল্লাহ প্রামাণিক, যশোর।

উত্তর : কোন সন্তান সম্পদ অর্জনে পিতাকে সহায়তা করলে

তার পুরস্কার হিসাবে নিজের জীবদ্দশায় তাকে কিছু সম্পদ বেশী দেওয়া যেতে পারে। তবে তা অবশ্যই হৃদয়ের দুর্বলতা দূর করে ইনছাফের ভিত্তিতে দিতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করা বা কারো প্রতি অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে নয় *(মুহাম্মাদ আলীশ, ফাৎহুল আ'লিল মালেক ২/১৫৯-১৬০; ফাতাওয়া আশ-শাবকাতুল ইসলামিয়াহ ১২/৩৯৮২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৬/২৩৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : পুরুষেরা নারীদেরকে অথবা নারীরা পুরুষদেরকে শিক্ষাদান করতে পারবে কি?

-নিয়ামুল হাসান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কোন পুরুষ কোন গায়ের মাহরাম নারীকে নির্জনে পড়াতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলে সেখানে তৃতীয় জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১, মিশকাত হা/৩১১৮)*। তবে যদি একত্রিতভাবে শরঈ পর্দা বজায় রেখে পড়ানো হয় এবং তাতে কোন ফেৎনার আশংকা না থাকে, তাহ'লে বাধা নেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের দাবীক্রমে তাদের জন্য পৃথক একটি দিন নির্ধারণ করেন, সেখানে তারা জমায়েত হ'ত এবং তিনি তাদেরকে হাদীছ শিক্ষা দিতেন... *(বুখারী হা/৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/১৭৫৩ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। অপরদিকে নিরাপদ পরিবেশ থাকলে পূর্ণ পর্দা সহকারে এবং শরী'আতের বিধি-বিধানসমূহ মেনে নারী পুরুষদেরকে শিক্ষাদান করতে পারে। তবে ফেৎনার আশংকা থাকলে তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। মা আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) পর্দার আড়াল থেকে ছাহাবীগণকে জ্ঞানদান করতেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দিতেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা কোন বিষয়ে আটকে গেলে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে গিয়ে তার সমাধান নিতাম *(তিরমিযী হা/৩৮৮৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে চাকুরী করা যাবে কি?

-মাহবূব আলম, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে চাকুরী করা যাবে। যেহেতু স্বাস্থ্যসেবা সূদী কর্মকাণ্ডের অংশ নয়। তবুও যেহেতু তাতে প্রতিষ্ঠানটির প্রচার-প্রচারণার বিষয়টি যুক্ত থাকে, তাই সাধ্যমত সূদবিহীন প্রতিষ্ঠানে চাকরী অন্বেষণ করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৫/৪৯)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : যে বিবাহে খরচ কম সে বিবাহে বরকত বেশী। এ হাদীছ সঠিক কি?

-মুহাম্মাদ বিল্লাল, ওয়ারী, ঢাকা।*
*[*বিল্লাল নয়, বেলাল নাম রাখুন (স. স.)]*

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী শো'আব হা/৬১৪৬; মিশকাত হা/৩০৯৭; যঈফাহ হা/১১১৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে যে নারীর বিবাহের মোহর কম, সে বিবাহ বরকতপূর্ণ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ হা/২৪৫২২; ইরওয়া হা/১৯২৮, সনদ হাসান)*। তাছাড়া বিবাহে খরচ কম হওয়া উত্তম বলে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাউদ হা/২১১৭)*। অতএব বিবাহ ও মোহরানা সকল ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত সশব্দে পাঠ করা যাবে কি? জানাযার প্রথম বা দ্বিতীয় তাকবীর না পেলে মাসবূক ব্যক্তির করণীয় কি?

-আব্দুর রাকীব, সখের বাজার, নীলফামারী।

উত্তর : জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই পড়া যায় *(বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; মুসলিম হা/৯৬৩ (৮৬); মিশকাত হা/১৬৫৪)*। ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে এবং পরে দরূদ ও অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়বে। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা *(নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯)* এবং অন্যান্য দো'আ পড়বে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) একদা জানাযায় সূরা ফাতেহা সরবে পাঠ করেন ও ছালাত শেষে বলেন, আমি এজন্য এরূপ করলাম যাতে তোমরা অবগত হও যে, এমনটি করা সুন্নাত *(বুখারী হা/১৩৩৫; মিশকাত হা/১৬৫৪)*। আর মাসবূক যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় তাকবীরে পৌঁছায়, তবে ছালাতের যে অংশটুকু পাবে সেখান থেকেই শুরু করবে। প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং ধারাবাহিকভাবে যা বাদ পড়বে, সেটুকু ক্বাযা হিসাবে সংক্ষেপে পূর্ণ করে নেবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৪৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৯৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : দাদী বা নানী তার কোন নাতিকে বা নাতির ছেলেকে সম্পদের কিছু অংশ উপহার হিসাবে দলীল করে দিতে পারবে কি?

-তামজীদ আহমাদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এমতাবস্থায় দাদী বা নানী কিছু সম্পদ লিখিতভাবে হেবা করতে পারে। সম্পদের উত্তরাধিকারী না হ'লে তাদের নামে অছিয়াতও করা যাবে। তবে এক্ষেত্রেও সমতা স্থাপন যরূরী বলে অধিকাংশ বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন *(নববী, রওযাতুত-তালেবীন ৫/৩৭৯; হায়তামী, তুহফাতুল মুহতাজ ৬/৩৬০; মারদাভী, আল-ইনছাফ ৭/১৩৭)*। তবে শারঈ প্রয়োজনে কোন নাতি বা নাতনীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৬/৫৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১১/৪৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : মসজিদের বারান্দায় মাইকে আযান না দিয়ে ইমামের পাশে মাইকে আযান দেওয়া যাবে কি?

-তারেক আযীয, দিনাজপুর।

উত্তর : আযান মসজিদের ছাদে, মিনারে বা মসজিদের বাইরে উঁচু স্থান থেকে দেওয়াই সুন্নাত *(আবুদাউদ হা/৫১৯; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৯৯৫; আহমাদ হা/২২০৮০; মুত্তাফাকুন আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*। অবশ্য মাইক ব্যবহারে আযানের শারঈ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাওয়ায় মসজিদের ভিতর থেকেও আযান দেওয়া যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৭১-৭৩)*। তবে মাইকবিহীন মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া যাবে না। কারণ এতে আযানের শারঈ উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

প্রশ্ন (২০/১০০) : কুরআন তেলাওয়াত করার সময় ১ থেকে ৪ আলিফ পর্যন্ত টানা ভুল হ'লে, কমবেশী হ'লে, অন্যান্য মাখরাজে ভুল হ'লে গোনাহ হবে কি?

-রাসেল, সুজানগর, পাবনা।

উত্তর : চার আলিফ বা তিন আলিফ মাদ্দের স্থানে এক আলিফ দীর্ঘস্বরে টানলে অর্থ পরিবর্তন হয় না। সেজন্য এতে গুনাহ হবে না, যদিও তাতে তেলাওয়াতের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। তবে মাখরাজের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কেননা এতে অর্থ পরিবর্তনের আশংকা থাকে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৪৪৩-৪৪; ইবনুল হাজ্জ, আল মাদখাল ১/৫৩; যায়লাঈ, তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব ১/৯০)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : ওযূ করার সময় অঙ্গগুলো তিনবারের বেশী বা কম হয়ে গেলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ মূসা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ওযূ করার সময় অঙ্গগুলো তিনবারের বেশী ধৌত করা হাদীছের ভাষ্যমতে যুলুম, সীমালংঘন ও অবাধ্যতা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাকে ওযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ওযূর অঙ্গ সমূহ তিন-তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, এভাবেই ওযূ করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চাইতে বৃদ্ধি করল, সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল *(নাসাঈ হা/১৪০; ছহীহাহ হা/২৯৮০)*। তবে কম-বেশী করলে তাতে ওযূ হয়ে যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' ১/৪৪০; ফাৎহুল বারী ১/২৩৪; নায়লুল আওত্বার ১/২১৮)*। উল্লেখ্য যে, হাদীছে তিন বারের কথা বলা হয়েছে, তিন অঞ্জলী নয়। সুতরাং কারো অঙ্গ ধৌত করতে অধিক পানির প্রয়োজন হ'লে নিতে পারবে এবং তা সীমালংঘন হবে না *(নববী, শরহ মুসলিম ৩/১০৯; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদা-দারব ৫/৪৬)* ।

প্রশ্ন (২২/১০২) : জনৈকা নারী স্বামী মারা যাওয়ার পর তার ছেলের শিক্ষক মসজিদের জনৈক ইমামের সাথে মা-ছেলের সম্পর্ক তৈরী করেছে। তারা একে অপরের সাথে পর্দার মধ্যে থেকে মা-ছেলের মতো কথা বলে এবং উক্ত ইমাম তাকে মা-মণি বলে ডাকে। এভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে কি?

-মফীযুর রহমান, ঝিনাইদহ।

উত্তর: উক্ত নারী পর্দার আড়াল থেকে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে। তবে এভাবে ছেলের মত সম্পর্ক স্থাপন করে বিশেষ যোগাযোগ রাখা সমীচীন নয়। কারণ ইমাম ছাহেব গায়ের মাহরাম হওয়ায় তা অবৈধ সম্পর্কের দিকে ধাবিত করতে পারে। সেজন্য সর্বাবস্থায় নারী-পুরুষের শারঈ পর্দা পালন করা আবশ্যক *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : গায়ের মাহরাম নারীর সাথে কথপোকথন ও চলাফেরার ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক?

-রাজীবুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : গায়ের মাহরাম নারীর সাথে প্রয়োজনে কথা বলা যাবে। কথা বলার সময় উভয়ে দৃষ্টি অবনত রাখবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। নারী তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবে *(আহযাব ৩৩/৩২-৩৩)*। পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা বিধেয় *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। নির্জনে কথা বলা যাবে না *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*। সর্বদা আল্লাহভীতি বজায় রাখবে *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : দ্বীনী ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি জান্নাতে নবীগণের সমমর্যাদার অধিকারী হবেন -কথাটি কি সঠিক?

-আলম শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে আলেমগণের মর্যাদায় বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাধারণ আবেদ ব্যক্তির উপর আলেমের মর্যাদা যেমন নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। আর নিশ্চয়ই আলেমগণ হ'লেন নবীদের ওয়ারিছ *(আবুদাউদ হা/৩৬৪১)*। নিঃসন্দেহে সেই আলেম হবেন আক্বীদা ও আমলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র নিখাদ অনুসারী। কেবল আলেম নন, বরং বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অনুসারী মুমিনগণ অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'ল সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : যেকোন পাপের জন্য ছালাত ব্যতীত সাধারণভাবে সিজদায় গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে কি? যেভাবে শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদা করা যায়?

-নাজমুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ইস্তিগফারের জন্য ছালাত ব্যতীত কেবল সিজদার বিধান হাদীছে বর্ণিত হয়নি *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৫৬৫; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৯৪)*। সুতরাং কেউ পাপ করলে দু'রাক'আত ছালাত অর্থাৎ 'ছালাতুত তওবাহ' আদায় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ সিজদায় গিয়ে বা শেষ বৈঠকে 'আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলায়হে' বলবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন লোক যদি গুনাহ করার পর ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন- 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে; অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে... *(আলে ইমরান ৩/১৩৫; আবুদাঊদ হা/১৫২১; মিশকাত হা/১৩২৪)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং সেখানে একাগ্রতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন' *(আহমাদ হা/২৭৫৮৬, ছহীহাহ হা/৩৩৯৮)*। তবে সহো সিজদা, শুকরিয়ার সিজদা ও তেলাওয়াতের সিজদা ছালাত ব্যতীতও করা যায়। উল্লেখ্য যে, কেবল ছালাত আদায় নয়, বরং যে পাপ থেকে সে তওবা করেছে, সেই পাপের পুনরাবৃত্তি না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকবে।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : কেউ নবজাতক সন্তানের সুসংবাদ দিলে কী বলে দো'আ করতে হবে?

-শাহাদাত হোসাইন, মাদারীপুর।

উত্তর : 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল 'আলহামদুলিল্লাহ' *(তিরমিযী হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/২৩০৬)*। এরপর নবাগত সন্তান ও তার ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন দো'আ করা যায়। যেমন মু'আবিয়া বিন কুররা (রাঃ) বলেন, 'আমার সন্তান ইয়াস জন্মগ্রহণ করলে আমি একদল

ছাহাবীকে দাওয়াত করে খাওয়াই। তাঁরা দো'আ করলেন। আমি বললাম, আপনারা দো'আ করেছেন। আপনারা যে দো'আ করেছেন আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন! আমিও এখন কতগুলি দো'আ করব, আপনারা 'আমীন' বলবেন। রাবী বলেন, আমি নবজাতকের দ্বীনদারী ও জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তার জন্য অনেক দো'আ করলাম। রাবী বলেন, আমি সেদিনের দো'আর বরকত লক্ষ্য করছি *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫৫, সনদ ছহীহ মাক্বতূ')*। নবাগত সন্তানের জন্য নিম্নের দো'আটিও পাঠ করা যায়- 'জা'আলাহুল্লাহু মুবারাকান 'আলায়কা ওয়া 'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদিন (ছাঃ)' (আল্লাহ নবজাতককে তোমার জন্য এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বরকত মণ্ডিত করুন) *(ত্বাবারাণী, আদ-দো'আ হা/৯৪৫, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত নবজাতকের জন্য দো'আ- بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، 'তোমাকে যা দান করা হয়েছে আল্লাহ তাতে বরকত দিন। তুমি দানকারীর শুকরিয়া আদায় কর, সে তার বয়স পূর্ণ করুক এবং তোমাকে তার পুণ্য প্রদান করা হোক' *(ইবনু আবিদ-দুনিয়া, আল-'ইয়াল হা/২০১; মুসনাদ ইবনুল জা'দ হা/১৪৪৮)* মর্মে বর্ণিত আছারটি যঈফ *(লিসানুল মীযান ৮/৩৫২)*। তবে মর্মার্থ সঠিক হওয়ায় বলা যেতে পারে *(নববী, আল-আযকার হা/৮৫৩; সালীম হেলালী, ছহীহুল আযকার লিন-নববী ২/৭১৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, তোহফাতুল মওলূদ ১/২৯)*। এর জওয়াবে সন্তানের সুসংবাদদাতার জন্য নিম্নের দো'আ পাঠ করা মুস্তাহাব- بَارَكَ اللهُ لَكَ، وبَارَكَ عَلَيْكَ، وجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، ورَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وأَجْزَلَ ثَوَابَكَ، *'বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা 'আলায়কা ওয়া জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাযাক্বাকাল্লাহু মিছলাহু ওয়া আজ্‌যালা ছওয়াবাকা'*- আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন, আর আপনার ওপর বরকত নাযিল করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আর আপনাকেও অনুরূপ দান করুন এবং আপনার ছওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করুন *(নববী, আল-আযকার হা/৮৫৩; ছিহনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৪৫)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময় না করে প্রচলিত স্যালুট প্রথা শরী'আতসম্মত কি?

-সাইফ জালাল, খুলশী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এটি একটি অনৈসলামী সংস্কৃতি, যা পরিত্যাজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/৩০৩; তুর্কমানী, আল-লুমা' ১/২৮২-২৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণে সালাম দিয়ো না। কেননা তারা হস্ততালু, মাথা ও ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে থাকে' *(দায়লামী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে ইহূদী-খৃষ্টানদের অনুকরণ করো না। কেননা ইহূদীরা আঙ্গুল দিয়ে ইশারার মাধ্যমে এবং নাছারারা হস্ততালু দিয়ে ইশারার মাধ্যমে সালাম প্রদান করে' *(তিরমিযী হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/৪৬৪৯, সনদ হাসান)*। পক্ষান্তরে অভিবাদনের ইসলামী পদ্ধতি হ'ল সাক্ষাতে পরস্পরকে সালাম ও মুছাফাহা করা। এর বাইরে অন্য কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা নেই। সুতরাং সাধ্যমত প্রচলিত প্রথা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। তবে বাধ্যগত অবস্থায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ *(নাহল ১৬/১০৬; তাগাবুন ৬৪/১৬)*। সেক্ষেত্রে স্যালুটের সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ করা কর্তব্য *(তিরমিযী হা/২৬৯৭; নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৯৫; ফাৎহুল বারী ১১/১৪; তোহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩৯৩)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : দেশে প্রচলিত শেয়ার বাজারের ব্যবসা শরী'আতসম্মত কি?

-ওছমান গণী, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিভিন্ন কারণে প্রচলিত শেয়ার বেচাকেনার ব্যবসা জায়েয নয়। যেমন- (১) ক্রেতার অনেক সময় সম্যক জ্ঞান থাকে না যে কী বস্তুর শেয়ার তিনি ক্রয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*। (২) যে বস্তুর শেয়ার কেনা-বেচা হয়, তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ক্রয়-বিক্রয়কে ধোঁকা বলেছেন *(তিরমিযী হা/১২৩৪; মিশকাত হা/২৮৭০)*। (৩) শেয়ার ব্যবসায় পণ্য নিজ আয়ত্বে না নিয়েই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৫)*। (৪) শেয়ার ব্যবসায় ফাটকাবাজারীর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ পণ্য দেখে না। অথচ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দর উঠা-নামা হয়। তাছাড়া অনেক সময় কোম্পানী প্রকৃত তথ্য গোপন রাখে। কখনো কারখানা তৈরী না করেই বাজারে তার শেয়ার ছাড়া হয় এবং নতুন শেয়ারে অধিক লাভ ধারণা করে সেটিকে লোকেরা অধিক মূল্যে ক্রয় করে। এছাড়াও নিত্যনতুন ছলচাতুরী শেয়ারবাজারে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। (৫) এতে সূদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ শেয়ার ব্যবসা সূদী ঋণের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। অতএব শেয়ার ব্যবসা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, যদি সাধারণভাবে কোন শেয়ার ব্যবসা সূদমুক্ত, প্রতারণাবিহীন ও ছলচাতুরীমুক্ত হয়, তাহ'লে তা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/২৯৯-৩০০)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : মসজিদে ছালাতের পর অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কৌটা ছাড়া হয়। এটা জায়েয কি? নববী যুগে মসজিদে এরূপ প্রথা চালু ছিল কি?

-ইব্রাহীম, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : নববী যুগে এমন প্রথা ছিল না। তবে এভাবে অর্থ সংগ্রহে বাধা নেই। কারণ এটিকে ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে মুছল্লীদের মধ্যে নিয়মিত দানের উত্তম অভ্যাস তৈরী হয়। এতে দোষের কিছু নেই।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : আয়না দেখে হারানো বস্তু বের করার বিষয়টি গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এতে বিশ্বাস করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, মুসলিমপাড়া, ফরিদপুর।

উত্তর : যে ব্যক্তি আয়না চালক অথবা অনুরূপ কোন গণকের নিকট যাবে এবং তার কার্যকলাপকে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে। জাদুর বাস্তবতা আছে। কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কাফের হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। রাসূল (ছাঃ)

বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দানকারী অথবা জ্যোতিষীর নিকট এসে সে যা বলবে তা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ হা/৯৫৩২, ছহীহুল জামে' হা/৫৯৩৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবূল হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। অতএব এসবে বিশ্বাস স্থাপন করা বা এগুলি করে হারানো বস্তু খোঁজা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : কোন কারণবশতঃ বিবাহের অলীমা ইজাব-কবূলের কিছুদিন পরে করা যাবে কি?

-রেযাউল করীম, রাজশাহী।

উত্তর : বাসর রাতের পর দিন অথবা তিন দিন পর্যন্ত অলীমা করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত যাপন করার পর দিন অলীমা করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৭০)* এবং তিনি ছাফিয়াহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনদিন যাবৎ অলীমা খাইয়েছিলেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, হাদীছ ছহীহ)*। তবে কারণবশতঃ অলীমার দিন বিলম্বিতও করা যায়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সাতদিন বা অনুরূপ দিন পর্যন্ত অলীমা করা যায়। রাসূল (ছাঃ) অলীমার সময়কে এক বা দুই দিনের জন্য খাছ করেননি *(বুখারী ১৭/২৬৫)*। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ তিনি অলীমার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেননি যেদিন অলীমা করাকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলা হবে। আর এটি তিনি 'আম হাদীছ থেকে নিয়েছেন *(ফাৎহুল বারী ৯/২৪৩)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তা কবুল করে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৬)*। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, উক্ত হাদীছে দিনের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। তাছাড়া ছাহাবী উবাই বিন কা'বকে সপ্তম দিনে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হ'লে তিনি কবুল করেন *(ফাৎহুল বারী ৯/২৪৩)*। অতএব বিবাহের পর অলীমা যত দ্রুত সম্ভব করাই সুন্নাত, যাতে বিবাহের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : আমাদের দেশের মানুষ মসজিদের পাশে কবরস্থ হওয়াকে সৌভাগ্য ও মুছল্লীদের দো'আ লাভের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এটা জায়েয হবে কি?

-নাছরুল্লাহ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা কোন সৌভাগ্যের বিষয় নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হ'লে এটি শিরকের কেন্দ্র হয়ে যেতে পারে, যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীগণ ও নেক ব্যক্তিগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করছি' *(মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩)*। আর মুছল্লীদের দো'আ পাওয়ার স্বার্থেও মসজিদের পার্শ্বে কবর দেওয়ার কোন দলীল নেই। কেননা দো'আ করা হয় আল্লাহ্র নিকটে। তার জন্য কবরস্থানে যাওয়া শর্ত নয়। তিনি চাইলে যে কোন স্থানেই কবরবাসীর জন্য দো'আ কবুল করেন। তবে সাধারণ ভাবে মসজিদের পার্শ্বে পৃথক কবরস্থান করায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : কোন বিদ্বানের নিকট থেকে ইলম বা ফৎওয়া গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে শারঈ মানদণ্ড কি?

-রফীকুল ইসলাম, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : একজন আলেমের মধ্যে ন্যূনতম নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে তার নিকট থেকে ইলম অর্জন করা বা ফৎওয়া নেওয়া যাবে। (১) আল্লাহভীরু হওয়া (২) দলীল সহকারে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ অর্জন করা (৩) কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সিদ্ধান্তের কাছে নিরংকুশভাবে আত্মসমর্পণের মানসিকতা থাকা (৪) নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী নীতির অনুসারী হওয়া (৫) সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দেওয়া (৬) হিকমত বা প্রজ্ঞা থাকা (৭) হক-এর উপর দৃঢ় থাকা (৮) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং ইলম অনুযায়ী আমল করা (৯) নিজের বিরুদ্ধে হ'লেও সর্বদা ইনছাফের সাথে হক কথা বলা। (১০) ইখলাছ থাকা প্রভৃতি *(দ্র. উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৬৪/১৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : প্রতিদিন বাদ মাগরিব মসজিদে নছীহত করা যাবে কি?

-আলমগীর ফকীর, গোড়ান, ঢাকা।

উত্তর : মুছল্লীদের তা'লীমের উদ্দেশ্যে ছালাতের পর আলোচনা করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, একটি আয়াত হ'লেও *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। রাসূল (ছাঃ) বিশেষ করে ফজর ছালাত শেষে আলোচনা করতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬০৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫)*। তিনি ফরয ছালাতের পর ইলমের মজলিসের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পর বসে যায় এবং লোকদের দ্বীনের তা'লীম দেয়, সে ব্যক্তি ঐ আবেদের চাইতে উত্তম যে দিনে ছিয়াম পালন করে ও রাতে ইবাদত করে। যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা' *(দারেমী হা/৩৪০; মিশকাত হা/২৫০)*।

তবে ওয়ায-নছীহত মুছল্লীদের ধৈর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তুমি (সপ্তাহে) প্রতি শুক্রবার মানুষকে ওয়ায কর। নইলে দু'বার। আর যদি এর চাইতে অধিক করতে চাও তবে তিনবার। তুমি কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলো না। এতদ্ব্যতীত আমি যেন কখনও তোমাকে না দেখি যে, তুমি লোকদের নিকট পৌঁছবে যখন তারা নিজেদের আলোচনায় মশগুল থাকবে। আর তুমি তাদের কাছে গিয়ে ওয়ায শুরু করে দিবে। তুমি তাদের আলোচনা নষ্ট করে দিবে এবং তা তাদের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করবে। বরং এ সময় তুমি চুপ থাকবে। অতঃপর যখন তারা তোমাকে চাইবে তখনই কথা বলবে, যতক্ষণ তারা তোমার কথার আকাঙ্ক্ষা করবে' *(বুখারী হা/৬৩৩৭; মিশকাত হা/২৫২)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার তা'লীমী বৈঠক করতেন *(বুখারী হা/৭০; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/২০৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : রাসূল (ছাঃ) কে গালিদাতার শাস্তি কি? শাস্তি বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বশীল কে? দোষী বলে প্রমাণিত হওয়ার আগেই কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে কি? কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়ে থাকলে তার শাস্তি কি?

-মাযহারুল ইসলাম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে রাসূল (ছাঃ) কে গালিদাতা ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা' রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১২ আয়াত ৮/৮২; বিস্তারিত দ্র. ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ), আছ-ছারেমুল মাসলূল 'আলা শাতিমির রাসূল (ছাঃ)।* ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৫১০; মুসলিম হা/১৮০১)*। জনৈকা ইহূদী মহিলা রাসূল (ছাঃ) কে গালি দিত। তখন একজন মুসলিম তাকে হত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য দেননি *(আবুদাউদ হা/৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০; ইরওয়া হা/১২৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) গালি দিত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কে আমার এই শত্রুকে হত্যা করবে? খালিদ বিন অলীদ (রাঃ) বলেন, আমি। তখন খালেদ (রাঃ)-কে পাঠানো হয় এবং তিনি তাকে হত্যা করেন *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৫/২৩৭; মুহাল্লা ১২/৪৩৭)*। একবার দু'জন মহিলা গানের মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিন্দা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(যাদুল মা'আদ ৩/৩৮৬ পৃঃ)*। তবে এই হুকুম বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়। এক্ষণে কোন মুসলিম যদি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর গালিদাতাকে হত্যা করে ফেলে এবং সেটা আদালতে প্রমাণিত হয়, তাহ'লে আদালত তাকে শাস্তি দিবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) গালিদাতার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন *(আবুদাউদ হা/৪৩৬১, ৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০; ইরওয়া হা/১২৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : জমহূরের মত বলতে কী বোঝায়?

-নাসীম আহমাদ, কুয়েট, খুলনা।

উত্তর : এটি একটি ফিক্বহী পরিভাষা। অর্থ অধিকাংশ। সাধারণ অর্থে, যখন কোন ফিক্বহী মাসআলায় অধিকাংশ ইমাম বা ফক্বীহ একমত পোষণ করেন, তখন সে মতটিকে 'জমহূর'-এর মত বলা হয়। বিশেষ অর্থে, জমহূর বলতে বুঝানো হয়, এক ইমামের বিপরীতে তিন ইমামের মতামত। অর্থাৎ যখন কোন মাসআলায় চার ইমামের তিন ইমাম একই ফয়ছালা দেন, তখন সে মাসআলাকে জমহূরের মত বলা হয়। আবার যদি কোন মাসআলায় দু'জন ইমাম একমত হন, কিন্তু অপর দু'জন ইমাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন; তখন প্রথমোক্ত দুই ইমামের মতকে জমহূরের মত বলা হবে। আবার জমহূর বলতে চার ইমামের ঐক্যমতকেও বুঝানো হয় *(আব্দুল কারীম যায়দান, কিতাবু উছূলিদ দা'ওয়াহ ১/৩৯০-৯৩)*। আর কোন মাসআলায় যখন বলা হবে জামাহিরের মত তখন বুঝতে হবে তাতে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা' রয়েছে *(আব্দুল্লাহ বিন যায়দান, তাহরীমু নাহবিল আমওয়ালিল মু'আহিদীন ২১৫ পৃঃ ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব ৪/১৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : ছালাতের মধ্যে ইমামের তেলাওয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসলে দরূদ পাঠ করা যাবে কি?

-হিযবুল্লাহ, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতসহ যেকোন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনলে তার প্রতি দরূদ পাঠ করা জায়েয *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৬০৪১-৪২; হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ২/৬৬; আল-মুনতাক্বা শারহুল মুয়াত্তা ১/১৫৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। এখানে ছালাতের মধ্যে বা ছালাতের বাইরে নির্দিষ্ট করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই দরূদ সংক্ষেপে ও নীরবে হতে হবে *(আল-মুনতাক্বা শারহুল মুওয়াত্ত্বা ১/১৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : দেশে-বিদেশে জীবন বীমা, গাড়ি বীমা, প্রতিষ্ঠান বীমা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ইন্সুরেন্স কোম্পানী আছে। এরূপ প্রতিষ্ঠান সরাসরি ব্যাংক নয়। এখানে চাকুরী করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-ইমরান, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : ইন্স্যুরেন্স বা বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করা যাবেনা। কেননা ইন্স্যুরেন্স বা বীমা কোম্পানী প্রচলিত পদ্ধতি শরী'আতের কয়েকটি মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন- (১) ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে সরাসরি সূদ জড়িত, যা হারাম। (২) ইন্স্যুরেন্স পরোক্ষভাবে জুয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। কেননা এতে যে কোন এক পক্ষ একতরফাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা যুলুমের শিকার হয়। (৩) ইন্স্যুরেন্স অস্পষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে প্রতারণার সুযোগ রয়েছে। আর গারার বা অস্পষ্ট লেনদেন শরীআ'তে নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১৫১৩ প্রভৃতি)*। (৪) নিরাপত্তাদানের মালিক কেবল আল্লাহ। তাই ভরসা করতে হবে কেবল তাঁর উপর। অথচ এখানে ভরসা করা হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উপর। যা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিরোধী। সুতরাং এরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : ঠোঁটের নীচের লোম কাটা যাবে কি?

- আবূবকর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : কাটা যাবে না। কেননা বৃদ্ধাবস্থাতেও রাসূল (ছাঃ)-এর ঠোঁটের নিম্নভাগে উক্ত লোম ছিল। যার কিছু অংশ সাদা ছিল *(বুখারী হা/৩৫৪৫-৪৬)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : মুহুরীর পেশা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাদের, বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মুহুরীর পেশা গ্রহণ করা যায়। তবে তা হ'তে হবে সম্পূর্ণরূপে প্রতারণামুক্ত এবং থাকতে হবে মানুষকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২০ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	১৫ রবীঃ আখের	১৭ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:০৫	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	১৭ রবীঃ আখের	১৯ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৫:০৬	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ডিসেম্বর	১৯ রবীঃ আখের	২১ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:০৭	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৭ ডিসেম্বর	২১ রবীঃ আখের	২৩ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৮	১১:৫০	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩২
০৯ ডিসেম্বর	২৩ রবীঃ আখের	২৫ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
১১ ডিসেম্বর	২৫ রবীঃ আখের	২৭ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১০	১১:৫২	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৩ ডিসেম্বর	২৭ রবীঃ আখের	২৯ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১২	১১:৫৩	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
১৫ ডিসেম্বর	২৯ রবীঃ আখের	০১ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫
১৭ ডিসেম্বর	০১ জুমাঃ উলা	০৩ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:১৪	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১৯ ডিসেম্বর	০৩ জুমাঃ উলা	০৫ পৌষ	শনিবার	০৫:১৫	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৬
২১ ডিসেম্বর	০৫ জুমাঃ উলা	০৭ পৌষ	সোমবার	০৫:১৬	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৩ ডিসেম্বর	০৭ জুমাঃ উলা	০৯ পৌষ	বুধবার	০৫:১৭	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৮	০৬:৩৮
২৫ ডিসেম্বর	০৯ জুমাঃ উলা	১১ পৌষ	শুক্রবার	০৫:১৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯
২৭ ডিসেম্বর	১১ জুমাঃ উলা	১৩ পৌষ	রবিবার	০৫:১৯	১২:০০	০৩:০০	০৫:২০	০৬:৪১
২৯ ডিসেম্বর	১৩ জুমাঃ উলা	১৫ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:১৯	১২:০১	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
৩১ ডিসেম্বর	১৫ জুমাঃ উলা	১৭ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪৩

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-১	-২	-২
গাযীপুর	০	০	০	-১	-১
শরীয়তপুর	-১	০	+১	+২	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	-১	-২	-৩	-৩	-৩
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+১	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৪	+৪	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+৩	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	-১	-১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-২	-২	-২
জামালপুর	+৩	+২	০	-১	০
নেত্রকোণা	০	-২	-৩	-৪	-৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
খুলনা	+২	+৩	+৫	+৬	+৫
বাগেরহাট	+১	+২	+৪	+৫	+৪
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	-১	+১	+৩	+৩	+২
পটুয়াখালী	-২	০	+৩	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+১	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	-২	০	+২	+৩	+১
ভোলা	-৩	-১	+১	+২	০
বরগুনা	-১	+১	+৪	+৫	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+২	+২
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+৩	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৭	+৭	+৭
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৪

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৩	+৩	+৩
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৩	+৪
লালমণিরহাট	+৭	+৪	০	-১	০
নীলফামারী	+৯	+৬	+২	+২	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৩	+১	০	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৭	+৪	+৩	+৪
রংপুর	+৭	+৪	+১	+১	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	-১	-১	০

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৪	-৩	-৩	-২	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-২	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৯	-৭	-৫	-৫	-৬
নোয়াখালী	-৪	-৩	-১	-১	-২
চাঁদপুর	-২	-১	০	০	-১
লক্ষীপুর	-৩	-২	০	০	-১
চট্টগ্রাম	-৮	-৬	-৩	-২	-৪
কক্সবাজার	-১০	-৭	-২	-১	-৩
খাগড়াছড়ি	-৮	-৭	-৫	-৫	-৬
বান্দরবান	-১০	-৮	-৫	-৪	-৫

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৮	-৮	-৮
মৌলভীবাযার	-৫	-৬	-৭	-৭	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৫	-৫
সুনামগঞ্জ	-২	-৪	-৬	-৭	-৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 3, December 2020

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী ২০২১, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৯ই জানুয়ারী
২০২১, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি চলছে

২০২১ শিক্ষাবর্ষে মক্তব ও হেফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে একাদশ (ছানাবিয়্যাহ উলা) শ্রেণী পর্যন্ত।

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল পূর্বক ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি অর্জন।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
২. শিক্ষার্থীদের ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
৩. বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
৪ উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান. ।
৫. আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা তত্ত্বাবধান।
৬. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
৭. নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।
৮. মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের সু-ব্যবস্থা।
৯. মাদ্রাসার মক্তব বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা সুন্দর লেখা শিখানো হয়।
১০. ছাত্রদের মেধা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।
১১. প্রত্যহ মাগরিব ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত নৈশ কোচিং-এর ব্যবস্থা।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ইং পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী ২০২১ইং
ক্লাস শুরু : ০৯ জানুয়ারী ২০২১ইং

শর্তাবলী

১. প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
৩. প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ও ব্যবস্থাপনা ফি পরিশোধ করতে হবে।

যোগাযোগ : বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া বি-ব্লক ক্যান্টনমেন্ট হ'তে অর্ধ কিলোমিটার পূর্ব দিকে করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বে।
মোবাইল : অফিস ০১৭৬৭-৩৩৫৫৮৯, মুহতামিম : ০১৭৩৬-৭৫৩৭৪০।